১২ এপ্রিল ২০১৯

আনন্দলোক



ইন্টারভিউ
শ্রাবন্তী
সোহিনী সরকার

বন্ধ হয়ে গেল অঞ্জন দত্তর ‘অপারেশন রাইটার্স’?

‘জ্যেষ্ঠপুত্র’র স্ক্রিপ্ট কার? দ্বৈরথে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়-প্রতিম ডি গুপ্ত

নজরে নতুন প্রজন্ম

কয়েক বছরের ব্যবধানে বদলে যায় প্রজন্মের মুখ। বাংলা ছবির ইন্ডাস্ট্রি এই সময়ে দাঁড়িয়ে বাজি রাখছে কাদের উপর? নববর্ষের প্রাক্কালে আনন্দলোক পরিচয় করাচ্ছে সেই সব তরুণ অভিনেতার সঙ্গে, যাঁরা আগামীদিনে হয়ে উঠতে পারেন বাংলা ছবির ভরকেন্দ্র...

প্রচ্ছদকাহিনি শুটের নেপথ্যভিডিয়ো দেখতে
স্ক্যান করুন QR কোডটি


সিনেমিষ্টি মুখে
শুভারম্ভ
বাংলা সিনেমার ১০০ বছরে ক্যাডবেরি মিষ্টি সেরা সৃষ্টি'-র নিবেদন 'মিষ্টি ক্লাসিকস্'।
বাঙালির আবেগ ও ভালবাসায় ভরা অন্যতম সেরা কিছু বাংলা ছবির নামানুসারে তৈরি
'ক্যাডবেরি সিনেমিষ্টি' পাওয়া যাচ্ছে আপনার কাছের মিষ্টির দোকানে।
এই 'ক্যাডবেরি সিনেমিষ্টি'র স্বাদ আপনার নতুন বছরকে
করে তুলুক আরও মিষ্টিময়।
Cadbury
Dairy Milk
Dairy Milk
মিষ্টি
ক্লাসিকস্
Celebration Partner
Dairy Milk
PRESENTS
Cadbury MiSHTi SHERA SHRISHTI
in association with
আনন্দবাজার পত্রিকা & The Telegraph
ABPONE/CMSS2019/07

৪৫ বর্ষ ৬ সংখ্যা ১২ এপ্রিল ২০১৯

আনন্দলোক

কভারস্টোরি

৯

নজরে নতুন প্রজন্ম









তাঁরা 'নবীন'। তবে 'কাঁচা' নন। বরং কাজে, গ্রুমিংয়ে, পেশাদারিত্বে বেশ অভিজ্ঞই। বর্তমানে বাংলা ছবিতে নিজেদের উপস্থিতিতে তাঁরা বুঝিয়ে দিচ্ছেন, ভবিষ্যতে তাঁরাই হতে পারেন ইন্ডাস্ট্রির সেরা লগ্নি।





প্রচ্ছদ: আদৃত ও সৌরসেনী। **ফোটো:** শুভদীপ ধর, **মেকআপ:** সুমন গঙ্গোপাধ্যায়, **হেয়ার:** মৌসুমী ছেত্রী, **স্টাইলিং:** সুমিত সিন্‌হা, **পোশাক:** ওয়েস্টসাইড(আদৃত), **পোশাক:** ঈশানি জয়সওয়াল(সৌরসেনী), **জুয়েলারি:** ডিভিনাস ক্রিয়েশন(সৌরসেনী), **লোকেশন পার্টনার:** জে ডব্লু ম্যারিয়ট, কলকাতা, **ফুড পার্টনার:** জে ডব্লু কিচেন, জে ডব্লু ম্যারিয়ট কলকাতা

সম্পাদক: কৌশিক পাল

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিঃ ২১১/২০৭ উপেন ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০৬০ থেকে মুদ্রিত।
বিমান মাশুল: আন্দামান, মণিপুর সর্বত্র ১ টাকা।

ANANDALOK is published semi monthly by ABP PVT LTD, 6 PRAFULLA SARKAR STREET, CALCUTTA-700001.

Export of this magazine to U.S.A is through our authorised agent only.

সেলেবদের আরও হাঁড়ির খবর জানতে চোখ রাখুন **www.anandalok.in**-এ।

ফলো করুন Anandalok anandalok_abp


OSHEA®
HERBALS
OSHEA HERBALS
Bamboo Charcoal Peel-Off Mask
OSHEA HERBALS
Activated Charcoal FaceWash
WHITENING & YOUTHFUL
DEEP CLEANSING & HYDRATION
enriched with:
activated charcoal & licorice extracts
PARABEN, SILICON & MINERAL OIL FREE
all skin type
Net wt.: 120g/4.23oz
OSHEA HERBALS
Activated Charcoal FaceScrub
PARABEN | SILICON
& MINERAL OIL FREE
Deep cleanses | Reduces larger pores
Reduces black heads | Reduces excess oil
Whitens skin
HELPLINE: 033 40433333, 9804033333 (10am to 7pm) | Whatsapp : 9674888884 | Email: care@osheaherbals.com
TV PROGRAMME: ZEE BANGLA : Sampurna - 11am Saturday | CTVN : Tuesday at 7pm, Wednesday at 1pm, Saturday at 5pm
Products also available at: www.osheaherbals.com | Available at leading cosmetic, medical outlets & Spencers

নস্ট্যালজিয়া

গত ২৭ মার্চ সংখ্যায় অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলার খোলামেলা সাক্ষাৎকার পড়ে বিশেষ ভাল লাগল, তার সঙ্গে খানিক যেন নস্ট্যালজিয়াও উঁকি দিয়ে গেল। আমাদের যৌবনকালে অভিনেতাদের বিয়ের খবরের জন্য মুখিয়ে থাকতাম। এখনকার নায়ক-নায়িকারা অনেক খোলামেলা নিজেদের সম্পর্কের ব্যাপারে, অনেক সৎ-ও। অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলার খুনসুটির ব্যাপারে পড়তে দিব্যি লাগছিল। পারস্পরিক বিশ্বাস ওঁদের এভাবেই অটুট থাকুক এই কামনাই করি।

রথীন জানা , সোদপুর

রিডিং হ্যাবিট

২৭ মার্চ সংখ্যায় অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলার সাক্ষাৎকার পড়ার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায় সকলেই দেখলাম বিয়ের জন্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন, দেখে একটু অবাকই লাগল। সাক্ষাৎকারের কোথাওই বলা নেই যে তাঁরা এক্ষুনি বিয়ে করতে চলেছেন। এইটা বেশ ইন্টারেস্টিং একটা স্টাডি যে মানুষের রিডিং হ্যাবিট কতটা কমে গিয়েছে। সম্ভবত প্রচ্ছদ দেখেই সকলের এই ধারণা হয়েছে যে বিয়ে আসন্ন, কিন্তু প্রচ্ছদের পরে যে রয়েছে কত চমক তা উল্টে না দেখায় অনেককিছুই যে মিস হয়ে গেল তা তাঁরা আর বুঝলেন না। অঙ্কুশ আর ঐন্দ্রিলার সাক্ষাৎকার পড়ে বেশ ভাল লাগল। ভাল থাকুন দু'জনে, মানিয়ে গুছিয়ে। আর একসঙ্গে থাকলে একটু ঠোকাঠুকি লাগেই, ও বেশি পাত্তা না দিলেও চলবে।

পারমিতা সরকার, বিজয়গড়





নুসরত- মিমি

কবীর সুমন

২৭ মার্চ সংখ্যায় 'সরগম' বিভাগে কবীর সুমনের সাক্ষাৎকারটি পড়ে মনে হল তিনি যথেষ্ট অপমানিত হয়েছেন। তাই এত বিস্ফোরক সুমন। সাধারণত তিনি খুব ঠান্ডা মাথার মানুষ কিন্তু দেব-এর এই উক্তি মানা যায় না, তাই তিনি এত উত্তেজিত। আমি সুমনের কোনও দোষ দেখি না। দেবের মতো সাংসদ একটু ভেবে মন্তব্য করলে ভাল করতেন।

সুদীপ্ত বন্দোপাধ্যায়, বীরভূম

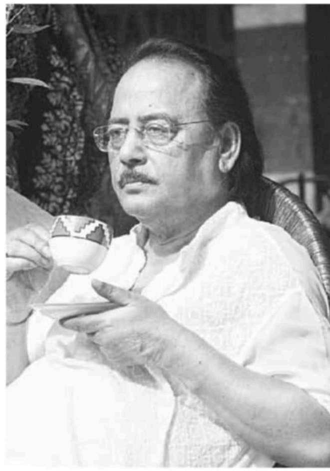


কবীর সুমন

ইন্দ্রপতন

২৭ মার্চের 'আনন্দলোক'-এ স্মরণ বিভাগে 'চিন্ময় রায়'কে নিয়ে প্রতিবেদনটি মনে দাগ কেটে যায়। তিনি ছিলেন প্রতিভাধর অভিনেতা। কমিক অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে তিনি জাত চিনিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য ছবিগুলো হল, 'তিন ভুবনের পারে', 'চিড়িয়াখানা', 'হাটে বাজারে' প্রভৃতি। তপন সিংহের কথা ও সুরে 'হাটে বাজারে' ছবিতে তিনি প্লে ব্যাকও করেছিলেন। গানটি হল 'আগে-আগে নবমী চলে' (সহশিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায়, মৃণাল চক্রবর্তী)। তবে যে ছবিটি তিনি পরিচালনা করেছিলেন, সেটির নাম 'হিংটিংছট'। নানা কারণে ছবিটি মুক্তি পায়নি।

হীরালাল শীল, কলকাতা- ১২



চিন্ময় রায়

সহনশীল রাজনীতি

২৭ মার্চের সংখ্যায় মিমি নুসরতের রাজনীতি বিষয়ক লেখাটি বেশ লাগল। নুসরত সহনশীল রাজনীতির কথা বলেছেন, আর মিমি অত্যন্ত পরিণতভাবে সবদিক সামলাচ্ছেন। এখন এঁদের জয় শুধু ভবিষ্যতের অপেক্ষা। আশা করা যায় যোগ্যতমের উদবর্তন হবে, শুভেচ্ছা রইল দু'জনের জন্য।

পল্লবী সেনশর্মা, নবদ্বীপ

নিজের পুরো ঠিকানাসহ অনধিক ১০০ শব্দে চিঠি পাঠান। ঠিকানা: আনন্দলোক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১ মতামত জানাতে পারেন ই-মেলেও। ই-মেল আই-ডি: anandalok@abp.in

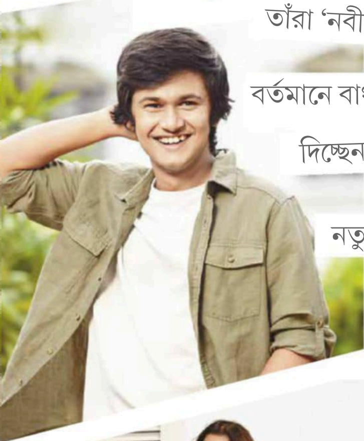
এই পত্রিকায় যাঁরা লিখেছেন বা যাঁদের নিয়ে লেখা বেরিয়েছে, তাঁদের উদ্দেশে জানানো হচ্ছে, পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সেই সব লেখা বা সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার ছবি কোনও সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।





নজরে নতুন প্রজন্ম

তাঁরা 'নবীন'। তবে 'কাঁচা' নন। বরং কাজে, গ্রুমিংয়ে, পেশাদারিত্বে বেশ অভিজ্ঞই। বর্তমানে বাংলা ছবিতে নিজেদের উপস্থিতিতে তাঁরা বুঝিয়ে দিচ্ছেন, ভবিষ্যতে তাঁরাই হতে পারেন ইন্ডাস্ট্রির সেরা লগ্নি। বাংলা ছবির নতুন প্রজন্মের সঙ্গে পরিচয় করাচ্ছেন অংশুমিত্রা দত্ত এবং আসিফ সালাম









> আমি ছবির নায়ক এবং গায়ক, দুটোই হতে চাই। আর সব জঁরের ছবিতে কাজ করতে চাই।

আদ্রিত রায়

বয়স: ২৬

কাজের কাজ: নূর জাহান, প্রেম আমার ২

ফোটো: শুভদীপ ধর
মেকআপ: সুমন গঙ্গোপাধ্যায়
হেয়ার: মৌসুমী ছেত্রী
স্টাইলিং: সুমিত সিন্‌হা
পোশাক: ওয়েস্টসাইড
লোকেশন পার্টনার: জে ডব্লু ম্যারিয়ট, কলকাতা
ফুড পার্টনার: জে ডব্লু কিচেন, জে ডব্লু ম্যারিয়ট কলকাতা

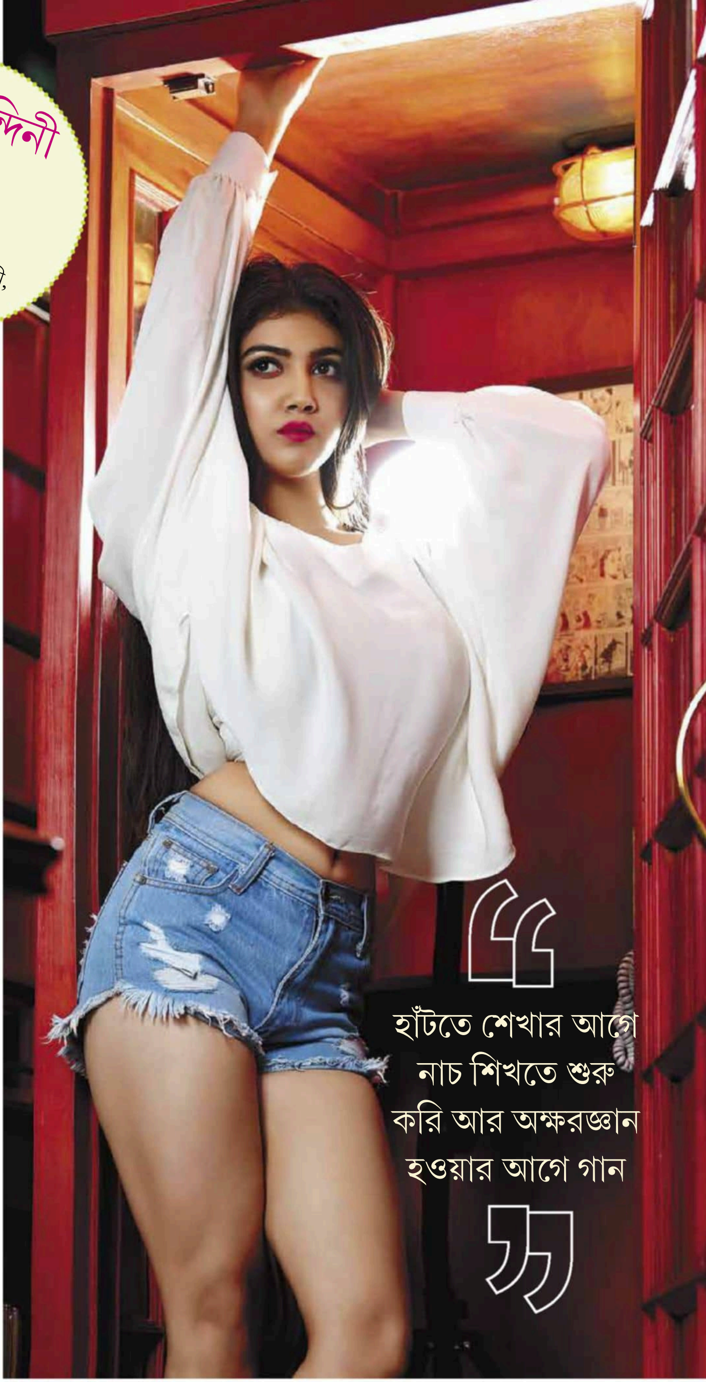
বাংলা ছবিতে এরকম নায়ক খুব কমই এসেছেন, যাকে দেখে মনে হয়, 'মুম্বই মেটিরিয়াল'। হ্যাঁ, আদ্রিতের সম্পর্কে তাই-ই বলা হয়। কলকাতায় বড় হয়েছেন। বাঙালি সাংস্কৃতিক পরিবেশে মানুষ। বাবা নিয়মিত গানবাজনা করতেন। পিসেমশাই 'নটী বিনোদিনী'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পিসি মুম্বইয়ের 'সঙ্গীত মহাভারতী'র হেডমিস্ট্রেস ছিলেন। লা মার্টিনিয়ার স্কুল থেকে পাশ করা আদ্রিতের চেহারায় একটা 'মুম্বইয়া' ছাপ রয়েছে। আর এটাই হয়তো পরিচালক রাজ চক্রবর্তীকে আকর্ষণ করে। রাজ আদ্রিতের কেরিয়ারে সবচেয়ে বড় মেন্টর। ইনফ্যাক্ট আদ্রিতকে রাজেরই আবিষ্কার বললে ভুল বলা হবে না। সমস্ত জায়গায় নিয়ে গিয়ে আদ্রিতকে ইন্ট্রোডিউস করান রাজ। তাঁর প্রোডাকশনে একাধিক ছবিতে কাজও করেছেন আদ্রিত। 'নূর জাহান', 'প্রেম আমার ২',-এর পর আসছে আদ্রিতের নতুন ছবি 'পাসওয়ার্ড'। সেই ছবির প্রযোজক আবার দেব! হাতে রয়েছে রাজের নতুন রমকম 'পরিণীতা', যেখানে আদ্রিত ছাড়া রয়েছেন ঋত্বিক ও শুভশ্রী। তারপর রাজের সঙ্গেই একটি পুরোদস্তুর অ্যাকশন ছবি করার 'ব্লু প্রিন্ট'ও প্রায় রেডি। রাজের পরামর্শে নিজের কেরিয়ারে এখন থেকেই সবধরনের ছবিকে জায়গা দিতে চান তিনি। তবে অভিনয়ের পাশাপাশি আদ্রিত খুব ভাল গানও গাইতে পারেন। 'নূর জাহান' এবং 'প্রেম আমার ২'-এর সবক'টি গানের রিপ্রাইজ়ড ভার্শন আদ্রিতের গাওয়া। স্কুল লাইফ থেকেই তাঁর নিজের ব্যান্ডও ছিল। অভিনয়ে আসার আগে মুম্বইয়ের এক নামজাদা ইভেন্ট কোম্পানিতে চাকরিও করেছেন কিছুদিন। কলকাতার একটি বেসরকারি কলেজে মাস মিডিয়া নিয়ে পড়ার সময় 'বেঙ্গল ক্লাব'-এর থিয়েটার গ্রুপেও যোগ দেন তিনি। অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন, ছেলে মাল্টি ট্যালেন্টেড। তাই কাজের মধ্যেই ডুবে থাকতে চান। প্রেমের সময় নেই, তবে শ্রাবন্তী এবং কোয়েলের উপর বিশাল ক্রাশ রয়েছে তাঁর! আর হ্যাঁ, এখন আদ্রিতের আর একটা মিশনও রয়েছে। সিক্স প্যাক অ্যাবস!

রাজনন্দিনী পাল

বয়স: ১৯
কাজের কাজ: উড়নচণ্ডী, এক যে ছিল রাজা

ইংরেজি অনার্স, দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী রাজনন্দিনীর ছবি আনন্দলোকে প্রথমবার ছাপা হয় ২০১৫ সালে। মা ইন্দ্রাণী দত্তকে নিয়ে একটি প্রতিবেদনে, মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে কিশোরী কন্যে, বাংলা ছবিতে তাঁর ডেবিউয়ের তিনবছর আগের ঘটনা সেটি। তখন অবশ্য অভিনয়ের চেয়ে নাচ এবং গানের দিকে বেশি ঝোঁক ছিল তাঁর। ''আসলে আমি হাঁটতে শেখার আগে নাচ শিখতে শুরু করি আর অক্ষরজ্ঞান হওয়ার আগেই গান! মা আর মাসিই আমার প্রথম গুরু। ফলে যদি জিজ্ঞেস করেন নাচ-গান এবং অভিনয়ের মধ্যে কোনটা সবচেয়ে প্রিয়, বলতে পারব না। তবে পারফর্ম করার প্রতি আমি খুবই প্যাশনেট,'' বললেন রাজনন্দিনী। তাঁর ডেবিউয়ের পিছনে অনেকটাই লম্বা হাত প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের। অনেকদিন ধরেই বলে রেখেছিলেন রাজনন্দিনীকে নিয়ে কাজ করতে চান। প্রসঙ্গত, রাজনন্দিনীর প্রথম ছবি 'উড়নচণ্ডী'র প্রযোজক প্রসেনজিৎই। অর্থাৎ রাজনন্দিনীর 'বুম্বা আঙ্কল' কথা রেখেছিলেন। সারল্য এবং গ্ল্যামার মিলেমিশে রাজনন্দিনী নবাগতদের মধ্যে বেশ অন্যরকম। তবে ভবিষ্যতে ছবি বাছার ক্ষেত্রে বেশ সতর্ক তিনি। বললেন, ''অনেকগুলো কাজের অফার পেয়েছি। কিন্তু 'উড়নচণ্ডী', 'এক যে ছিল রাজা'র চরিত্রর চেয়ে পরবর্তী কাজগুলো যেন আলাদা হয়, সেটা মাথায় রাখতে হবে। তাই যা আসছে, তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই না। আমি অনেক ছবি করব, এই মানসিকতা নিয়ে আসিনি। ভাল কাজ করতে চাই।'' সমসাময়িকদের মধ্যে ঋদ্ধি সেন, উজান গঙ্গোপাধ্যায় আর ইশা সাহার কাজ পছন্দ করেন। সিনিয়রদের মধ্যে পছন্দ সুদীপ্তা চক্রবর্তী, যিশু, অনির্বাণ আর পার্ণোকে।

ফোটো: সোমনাথ রায়
মেকআপ ও হেয়ার: নবীন দাস
স্টাইলিং: সুমিত সিনহা
পোশাক: নেহা জালান
লোকেশন পার্টনার: কেনিলওয়র্থ, লিটল রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা
ফুড পার্টনার: অ্যারোমাস, কেনিলওয়র্থ



" হাঁটতে শেখার আগে নাচ শিখতে শুরু করি আর অক্ষরজ্ঞান হওয়ার আগে গান "

সৌরসেনী মৈত্র

বয়স: ২৩

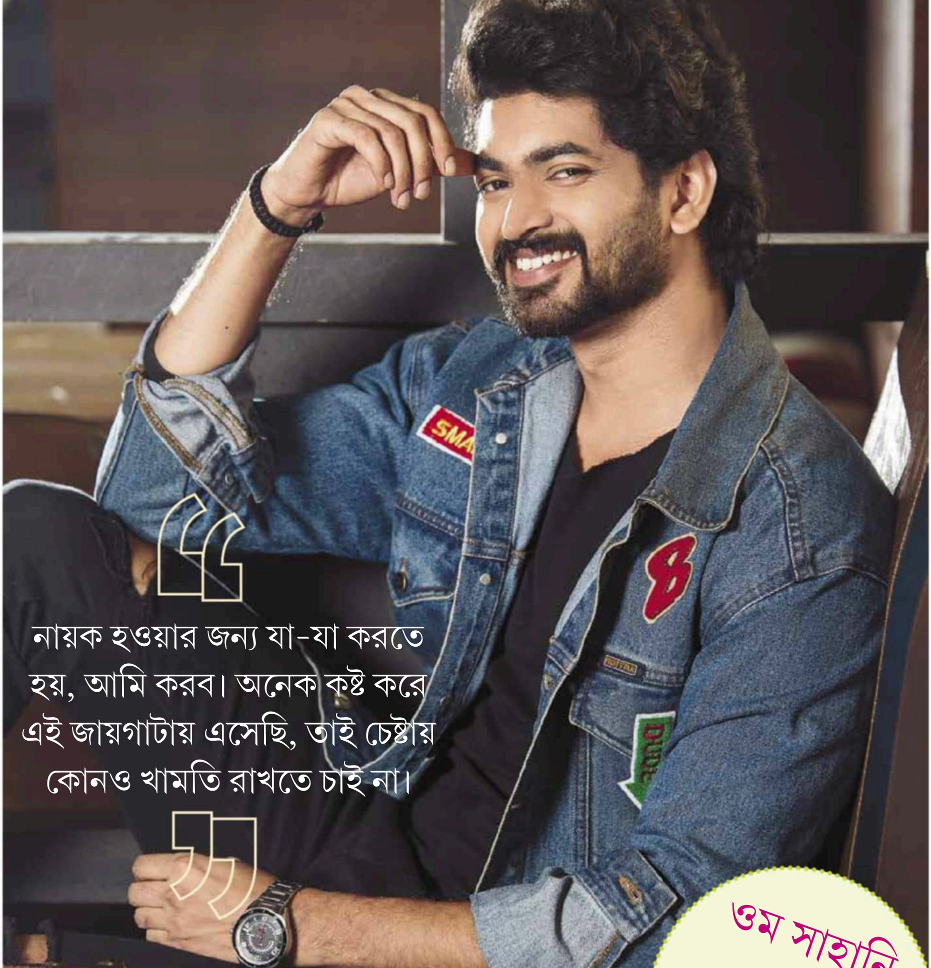
কাজের কাজ: মেঘনাদবধ রহস্য, মাছের ঝোল, জেনারেশন আমি, ব্যোমকেশ গোত্র, ফাইনালি ভালবাসা

সৌরসেনী যখন অভিনয় করা শুরু করেন, ততদিনে তিনি মডেলিং জগতের বড় নাম। শুধুমাত্র রাজ্যে নয়, দীপিকা পাড়ুকোনের সঙ্গে দেশের অন্যতম সেরা জুয়েলারি ব্র্যান্ড এবং গুগলের বিজ্ঞাপনের সৌজন্যে জাতীয় স্তরে উন্নিত। অনীক দত্তর 'মেঘনাদবধ রহস্য' দিয়ে ডেবিউ করলেও সৌরসেনীর প্রথম অভিনয় বাংলা ছবিতে নয়। তার আগেই দু'টি হিন্দি ছবি, বেদব্রত পাইন পরিচালিত 'চিটাগং' (২০১২) এবং প্রশান্ত নায়ারের 'আমরিকা' (২০১৫) করে ফেলেছিলেন তিনি। সৌরসেনীর বৈশিষ্ট্য, তিনি 'মেঘনাদবধ রহস্য', 'মাছের ঝোল', 'জেনারেশন আমি'-তে শহুরে আধুনিকার চরিত্রে সাবলীল অভিনয় করতে পারেন। আবার 'ব্যোমকেশ গোত্র' বা 'আমরিকা'-তে গ্রাম্য সারল্যেও সমান বিশ্বাসযোগ্য। ''আসলে আমি প্রত্যেকটা ছবিতেই নতুন কিছু করতে চাই। মডেলিং করতাম বলে ক্যামেরার সামনে কোনও ইনহিবিশন নেই আমার,'' জানান সৌরসেনী। কিন্তু তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন দেবের সঙ্গে 'হইচই আনলিমিটেড'-এর অফার। তাহলে কি তথাকথিত বাণিজ্যিক ছবির প্রতি বিমুখ তিনি? সৌরসেনীর সহাস্য উত্তর, ''আনন্দলোকেই বোধহয় প্রথম বলেছিলাম এবিষয়ে কথা। আমি কিন্তু হার্ডকোর কমার্শিয়াল ছবিও খুব এনজয় করি। করতেও চাই। কিন্তু সেখানে যেন আমার অভিনয়ের সুযোগ থাকে। শুধু দেখতে ভাল লাগবে বলে কোনও চরিত্র আমি করব না। তার জন্য তো মডেলিং করছিই!'' সমসাময়িকরা কে কী কাজ করছে খেয়াল রাখেন? সৌরসেনীর কথায়, ''কনটেমপোরারিদের কাজ দেখলে অনেককিছু শেখা যায়। ঋদ্ধি, ঋতব্রত দারুণ কাজ করছে। রিসেন্টলি 'সোয়েটার' দেখলাম। ইশার অভিনয় খুব ভাল লাগল।''

ফোটো: শুভদীপ ধর
মেকআপ: সুমন গঙ্গোপাধ্যায়
হেয়ার: মৌসুমী ছেত্রী
স্টাইলিং: সুমিত সিন্হা
পোশাক: ঈশানি জয়সওয়াল
জুয়েলারি: ডিভিনাস ক্রিয়েশন
লোকেশন পার্টনার: জে ডব্লু ম্যারিয়ট, কলকাতা
ফুড পার্টনার: জে ডব্লু কিচেন, জে ডব্লু ম্যারিয়ট কলকাতা



"শুধু দেখতে ভাল লাগবে বলে কোনও চরিত্র আমি করব না"



নায়ক হওয়ার জন্য যা-যা করতে হয়, আমি করব। অনেক কষ্ট করে এই জায়গাটায় এসেছি, তাই চেষ্টায় কোনও খামতি রাখতে চাই না।

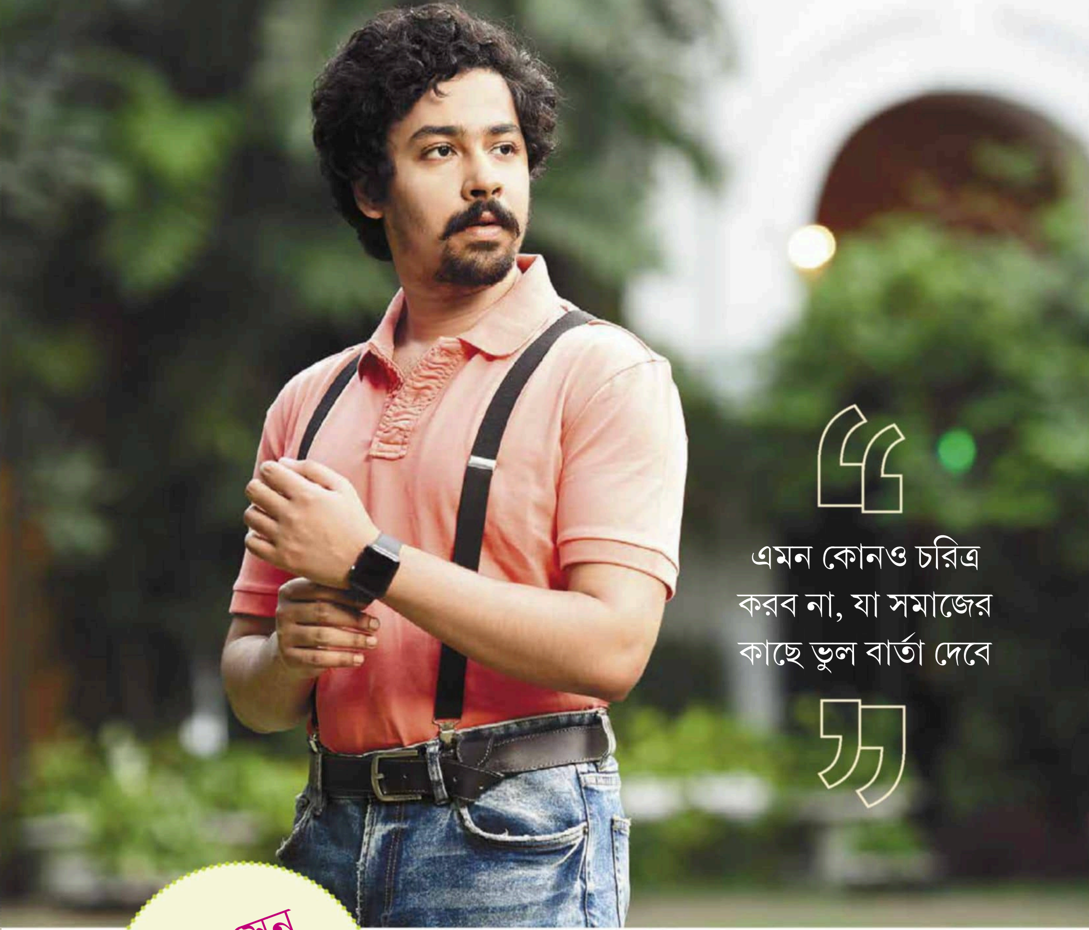
ওম সাহানি

বয়স: ৩১

কাজের কাজ: অ্যাকশন, হিরো ৪২০, প্রেম কী বুঝিনি, তুই শুধু আমার

ছেলের অনেক গুণ। ছোটবেলা থেকে ভাল ছবি আঁকতেন। নাচের ক্ষেত্রেও তাঁর দক্ষতা চোখে পড়ার মতো। পাড়ার যে কোনও অনুষ্ঠানে 'হৃতিক রোশন'-এর ডান্স পারফরম্যান্স থাকবেই। হ্যাঁ, এই নামেই ডাকা হত তাঁকে। পরবর্তীকালে ওম অভিনয়ের দিকে ঝোঁকেন এবং বর্তমানে লম্বা রেসের ঘোড়া হিসেবে ধরা হচ্ছে তাঁকে। সেন্ট জেভিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, পানিহাটি থেকে পড়াশোনা করার পর, এম জি ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে ইংরেজিতে গ্র্যাজুয়েশন করেন। তবে ওমের জীবন বদলে যায় একটি রিয়্যালিটি শোয়ে অংশ নেওয়ার পর। সেই শোয়ে বিজয়ী হয়ে ৫০০০ টাকা জেতেন এবং ওই প্রাইজ় মানি দিয়ে একটি সাইকেল কেনেন! এরপর বিভিন্ন ছবিতে জুনিয়র আর্টিস্টের কাজ করতেন। তবে নায়ক ওমের প্রথম ছবি ছিল 'অর্জুন- কালিম্পংয়ে সীতাহরণ'। আর এই ছবির শুটিংয়ে প্রথম শটই ছিল মনোজ মিত্রের সঙ্গে। ওমের তো শটের আগে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। তবে শটটা হয়ে যাওয়ার পর, মনোজ ওমের কাঁধে হাতে রেখে বলেছিলেন, তাঁর হবে। এই দুটো কথাই ওমের মনে বিশ্বাস তৈরি করে, তিনি এই ইন্ডাস্ট্রিতে কিছু করতে পারবেন। তবে 'অ্যাকশন' ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর প্রথমবার স্টারডমের স্বাদ অনুভব করেন ওম। 'এসকে মুভিজ়'-এর ঘরের ছেলে ওম আপাতত এই ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চান না। সামনেই মুক্তি পাবে সোহম, শ্রাবন্তী ও দর্শনার সঙ্গে 'হুলোড়'। এরপর রয়েছে 'ভোকাট্টা', যেখানে অভিনয় করছেন ওম, সাগ্নিক আর এলিনা। ভোটের পর নুসরত জাহানের সঙ্গে ছবির কাজও শুরু হবে। দীর্ঘদিন ধরে স্টেডি রিলেশনে রয়েছেন ওম এবং অনেকেই বলেন, তাঁদের রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হয়েই গিয়েছে!

ফোটো: তথাগত ঘোষ
মেকআপ: সন্দীপ নিয়োগী
হেয়ার: অভিজিৎ দাস
স্টাইলিং: অরিজিৎ মাইতি
লোকেশন ও ফুড পার্টনার: পোর হাউজ়, সেক্টর ৫, সল্টলেক



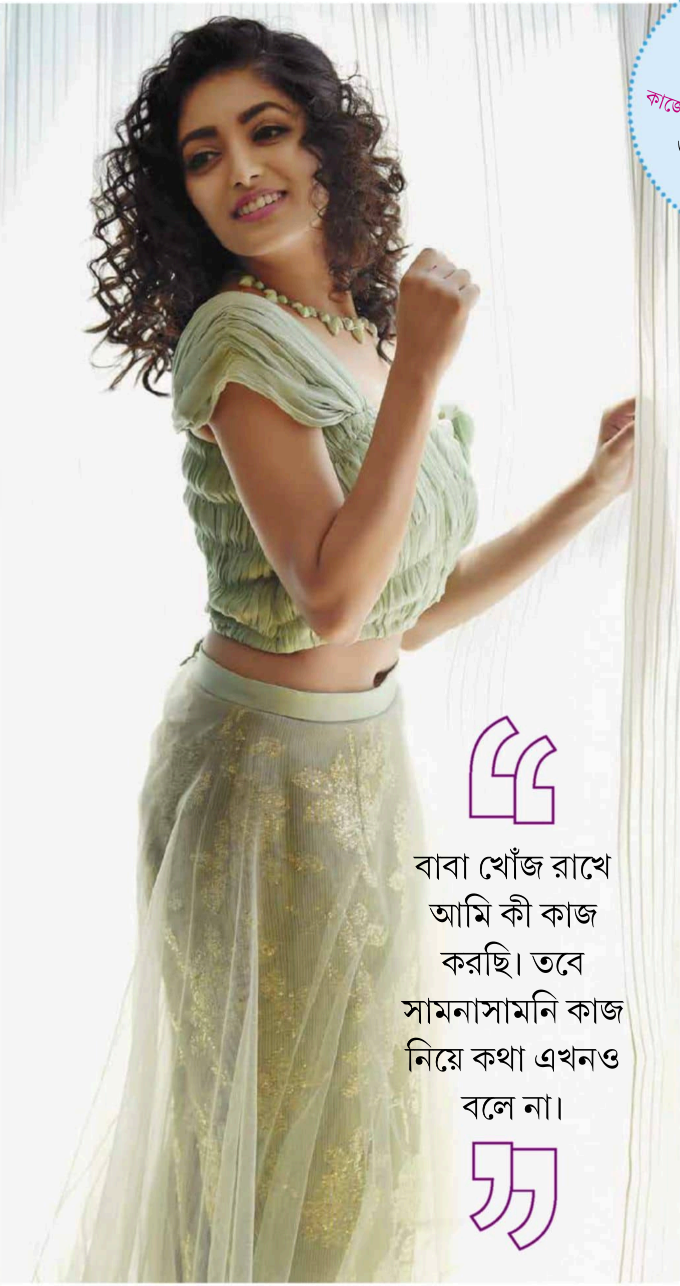
ঋদ্ধি সেন

বয়স: ২০

কাজের কাজ: ওপেন টি বায়োস্কোপ, পার্চড, চিলড্রেন অফ ওয়ার, নগরকীর্তন

ঋদ্ধি সেনকে নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রথমেই যে কথাটা না লিখলেই নয়, তা হল তিনি জাতীয় পুরস্কার পাওয়া কনিষ্ঠতম অভিনেতা। তবে তিনবছর বয়স থেকে যে ছেলে মঞ্চে অভিনয় করছে, তাকে নিয়ে প্রত্যাশা তো থাকবেই! ''ছোটবেলা থেকেই বুঝেছি, অভিনয়টাই আমার প্যাশন। এক্ষেত্রে আমার মা-বাবার গ্রুমিং এবং সাপোর্টও অতুলনীয়। ওঁরাই বলেছিলেন, অংক বা ফিজিক্সের মতো অভিনয়টাও একটা সাবজেক্ট। ফলে সেটা নিয়েই আমার পড়াশোনা করা উচিত,'' জানালেন ঋদ্ধি। মা-বাবার সহযোগিতায় সাউথ পয়েন্ট স্কুল থেকে বেরিয়ে প্রাইভেটে পড়াশোনা করেছেন তিনি। সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত থ্রিলার 'ভিঞ্চিদা' এবং আরও কিছু ভাল কাজ এখন ঋদ্ধির ঝুলিতে। সিনিয়র থেকে শুরু করে সমসাময়িক, সকলেই একডাকে তাঁকে এই প্রজন্মের অন্যতম সেরা অভিনেতা বলে স্বীকার করে নেন। ঋদ্ধির বক্তব্য, ''আমাদের প্রজন্মে কিন্তু পরস্পরকে কাজ নিয়ে সাহায্য করার মনোভাব আছে। পরস্পরকে গাইড করা, ভুলের সমালোচনা করা খুব প্রয়োজন। আমার ঋতব্রতর কাজ খুব ভাল লাগে। আর সৌরসেনীকেও।'' ছবির পাশাপাশি বাবা কৌশিক সেন ও মা রেশমী সেনের সঙ্গে 'স্বপ্নসন্ধানী'-তে চুটিয়ে নাটকও করে চলেছেন ঋদ্ধি। কিন্তু কিছু জিনিস আছে, যা ক্যামেরার সামনে করতে স্বচ্ছন্দ নন তিনি? ঋদ্ধির উত্তর, ''অভিনেতার তেমন কিছু থাকা উচিত নয়। ইনহিবিশন থাকলে 'নগরকীর্তন'-এ পুটির চরিত্র নেওয়ার আগে দু'বার ভাবতাম। কিন্তু এমন কোনও চরিত্র করব না, যা সমাজের কাছে ভুল বার্তা দেবে।'' তবে শুধু কি অভিনয় নিয়েই মেতে আছেন তিনি? না, 'ওপেন টি...'র সহঅভিনেত্রী সুরঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে 'বিশেষ' সম্পর্কে রয়েছেন তিনি।

ফোটো: শুভদীপ ধর
মেকআপ ও হেয়ার: মৈনাক দাস
স্টাইলিং: সুমিত সিন্‌হা
পোশাক: ওয়েস্টসাইড
লোকেশন পার্টনার: কেনিলওয়র্থ, লিটল রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা
ফুড পার্টনার: অ্যারোমাস, কেনিলওয়র্থ



ইশা সাহা

বয়স: বয়স বলা বারণ

কাজের কাজ: প্রজাপতি বিস্কুট, গুপ্তধনের সন্ধানে, সোয়েটার

'অ্যাক্সিডেন্টাল অভিনেতা' বলে কোনও কথা শুনেছেন? তার জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ ইশা। সুরেন্দ্রনাথ ল' কলেজ থেকে আইন পাশ করে চাকরি করা শুরু করেছিলেন। সেখান থেকেই ঘটনাচক্রে টেলিভিশনে অভিনয়ের সুযোগ পান। বাড়িতে বেশ আপত্তি ছিল। কিন্তু অভিনয় করতে গিয়ে ইশা বুঝতে পারেন, এটাই করতে চান তিনি। কীভাবে? ইশা জানান, ''আমি আগে খুব চুপচাপ ছিলাম। হাতেগোনা বন্ধু... অভিনয় আমাকে নিজেকে এক্সপ্রেস করতে শিখিয়েছে। তাই এখন আর অন্য কিছু করার কথা ভাবতে পারি না।'' কিন্তু পরিবার, বিশেষত বাবা এখনও ইশার কেরিয়ার নিয়ে বেশ চিন্তিত। তাঁর কথায়, ''অভিনেতাদের যা রুটিন, তা সাধারণ পরিবারে মেনে নিতে সমস্যা হয়। আর ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে বাইরের লোকের কাছে অনেক অস্বচ্ছ তথ্যও আসে। বাবা খোঁজ রাখে আমি কী কাজ করছি। কিন্তু সামনাসামনি কাজ নিয়ে কোনও কথা এখনও বলে না। এখানে আয়ের ব্যাপারটাও অনিশ্চিত। তাই মা-বাবা চিন্তা করে আর কী!'' আলিয়া ভট্টের কেরিয়ার চয়েস তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। সমসাময়িকদের মধ্যে সৌরসেনী আর সঞ্জনাকে ভাল লাগে। তবে ছবি নিয়ে তাঁর বাছবিচার রয়েছে। নিজেই বললেন, ''এখনও আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে কমার্শিয়াল আর প্যারালাল ছবির ভাগ রয়েছে। আমার চোখে 'গুপ্তধনের সন্ধানে' কমার্শিয়াল ছবির মধ্যেই পড়ে। তবে তথাকথিত কমার্শিয়াল সিনেমা বলতে ইন্ডাস্ট্রি যা বোঝে, তা আমি করতে চাই না। অকারণে ফরেন লোকেশনে গিয়ে নাচতে পারব না। তবে ডান্সারের চরিত্র হলে অবশ্যই নাচতে পারি।'' প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে নিজের ছবির গান গেয়েই বললেন, ''প্রেমে পড়া বারণ...''

> "বাবা খোঁজ রাখে আমি কী কাজ করছি। তবে সামনাসামনি কাজ নিয়ে কথা এখনও বলে না।"

ফোটো: সোমনাথ রায়
মেকআপ ও হেয়ার: নবীন দাস
স্টাইলিং: সুমিত সিন্হা
পোশাক: ভরত আদিয়ানি
লোকেশন পার্টনার: কেনিলওয়র্থ, লিটল রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা
ফুড পার্টনার: অ্যারোমাস, কেনিলওয়র্থ



> একটা সময় আমার ওজন ছিল ৭৫ কেজি আর ভীষণ তোতলাতাম! সেখান থেকে নায়িকা হওয়া সত্যিই কঠিন!

তৃণা সাহা

বয়স: ২৭

কাজের কাজ: খোকাবাবু (ছোটপরদা), থাই কারি

৭৫ কেজি ওজনের যে মেয়েটি একটা সময় তোতলাতো, সে-ই নায়িকা হয়ে যাবে, কেউ ভাবেনি! ভাবতে পারেননি স্বয়ং তৃণাও। প্র্যাট মেমোরিয়াল স্কুল থেকে পাশ করে, শ্রী শিক্ষায়তন কলেজ-এ অ্যাকাউন্টস অনার্স পড়েন। এরপর নিউ দিল্লি ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট থেকে এমবিএ করে, একটি দুবাই বেসড এমএনসি কোম্পানিতে বেশ কিছু মাস চাকরিও করেন। তবে কোনওকিছুই সন্তুষ্ট করতে পারছিল না তাঁকে। এর মাঝে একদিন ফেসবুকে তাঁর ছবি দেখে এক কাস্টিং ডিরেক্টর অডিশনে ডাকেন। এর ছ'মাস পর স্নেহাশিস চক্রবর্তীর প্রোডাকশন হাউজ় থেকে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয় এবং প্রথমেই স্নেহাশিস বলেন, অভিনয় করতে হলে ওজন কমাতে হবে। ব্যস, এটা তৃণার ইগোতে লেগে যায়। স্নেহাশিসের প্রশিক্ষণে নিজের তোতলানোর অভ্যাসও সারিয়ে তোলেন। প্রথমদিকে বাড়ির লোকের আপত্তি থাকলেও, 'খোকাবাবু'-তে 'খোকার বউ' হিসেবে জনপ্রিয়তা পাওয়ার পর থেকে, বাবা-মা'র মেয়েকে নিয়ে গর্বের শেষ নেই। 'খোকাবাবু' টেলিকাস্টের সময় তৃণার বাড়ির তিনটে ঘরেই টিভি খোলা থাকত! বাবা-মায়ের ঘরে, তৃণার ঘরে এবং ড্রয়িংরুমে। যদি রান্নাঘরে যেতে হয় তাই তৃণার মা ড্রয়িংরুমেও টিভি চালিয়ে রাখতেন! গড়িয়াহাটে রাস্তায় চলার সময় দোকানদাররা এখনও তৃণাকে 'খোকার বউ' বলেই সম্বোধন করেন! এখন বড় পরদায় পা রেখেছেন। 'থাই কারি' মুক্তি পেয়েছে। শুটিং চলছে দেবের প্রোডাকশনের ছবি 'পাসওয়র্ড'-এর। তবে ছোট পরদা তিনি ছাড়বেন না, কারণ তৃণার মতে, সিরিয়ালে ফেম ও টাকা দুটোই রয়েছে। অভিনয়ের পাশাপাশি তৃণার ইচ্ছে, ছবি পরিচালনা করার। আর ১৭ বছর ধরে নাচ শিখে আসা তৃণা কোরিয়োগ্রাফিও করতে চান। অভিনেতা নীল ভট্টাচার্যের সঙ্গে দীর্ঘদিন সম্পর্কে রয়েছেন এবং আগামী দু'বছরের মধ্যে নাকি বিয়েও সেরে ফেলবেন!

ফোটো: তথাগত ঘোষ
মেকআপ: সন্দীপ নিয়োগী
হেয়ার: অভিজিৎ দাস
স্টাইলিং: অরিজিৎ মাইতি
লোকেশন ও ফুড পার্টনার: পোর হাউজ়, সেক্টর ৫, সল্টলেক

ঋতব্রত মুখোপাধ্যায়

বয়স: ১৯
কাজের কাজ: কহানী, ওপেন টি বায়োস্কোপ, দুর্গা সহায়, কিশোরকুমার জুনিয়র, জেনারেশন আমি



ঋতব্রত সেই চারবছর বয়স থেকে নাটকে অভিনয় করছেন। ভবিষ্যতেও করে যেতে চান। বাবা শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়ের পাশাপাশি অভিনয়ের মেন্টর বলে মনে করেন অভিনেতা চন্দন সেনকে। বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের প্রথম বর্ষের ছাত্র তিনি। তবে শুধুমাত্র অভিনয় নয়, পরিচালনাতেও বিশেষ উৎসাহ তাঁর। ইতিমধ্যে তাঁর পরিচালিত শর্ট ফিল্ম 'বাম্পার' বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রশংসিত হয়েছে। ঋতব্রতর সারল্য এবং সাবলীল অভিনয়ই তাঁর ইউএসপি বলে মনে করেন ইন্ডাস্ট্রির লোকজন। 'কিশোরকুমার জুনিয়র', 'পর্ণমোচী' এবং বিশেষত 'জেনারেশন আমি'র পর তিনি বাংলা ছবির অন্যতম বাজি। সৌকর্য ঘোষালের 'রক্তরহস্য' এবং অপর্ণা সেনের 'ঘরে বাইরে আজ' তাঁর আগামী ছবির মধ্যে অন্যতম। রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস? ''পুরোপুরিভাবে সিঙ্গল। সব্বাই জানে!'' হেসে উত্তর দিলেন। সমসাময়িকদের কাজও নিয়মিত দেখেন ঋতব্রত। তাঁর কথায়, ''ছেলেদের মধ্যে ঋদ্ধি সেরা। এটা নিয়ে কোনও দ্বিধা নেই। মেয়েদের মধ্যে সৌরসেনী। ওর সঙ্গে কাজ করেছি বলে বলছি না। ও সত্যি খুব ভাল অভিনেত্রী।'' কিছু ড্রিম রোলও রয়েছে তাঁর। ''হ্যামলেট, ব্রুটাস... আর ব্যোমকেশ করার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এখন এতজন ব্যোমকেশ করে ফেলেছে যে সেই ইচ্ছেটা আর নেই,'' জানালেন ঋতব্রত।

"এতজন ব্যোমকেশ করে ফেলেছে যে ইচ্ছেটা আর নেই"

ফোটো: শুভদীপ ধর
মেকআপ ও হেয়ার: মৈনাক দাস
স্টাইলিং: সুমিত সিন্হা
পোশাক: ওয়েস্টসাইড
লোকেশন পার্টনার: কেনিলওয়র্থ, লিটল রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা
ফুড পার্টনার: অ্যারোমাস, কেনিলওয়র্থ



“শাহরুখের বাড়িতে ঢোকার জন্য যা খুশি করতে রাজি আছি!”

দর্শনা বণিক

বয়স: ২৪

কাজের কাজ: আসছে আবার শবর, মুখোমুখি, আমি আসব ফিরে

এই ইন্ডাস্ট্রিতে থাকতে গেলে নাকি ডায়েটিং করতেই হয়। তা সে অল্পবিস্তর ডায়েট দর্শনাও করে থাকেন। তবে বাড়ির রান্না করা ভাত আর মটন পেলে, কোনও ডায়েটের কথা মাথায় থাকে না তাঁর! হতে চেয়েছিলেন ইংলিশ টিচার। বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল স্কুল থেকে পাশ করে ক্যালকাটা গার্লস কলেজ-এ ইংরেজি অনার্স কমপ্লিট করেন। তারপর রবীন্দ্রভারতী ইউনিভার্সিটি থেকে ইংরেজিতে এম এ। কিন্তু শেষমেষ আর অ্যাকাডেমিক ফিল্ডে যাওয়া হল না। কলেজে পড়াকালীন বন্ধুবান্ধবদের জোরাজুরিতে একটি বিউটি পেজেন্টে নাম দেন। সেই পেজেন্টই দর্শনার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। এই পেজেন্টের অন্যতম উইনার হিসেবে একটি জনপ্রিয় গয়না প্রস্তুতকারক সংস্থার হয়ে ক্যাম্পেন শুট শুরু করেন। তারপর থেকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি দর্শনাকে। কলকাতা সহ মুম্বইতে মডেল হিসেবে জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করেন। তবে তখনও অভিনয়ের ব্যাপারে খুব একটা নিশ্চিত ছিলেন না। সেই ইচ্ছেটা জাগে টিভিসি করার পর থেকে। এরপর কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের একটি ছবির জন্য অডিশনে ডাক পড়ে। সেই ছবিটি দিনের আলো না দেখলেও, এরপর কমলেশ্বরের ছবি ‘মুখোমুখি’তে অভিনয় করতে দেখা যায় দর্শনাকে। যদিও তাঁর ডেবিউ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘আসছে আবার শবর’। এই ছবির সমস্ত কাস্টিং ফাইনাল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে পরিচালক অরিন্দম শীলের দর্শনাকে দেখে খুব পছন্দ হয়ে যায়। তাই তাঁর জন্য একটি ছোট চরিত্রর ব্যবস্থা করেন অরিন্দম। পরবর্তীকালে ‘আমি আসব ফিরে’ সহ একাধিক ওয়েবসিরিজ় করেছেন দর্শনা। দক্ষিণেও একটি ছবিতে অভিনয় করেছেন। আপাতত তাঁর হাতে রয়েছে সোহম, ওম ও শ্রাবন্তীর সঙ্গে ‘হুল্লোড়’ এবং পরিচালক অয়ন চক্রবর্তীর ‘ষড়রিপু ২’। তবে আগামী পাঁচবছরের মধ্যে দর্শনা বাংলা, হিন্দি এবং দক্ষিণ, তিন ক্ষেত্রেই কাজ করতে চান। সঙ্গে ন্যাশনাল লেভেলের টিভিসিতেও মুখ দেখাতে চান। আর হ্যাঁ। প্রেমের ক্ষেত্রে তাঁর ভাগ্য ভাল নয়। আগের একটি সম্পর্ক ছিল তবে সেটা কেটে গিয়েছে। তাই দর্শনার প্ল্যান, মনের মতো কোনও ভাল ছেলে যদি তিনি পেয়ে যান, তা হলে সময় নষ্ট না করে তাঁকে সোজা বিয়ে করে ফেলবেন! আর ঋত্বিক চক্রবর্তী, শাহরুখ খান ও রণবীর কপূরের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেলে, স্ক্রিপ্ট না দেখেই হ্যাঁ করে দেবেন!

ফোটো: শুভদীপ ধর
মেকআপ ও হেয়ার: মৈনাক দাস
স্টাইলিং: সুমিত সিন্‌হা
পোশাক: ওয়েস্টসাইড
জুয়েলারি: আভামা জুয়েলার্স
লোকেশন পার্টনার: কেনিলওয়র্থ, লিটল রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা
ফুড পার্টনার: অ্যারোমাস, কেনিলওয়র্থ

সঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়

বয়স: ২২

কাজের কাজ: ফিদা



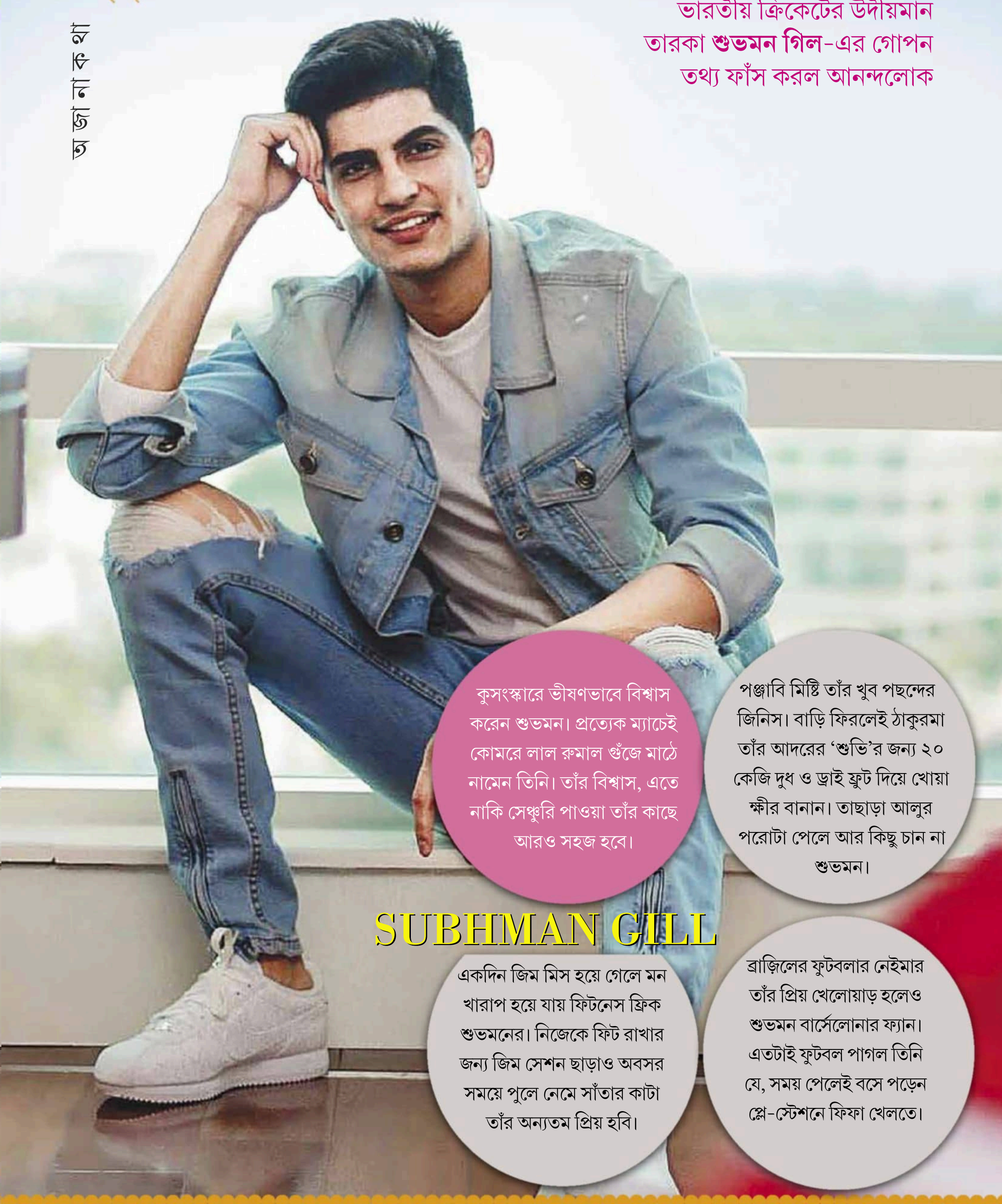
গতবছর যশ দাশগুপ্তর বিপরীতে 'ফিদা' ছবি দিয়ে ডেবিউ করেন সঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঞ্জনার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা মাসকাটে। স্কুলের নাম বলতে গিয়ে হেসে বললেন, ''আসলে বাবার চাকরিসূত্রে পুরো ছোটবেলাটা মিডল ইস্টের বিভিন্ন শহরে ঘুরে-ঘুরে কেটেছে। ওমান, বাহরিন... আই হ্যাভ বিন টু সো মেনি স্কুলস!'' কিন্তু ২০১৪-তে কলকাতায় ফেরেন সঞ্জনা মডেলিং করবেন বলে। তাঁর দাদু-দিদার বাড়িতে। তখন থেকেই পেশাদার মডেলিং শুরু করেন। ছবির জন্য অডিশন দিতেও শুরু করেন। ফ্যাশন নিয়ে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি সঞ্জনা অভিনয়ের প্রতিও খুবই মনযোগী। ''আমি প্রথম থেকেই স্বাগতাদির (স্বাগতা মুখোপাধ্যায়) কাছে অভিনয় শিখি। এখনও শিখছি। চেষ্টা করছি নিজের অভিনয় ইমপ্রুভ করার। আর এব্যাপারে আমার কো-স্টার যশও খুব সাহায্য করেছে গোড়া থেকে,'' জানালেন সঞ্জনা। ঋদ্ধি এবং ইশার অভিনয়ের প্রতি বিশেষ ভাল লাগা আছে তাঁর। তবে স্ক্রিপ্ট নিয়ে তাঁর বক্তব্য, ''আমি এখন কেরিয়ারের এমন স্টেজে রয়েছি যে, স্ক্রিপ্ট বাছার বিলাসিতা দেখাতে পারব না। স্ক্রিপ্টই আমাকে বেছে নেবে বরং। সবার সঙ্গে কাজ করতে চাই। আলিয়া ভট্টের কেরিয়ারগ্রাফটা আমার খুব ইন্টারেস্টিং মনে হয়।'' আপাতত মডেলিং এবং অভিনয়ের পাশাপাশি ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে ইংলিশ মেজর করছেন তিনি, এটাই ফাইনাল ইয়ার।

"আলিয়া ভট্টের কেরিয়ারগ্রাফটা আমার খুব ইন্টারেস্টিং মনে হয়"

বাংলা নববর্ষের ঠিক আগে, পাঠকের কাছে বাংলা ছবির নতুন প্রজন্মকে এক মলাটে নিয়ে এল আনন্দলোক। ইন্ডাস্ট্রির পাশাপাশি দর্শকও যদি এই নতুন প্রজন্মকে ভালবেসে আপন করে নেয়, তবেই এগিয়ে যাবে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি। নতুন বছরে নতুন আশায় বুক বাঁধলাম আমরা।

ফোটো: শুভদীপ ধর
মেকআপ: সুমন গঙ্গোপাধ্যায়
হেয়ার: মৌসুমী ছেত্রী
স্টাইলিং: সুমিত সিন্হা
পোশাক: ওয়েস্টসাইড
লোকেশন পার্টনার: দ্য পার্ক, পার্কস্ট্রিট, কলকাতা
ফুড পার্টনার: দ্য পাম্স, সাদার্ন অ্যাভেনিউ

ভারতীয় ক্রিকেটের উদীয়মান তারকা **শুভমন গিল**-এর গোপন তথ্য ফাঁস করল আনন্দলোক



কুসংস্কারে ভীষণভাবে বিশ্বাস করেন শুভমন। প্রত্যেক ম্যাচেই কোমরে লাল রুমাল গুঁজে মাঠে নামেন তিনি। তাঁর বিশ্বাস, এতে নাকি সেঞ্চুরি পাওয়া তাঁর কাছে আরও সহজ হবে।

পঞ্জাবি মিষ্টি তাঁর খুব পছন্দের জিনিস। বাড়ি ফিরলেই ঠাকুরমা তাঁর আদরের ‘শুভি’র জন্য ২০ কেজি দুধ ও ড্রাই ফ্রুট দিয়ে খোয়া ক্ষীর বানান। তাছাড়া আলুর পরোটা পেলে আর কিছু চান না শুভমন।

SUBHMAN GILL

একদিন জিম মিস হয়ে গেলে মন খারাপ হয়ে যায় ফিটনেস ফ্রিক শুভমনের। নিজেকে ফিট রাখার জন্য জিম সেশন ছাড়াও অবসর সময়ে পুলে নেমে সাঁতার কাটা তাঁর অন্যতম প্রিয় হবি।

ব্রাজ়িলের ফুটবলার নেইমার তাঁর প্রিয় খেলোয়াড় হলেও শুভমন বার্সেলোনার ফ্যান। এতটাই ফুটবল পাগল তিনি যে, সময় পেলেই বসে পড়েন প্লে-স্টেশনে ফিফা খেলতে।

স্রেফ পাথর ছুঁড়ে?

বছর ছয়েক আগে ব্রুনেইয়ে কড়া ইসলামি শরিয়াতি নিয়মকানুন চালু করতে চেয়েছিলেন সে দেশের সুলতান হাসানাল বোলকিয়া। সে খবরে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিল বিশ্বের প্রায় সবক'টা দেশই। এমনকী, রেগেমেগে অনেকে তো বয়কটের হুমকিও দিয়ে ফেলেছিল ব্রুনেইকে। তখন থেমে গেলেও সুলতান যে পিছিয়ে থাকার পাত্র নন, সেটা বোঝা গেল এবার। পৃথিবী জুড়ে যখন সমকামিতাকে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে, তখন সুলতান ঘোষণা করলেন, এবার থেকে কেউ যদি পরকীয়া করে বা সমকামিতার 'অপরাধে' জড়ায়, তা হলে তাকে নাকি 'স্রেফ' পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা হবে! এখন ওঁর ভাগ্যে কী আছে, সেটাই দেখার।



সুলতান হাসানাল বোলকিয়া



সম্রাট আকিহিতো

রাজ্যপাটে মেয়েরা

'সিংহাসন,তুমি কার?' প্রশ্ন করলে এতদিন জাপানে নিশ্চিন্তে বলা যেত, 'পুরুষের'! এবার উত্তরাধিকারের প্রশ্নে সে দেশের রাজপুত্রদের একচেটিয়া অধিকার খর্ব হতে বসেছে। নিয়ম ছিল, রাজকন্যেরা কোনও সাধারণ মানুষকে বিয়ে করলে তাঁরা রাজপরিবারের 'বাইরের লোক' হয়ে যাবেন। অবিবাহিত রাজকন্যেরাও সিংহাসনের অধিকার পাবেন না। এই নিয়ম বদল করার চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন জাপানের প্রধান ক্যাবিনেট সেক্রেটারি ইয়োশিহিদে সুগা ও প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে। মে মাসের ১ তারিখে সম্রাট আকিহিতোর পর যুবরাজ নারুহিতো রাজা হওয়ার পরই নিয়ম পালটানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। সব ঠিকঠাক থাকলে নারুহিতোর পর সিংহাসনে বসবেন তাঁর একমাত্র মেয়ে প্রিন্সেস তোশি।

ময়লা দেখলেই...

যুবরাজ চার্লস আর দুই রাজপুত্র হ্যারি ও উইলিয়ামের মধ্যে মিল কোথায়? এবার স্বয়ং যুবরাজ হ্যারি এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন। চার্লসের ৭০ বছর উপলক্ষে তৈরি ডকুমেন্টারি 'প্রিন্স চার্লস অ্যাট ৭০'-এ হ্যারি জানিয়েছেন, ছোটবেলায় যখন তাঁরা বেড়াতে যেতেন, তখন চার্লসের সঙ্গে তাঁরা ময়লা কুড়োতেন। রাস্তায় ময়লা দেখলেই বাবার আদেশে চটজলদি সেটা সাফ করে, সঙ্গে থাকা কালো প্যাকেটে ভরে ফেলতেন হ্যারি-উইলিয়াম। স্কুলেও ময়লা পড়ে থাকতে দেখলেই সেটা পরিষ্কার করে ফেলতেন হ্যারি। তবে সৌভাগ্যের কথা, বাবার কাছ থেকে পাওয়া যুবরাজদের এই অভ্যেস এখনও যায়নি। যেখানে-সেখানে নোংরা না করে পরিবেশ সুস্থ, স্বাভাবিক রাখাতেই বিশ্বাস করেন তাঁরা, জানাচ্ছেন হ্যারি।

উইলিয়াম ও হ্যারি, ইনসেটে প্রিন্স চার্লস





সেলেবদের সেলিব্রেশন যেন থামতেই চায় না। শীত বা গ্রীষ্ম, সব সিজ়নেই সেলেবরা সমান চনমনে। সঙ্গে যোগ হয়েছে ভোটের হাওয়া ও আইপিএল...সব জায়গাতেই সেলেবদের পিছু নিল আনন্দলোক...

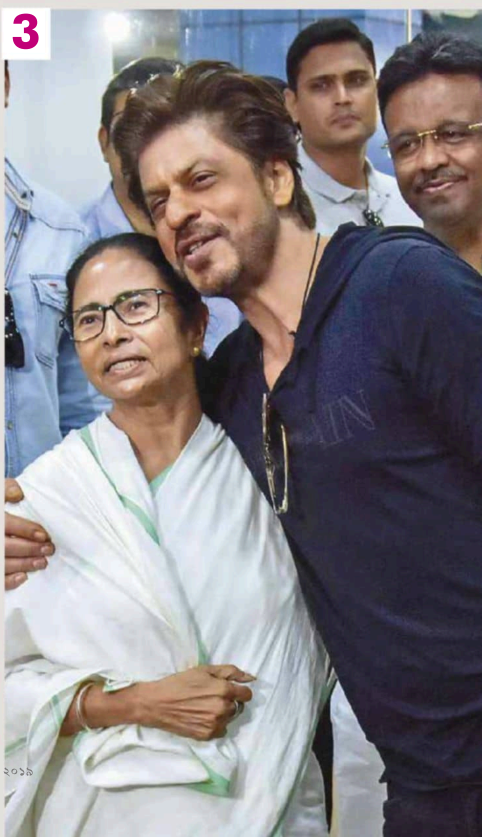
1 মুম্বইয়ে নতুন হিন্দি ছবি ‘কলঙ্ক’-এর প্রচারে এভাবেই নিজেদের বন্ধুত্ব জাহির করলেন বরুণ-আলিয়া





2

3









6 সেই ত্রয়ী। আইপিএল চলাকালীন ড্রেসিংরুমে হরভজন, মহেন্দ্র সিংহ ধোনি ও সুরেশ রায়না

7 মুম্বইয়ে একটি বুক লঞ্চে উপস্থিত জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ়



2 বাংলা ছবি 'গুগলি'র প্রিমিয়ারে খুদে ভক্তের সঙ্গে কোয়েল মল্লিকের সেলফি

3 আইপিএল-এর ম্যাচ দেখে, ইডেনে সময় কাটিয়ে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন শাহরুখ খান

4 মুম্বইয়ে একটি টেলিভিশন সিরিয়ালের শুটে নাচের সিকোয়েন্সে দ্রষ্টি ধামী

5 বাড়ির সামনে হঠাৎ করেই একঝাঁক স্কুল পড়ুয়ার সঙ্গে পোজ় দিলেন আমির খান







8 কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুদীপ্তা চক্রবর্তী

9 এখনও সমান গ্ল্যামারাস ডিম্পল কপাডিয়া, মুম্বইয়ে





10 এখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। স্বমহিমায় সোনালি বেন্দ্রে

11 প্রথমবার নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন উর্মিলা মাতণ্ডকর। ভোটের প্রচারে খোশমেজাজে তিনি

12 একটি ছবির প্রিমিয়ারে মুখোমুখি আবির ও সোহম

13 কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে দুই পরিচালক একসঙ্গে, হরনাথ চক্রবর্তী ও সুজিত মণ্ডল

14 নতুন বাংলা ছবি ‘সোয়েটার’-এর প্রিমিয়ারে জুন মাল্য ও সিধু



13



14

15 মুম্বইয়ে একটি অনুষ্ঠানে
সোনম কপূর





16

17







16 এবারের জন্মদিনে তাঁকে নাকি ডজনখানেক কেক কাটতে হয়েছে। তার মধ্যে একটি কেক কাটিংয়ে কঙ্গনা রানাওত

17 মুম্বইয়ে একটি ফ্যাশন শোয়ে সানি লিওনি

18 নতুন হিন্দি ছবি ‘দে দে পেয়ার দে’র ট্রেলার লঞ্চের মাঝে অজয়ের বার্থডে সেলিব্রেশন। সঙ্গে তব্বু ও রকুলপ্রীত

19 যোধপুরে নাসিরউদ্দিন শাহ ও তাঁর স্ত্রী রত্না পাঠক শাহ

ফোটো : প্রবীর মিত্র, অনির্বাণ সাহা, শান্তনু পাল (কলকাতা)



20 নতুন ইয়ারিংয়ে কেমন লাগছে তাঁকে? সেটাই পরখ করে নিচ্ছেন হুমা কুরেশি

21 অভিনয়ের পাশাপাশি ফোটোগ্রাফি নিয়েও সমান প্যাশনেট ‘দঙ্গল গার্ল’ সানয়া মলহোত্র





ফোটো: সোমনাথ রায়

জীবনটা আমার, তাই আমাকেই সমস্যার সমাধান করতে হবে: **শ্রাবন্তী**

কাজের চাপে কোথাও দু'দণ্ড বসে কথা বলার সময় নেই তাঁর। অগত্যা হানা দিতে হল তাঁর শুটিং ফ্লোরে। দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর, ব্রেকে ভ্যানিটি ভ্যানে বসে কথা বললেন **শ্রাবন্তী**। শুনলেন ঋষিতা মুখোপাধ্যায়

Q আপনার ব্যস্ততা তো সাংঘাতিক...

পরপর ছবির শুটিং চলছে, আছে শো। এদিকে এতদিন ছেলের পরীক্ষা চলছিল। ইন্টারভিউ দেব কী, নিজের জন্যই সময় বের করতে পারছি না! অন্তত আরও দু'মাস এরকমই চলবে।

Q বাকি নায়িকাদের যেখানে বছরে দুটো কি তিনটে ছবি রিলিজ় করে, এবছর আপনার সেখানে ছ'টা ('গুগলি', 'ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড', 'টেকো', 'উড়ান', 'হুল্লোড়' এবং নাম ঠিক হয়নি আরও একটি ছবি) ছবি মুক্তি পাচ্ছে! রহস্যটা বলবেন প্লিজ়?

আরে কাজটাই তো করতে এসেছি। আসল ব্যাপারটা হল সময়। এখন কাজ আসছে, তাই করছি। মাঝে-মাঝে এমনও হয়েছে, সারা বছরে একটাই মাত্র ছবি রিলিজ় করেছে। তবে আমার সব ক'টা ছবিই একে অপরের চেয়ে ভীষণ আলাদা। (নিজের মনে-মনে) 'বছরে ছ'টা ছবি! জিও!'

Q মানে বাকিদের জায়গা ছাড়বেন না...

এ বাবা! না-না। আমি লোকের জায়গা নেওয়ার কে? প্রচুর কাজ হচ্ছে, সকলেই কাজ করছেন। কেউ কারও কাজ নিতে পারে না। সকলের কাজ নির্দিষ্ট করা আছে।

Q ছবি মুক্তি হোক বা অন্য কোনও কারণ, শ্রাবন্তী কিন্তু সবসময় খবরে থাকেন...

হ্যাঁ এটা আমি জানি। আমার সব কিছু নিয়েই খবর হয়। লোকজন বোধ হয় আমাকে খুব ভালবাসে! কিছু মানুষের যদি আমাকে নিয়ে খবর করে সংসার চলে, অফিসে প্রোমোশন পায়, তাতে তো ভালই। আসলে পাবলিক ফিগার হলে এগুলো সহ্য করতেই হবে।

Q আপনাকে নিয়ে যে গুজবগুলো আছে সেগুলো পরপর বলি? তারপর সেই উত্তরগুলো নিজের মতো করে দিন...

বলতে পারেন, আমি কিন্তু সব গুজবের উত্তর দেব না।

Q সবচেয়ে পুরনো গুজবটা বলি... টলিউডে কয়েকজন নায়িকা মিলে একটা গার্লস গ্যাং (নুসরত, মিমি, তনুশ্রী, সায়ন্তিকা এবং শ্রাবন্তী) তৈরি করেছিলেন। আপনি ছিলেন সেই গ্যাংয়ের সদস্য। আপনিই সেই গ্যাং ছেড়ে প্রথমে বেরিয়ে আসেন। কোনও ঝগড়া?

একেবারেই না! নিজস্ব কিছু কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে

পড়েছিলাম আর কী। শুধু আমি কেন, সবাই সবার কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এখন। তবে কারও সঙ্গে যোগাযোগ নেই, এটা তো বলতে পারবেন না। আমার কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রির কারও সঙ্গে কোনও ঝগড়া নেই। দেখা হলেই আড্ডা মারি, সেলফি তুলি। তা ছাড়া আমি সংসারী মেয়ে। ছেলে আছে, বাবা-মা আছে, সংসারের দায়-দায়িত্ব আছে। তাদের সময় দিতে হয়। হঠাৎ করে এদিক-ওদিক যেতে পারি না। আমি একটু ঘরকুনোও... কাজ না থাকলে ঘরে বসে ল্যাদ খেতেই বেশি ভালবাসি। পার্টি করার চেয়ে বাবা-মা, দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে গল্প করতে, ঝিনুককে নিয়ে হঠাৎ-হঠাৎ বেরিয়ে পড়তেই বেশি ভাল লাগে।

Q এবার সাম্প্রতিক গুজবে আসি। হঠাৎ করে শোনা গেল, আপনি নাকি রাজনীতিতে আসছেন! শুধু তাই নয়, আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থীও হচ্ছিলেন...

এটার উত্তর আমার কাছে নেই। কোথা থেকে যে খবরটা এল, কে জানে! আমি তখন শো করছি। হঠাৎ মায়ের ফোন, বাবা সে কী চিৎকার! আমাকে বলল, "গিল্টু এসব তুই কী করছিস! খবরে দেখাচ্ছে তুই নাকি প্রার্থী হচ্ছিস!" আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। খবরটায় মায়ের সুগার লেভেল বেড়ে গিয়েছিল। তখনই ঠিক করলাম এই গুজবটা বাড়তে দেওয়া ঠিক হবে না। তাই সোশ্যাল মিডিয়ার পরিষ্কার লিখে দিলাম, আমি কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে প্রার্থী হচ্ছি না। আলটিমেটলি সেটাই সত্যি হল।

Q আরও একটা কথা বলা হয় আপনার সম্পর্কে। আপনি অভিনয় জগতকে অনেক কিছু দিতে পারতেন, কিন্তু ব্যক্তিগত কিছু সমস্যায় জর্জরিত হয়ে...

আমার কেরিয়ার কি শেষ হয়ে গিয়েছে? এখনও আমার অনেক কিছু করার বাকি আছে। ভাল-ভাল চরিত্র পাচ্ছি, লোকে প্রশংসা করছে। মানুষের জীবনে উত্থান-পতন থাকে, সেটা নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। একটাই জীবন আমার, ভালভাবে বাঁচতে হবে।



ছেলে ঝিনুকের সঙ্গে

Q জীবনের সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে আফসোস হয়?

না। দেখুন, যা হওয়ার ছিল, সেটা তো হয়েইছে, হবেও। তবে সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে আমিও অনেক ম্যাচিয়োর হয়ে গিয়েছি। আসলে আমি খুব ইমোশনাল। সহজে সবাইকে বিশ্বাস করে ফেলি। ভুল সিদ্ধান্তও নিয়েছি। এখন ঠেকে শিখেছি। একটা জিনিস বুঝেছি, ভাল থাকতে হবে। জীবনটা আমার, তাই আমাকেই সমস্যাগুলোর সমাধান করতে হবে। পরিবারের লোক ছাড়া কেউ পাশে দাঁড়াবে না।

Q দ্বিতীয়বার বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কেন?

থাক না ওসব কথা। ওই কথাগুলো বলে কি আর এখন কোনও লাভ আছে! ফিউচারে কী করছি, কোন কাজ করব, সেটা নিয়ে



'গুগলি'তে সোহম ও শিশুশিল্পী সৌম্যদীপ্তর সঙ্গে

আলোচনা করলে ভাল হয় না?

Q আচ্ছা তাহলে ফিউচারের কথাই বলি। বাজারে গুজব আপনি নাকি আবার প্রেম করছেন। তৃতীয় বিয়েটাও শীঘ্রই করবেন! হাতে তো একটা এনগেজমেন্ট রিংও দেখতে পাচ্ছি...

এটা আমি নিজেকে নিজে গিফ্ট করেছি। আরও বড় কেনার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সাধ্যে কুলোল না। এখন টু ক্যারেটের পরি, পরে আরও বড় কিনব।

Q আর প্রেম?

মানুষের মনে আমাদের নিয়ে প্রশ্ন কেন ওঠে? আমরা সেলেব্রিটি বলে তো? কিন্তু উত্তরটাও তো না দিলে চলে! তাহলে প্রশ্নটা থাকুক। আমি নিজে জানি, আমি কী করছি। আমি না-ও বলছি না, আবার হ্যাঁ-ও বলছি না। আমি ভাল থাকতে চাই, ব্যস।

Q আচ্ছা এবার একটু ঝিনুকের কথা জিজ্ঞেস করি বরং। ওকে নায়ক হিসেবে দেখতে চান?

জানেন, ওকে বয়স আন্দাজে বেশ বড়-বড় দেখতে বলে, ইতিমধ্যেই অনেক অফার পেয়েছে। কিন্তু ওকে হিরো করার জন্য আমার কোনও তাড়াহুড়ো নেই। বড় স্কুলে পড়ে, আগে ভাল করে পড়াশোনাটা করুক, তারপর দেখা যাবে।

Q আপনি কি খুব রাগী মা?

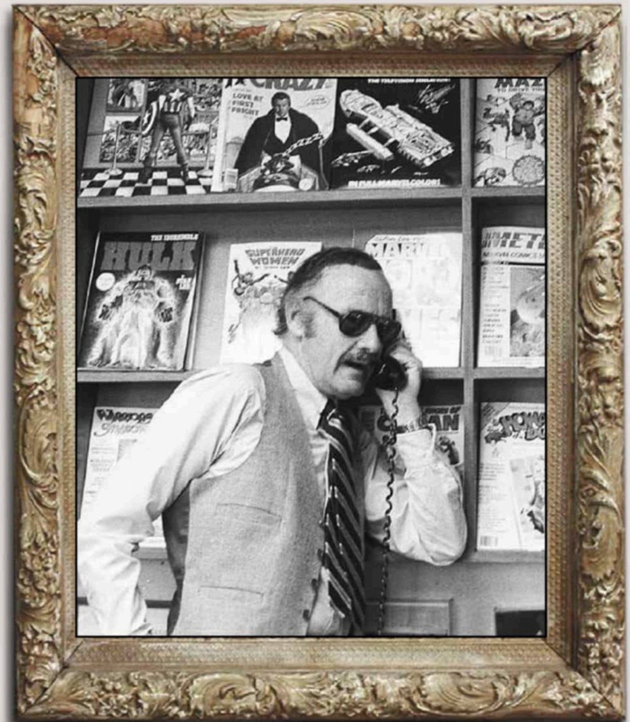
প্রয়োজনে কড়া তো হতেই হয়। আমার হাতে ও মারও খেয়েছে। ভয় পায়। আবার বন্ধু যখন, তখন কেউ বুঝতেও পারবে না আমি ওর মা। অনেক গার্লফ্রেন্ড হয়েছে। আরে সুন্দর দেখতে ছেলে, গার্লফ্রেন্ড তো হবেই! আমার চেয়ে ও অনেক পরিণত। কখনও হয়তো বেশি হাসাহাসি করছি, তখন ও-ই আমাকে ধমক দেয়!

Q সিঙ্গল মাদার হিসেবে জার্নিটা কতটা কঠিন?

সম্পূর্ণটাই নিজের উপর। কঠিন মনে হলে কঠিন, না হলে নয়। ছোটবেলা থেকে আমিই ওর মা-বাবা। সব দায়িত্ব আমার। বাবা-মা আমাকে ভীষণ সাহায্য করেছেন। এখন আর গায়ে লাগে না। আমি খুব ছোটবেলা থেকেই যুদ্ধ করছি তো (হাসিমুখে)...

Q কোথাও গিয়ে নিজেকে কখনও ক্লান্ত মনে হয় না?

না, মনের দিক দিয়ে আমি সবসময় তরতাজা। সুইচ অন-অফটা ভীষণ ভাল করতে পারি। আর শারীরিকভাবে ক্লান্তি তো আসেই, তখন রেস্ট নিয়ে নিই। নিজেকে প্যাম্পার করার কথা যদি বলেন, তাহলে বলব আমার টিম সবসময় সেই কাজটা যত্ন নিয়ে করে থাকে। শুটিংয়ে সবাই প্রচণ্ড প্রশ্রয় দেয়। বাড়িতেও তাই। বাবা-মার কাছে তো আমি আর ঝিনুক, দুই ছেলে-মেয়ে। এরপর আর ক্লান্তি কীসের?



আধুনিক রূপকথাকার

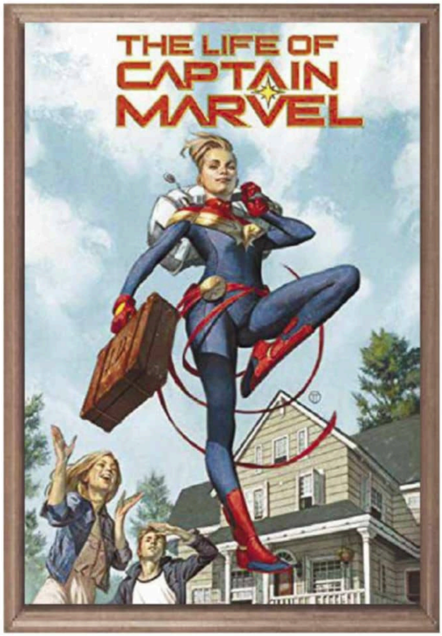
মার্ভেল আর স্ট্যান লি ছিলেন পরিপূরক। কিন্তু সেই মার্ভেলও বেশ কষ্ট দিয়েছিল তাঁকে। যেমন যন্ত্রণা দিয়েছিলেন তাঁর নিজের সন্তানও। কেমন ছিল কমিক্সের স্বর্ণযুগ-পরবর্তী স্ট্যান লি'র জীবন? লিখছেন অংশুমিত্রা দত্ত। এবার পঞ্চম তথা **শেষ কিস্তি**

স্ট্যান লি'র 'দ্য গ্রেট আমেরিকান নভেল' লেখার স্বপ্ন সত্যি হয়নি ঠিকই, কিন্তু আধুনিক কমিক্সের মুখ তিনি হয়ে উঠেছিলেন নিঃসন্দেহে। নিছক হালকা বিনোদনের পাঠ্য কমিক্সকে ওজন দিলেন, লেখার মাধ্যমে ড্রাগ সমস্যা, বর্ণবৈষম্য, লিঙ্গবৈষম্য নিয়ে কথা বলে। প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ (অ্যাফ্রো-আমেরিকান) সুপারহিরো 'ব্ল্যাক প্যান্থার' তাঁর সৃষ্টি, যা ভীষণভাবে জনপ্রিয়তা পায়। আবার মার্ভেল ইউনিভার্সের সবচেয়ে শক্তিশালী সুপারহিরো ক্যাপ্টেন মার্ভেল একজন মহিলা, যে কোনও সুপারহিরোর সাইডকিক নয়। আবার আর এক জনপ্রিয় সুপারহিরো আয়রনম্যান নিজের পোশাক ছাড়া নেহাতই সাধারণ! বুক চিতিয়ে বলতে পারে, পয়সার জোরে শক্তিশালী সে! অর্থনীতির প্রসঙ্গ যখন এলই, তখন স্ট্যান লি'র বিজয়রথের আরও একটি পথ অধরা থাকে কী করে?

সেলুলয়েডের দুনিয়ায়...

স্ট্যান লি জানতেন, সিনেমা-টেলিভিশন জগতের জন্য তিনি কী সম্পত্তি তৈরি করে ফেলেছেন! আসলে স্ট্যান লি ভাল সম্পাদক হওয়ার পাশাপাশি ভাল প্রোমোটারও ছিলেন। মার্ভেল কমিক্সকে টিকিয়ে রাখা এবং তার ব্যাপ্তি ঘটানোর ক্ষেত্রে সেই দক্ষতা তিনি পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছিলেন। এবং সেই কারণেই হয়তো জ্যাক কার্বি এবং স্টিভ ডিটকোর মতো শিল্পীরা নিজেদের ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলতেন, লেখার চেয়ে বিজ়নেস মিটিংয়ে বেশি ব্যস্ত থাকতেন স্ট্যান। '৮১-তে নিউ ইয়র্ক থেকে স্ট্যান সপরিবার ক্যালিফোর্নিয়া চলে আসেন মার্ভেল টিভি এবং সিনেমার প্রপার্টি তৈরি করতে। মার্ভেল কমিক্স এবং মার্ভেল ফিল্মসের যৌথ উদ্যোগে তৈরি হয় মার্ভেল এন্টারটেনমেন্ট গ্রুপ। মার্ভেলের কমিক্সের স্বত্ব তাদের, সিনেমা, সিরিজ় যা হবে, তারাই বানাবে। তবে 'টয়বিজ়' নামে যে কোম্পানির ৬০% শেয়ার ছিল 'মার্ভেল এন্টারটেনমেন্ট'-এ, তারা চেয়েছিল, সিনেমা-সিরিজ় বানানোর পাশাপাশি, স্ট্যান লি-ই যেন দায়িত্ব নেন 'মার্ভেল এন্টারটেনমেন্ট গ্রুপ'-এরও। কিন্তু স্ট্যান লি সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন! তাঁর কথায়, ''আমি তো লেখালেখি নিয়ে থাকি। ব্যবসার কিচ্ছু বুঝি না। আমি হাত দিলে কোম্পানি ডুবে যাবে।'' অতএব সরে দাঁড়ালেন তিনি।

আয়রনম্যান বুক চিতিয়ে বলতে পারে, পয়সার জোরে শক্তিশালী সে! প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ সুপারহিরো 'ব্ল্যাক প্যান্থার'ও স্ট্যান লি'র সৃষ্টি। 'ক্যাপ্টেন মার্ভেল'-ও...



ক্যাপ্টেন মার্ভেল সবচেয়ে শক্তিশালী সুপারহিরো

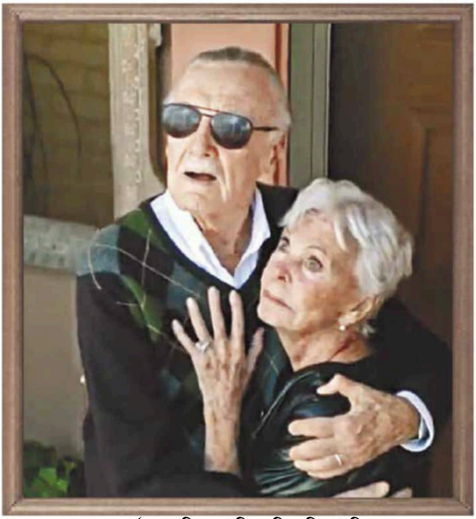


আয়রন ম্যানের মধ্যে এক নতুন ধরনের সুপারহিরো দেখল দুনিয়া



কমিক-কনে সুপারহিরোদের সঙ্গে স্ট্যান এবং জোন

সাম্মানিক একটা পদে কোম্পানি তাঁকে বসাল বটে, কারণ গোটা বিশ্বের কাছে মার্ভেলের 'মুখ' বলতে তো স্ট্যান লি-ই। তবে তিনি হাল না ধরেও মার্ভেল এন্টারটেনমেন্ট গ্রুপের অবস্থা বেশ শোচনীয় হল। টেলিভিশনে স্পাইডারম্যান, হাল্কের মতো কমিক সিরিজ় ব্যবসা দিতে পারল না। অবশেষে কোম্পানির সহায় হলেন সেই স্ট্যান-ই! আসলে অসামান্য যে কমিক্স তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, তার স্বত্ব যে-কোনও প্রযোজনা সংস্থার কাছেই সোনার ডিম পাড়া হাঁস। ফলে এগিয়ে এল ওয়াল্ট ডিজ়নি স্টুডিয়ো। তারা কিনে নিল মার্ভেল এন্টারটেনমেন্ট-কে। তৈরি হল,'মার্ভেল স্টুডিয়োস'।



মার্ভেলের ছবিতে ক্যামিও চরিত্রে লি দম্পতি

আসলে, মার্ভেল স্টুডিয়োসে যে তাঁর পদটি নেহাতই সাম্মানিক, আদতে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তাঁর নেই, ক্রমেই বুঝতে পারছিলেন স্ট্যান। নিজেকে বঞ্চিত মনে হল

মার্ভেল আর স্ট্যান সমার্থক!

মার্ভেল স্টুডিয়োস কিন্তু স্ট্যান লি-কে সহজে ছাড়েনি। স্ট্যানকে ‘চেয়ারম্যান এমেরিটাস’ পদে বসাল তারা। সাম্মানিক পদই বটে। সাম্মানিক, বার্ষিক ১ মিলিয়ন ডলার! আর তারপর থেকেই মার্ভেলের অনেক ছবিতেই স্ট্যান লি-কে ক্যামিও রোলে দেখা যেতে থাকে। অনেক ছবিতে স্ট্যানের সঙ্গে অ্যাপিয়ারেন্স দিয়েছেন স্ত্রী জোন বুককও। মার্ভেলের সিনেমা ভেঙে দিল সমস্ত রেকর্ড। সোলো সুপারহিরো সিরিজ়ের মতো ‘অ্যাভেঞ্জার্স’, ‘এক্স মেন’-এর মতো ফ্র্যাঞ্চাইজ় তৈরি হল। স্ট্যান দাবি করলেন, কমিক্স যেহেতু তাঁর, ছবির ব্যবসার লভ্যাংশও তাঁর চাই। কিন্তু মার্ভেল কর্তারা রাজি হননি। মার্ভেল স্টুডিয়োসের দাবি ছিল, যখন লি এই চরিত্রগুলো সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তিনি মার্ভেল কমিক্সের বেতনভুক কর্মচারি ছিলেন। ফলে চরিত্রের স্বত্ব তাঁর হতে পারে না। কিন্তু মার্ভেল টিভি এবং সিনেমার জন্য যখন ক্যালিফোর্নিয়ায় আসেন স্ট্যান, তখন তিনি সবক’টির স্বত্বই নিজের নামে করিয়ে নিয়েছিলেন। কারণ মার্ভেলের পুরনো কর্তা, মার্টিন গুডম্যানের পক্ষ থেকে অন্যরকমের দাবি করার মতো কেউ ছিল না। দাবি ছেড়ে দিয়েছিলেন শিল্পী জন রোমিতাও। ফলে কেস করলেন স্ট্যান। খানিকটা বঞ্চিত মনে হল তাঁর নিজেকে। যে এন্টারটেনমেন্ট ব্যবসার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই ব্যবসায় তাঁর কোনও অধিকার থাকবে না, ভাবেননি কখনও। তবে এই কেসটা তিনি জিতেও গেলেন সহজেই। কিন্তু স্ট্যানকে যাঁরা কাছ থেকে চেনেন, তাঁদের দাবি, স্ট্যান নিজে এত টাকা-টাকা করার লোক ছিলেন না। কী হয়েছিল তাহলে?

মার্ভেলের পর...

আসলে, মার্ভেল স্টুডিয়োসে যে তাঁর পদটি নেহাতই সাম্মানিক, আদতে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নেই, ক্রমেই বুঝতে পারছিলেন স্ট্যান। ফলে তিনি শুরু করলেন নিজের কোম্পানি স্ট্যান লি মিডিয়া। ইন্টারনেট-বেসড একটি প্রোডাকশন হাউজ়। ক্রিয়েটিভ মাথা স্ট্যান। ব্যবসা দেখতেন পিটার পল নামের এক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কার। তবে প্রচুর টাকা লাগিয়েছিলেন স্ট্যান নিজেও। সঙ্গে ছিল তাঁর ব্র্যান্ড। কিন্তু স্ট্যান জানতেনও না, ব্রাজ়িল থেকে ফেরার এক জালিয়াত ছিলেন এই পল। স্ট্যান লি মিডিয়ার শেয়ার নিয়ে নয়-ছয় করে কোম্পানি ডুবিয়ে দিলেন পল। মার্ভেলের পর এটাই ছিল স্ট্যানের কাছে প্রথম ধাক্কা। এরপর ‘POW’ (purveyors of wonders) নামে আর একটি ফিল্ম, ভিডিয়ো এবং ভিডিয়ো গেম বানানোর কোম্পানি খুলেছিলেন স্ট্যান, ভরাডুবি হয় তারও। আসলে নিজের মূল্যায়নটা গোড়ায় ঠিকই করেছিলেন তিনি।



আমেরিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ সুপারহিরো ব্ল্যাক প্যান্থার

ব্যবসা তাঁর জন্য ছিল না। তিনি আইডিয়া দিতে পারেন। কিন্তু অর্থনীতি বোঝার জন্য যে মানসিকতার প্রয়োজন, তা ছিল না তাঁর। কিন্তু এর চেয়েও বড় ধাক্কা তাঁর জীবনে তখনও বাকি ছিল...

মৃত্যু জীবনসম

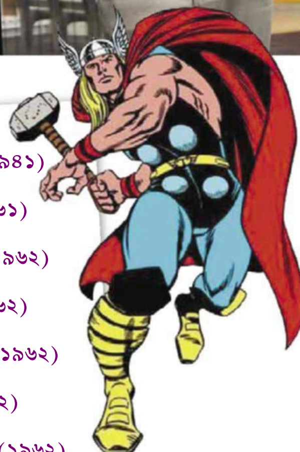
৭০ বছর ধরে যে জোন বুকক ঘরণীর চেয়ে বেশি বন্ধু হয়ে আগলে রেখেছিলেন স্ট্যানকে, তিনিও ছেড়ে চলে গেলেন! জোনের মৃত্যুতে স্ট্যান হঠাৎ করে যেন ভেঙে পড়লেন। মেয়ে জোন সেলিয়ার সঙ্গে কোনওদিন সম্পর্ক ভাল ছিল না স্ট্যানের। কী করে হবে? সময়ই দেননি কোনওদিন!

আসলে নিজের অপত্যের প্রতি স্নেহ ব্যাপারটা জন্মানোর সময় স্ট্যান কাজ নিয়ে প্রচণ্ড ব্যস্ত ছিলেন। আর কাজের বাইরে দুনিয়া বলতে শুধুমাত্র স্ত্রী। জোন সেলিয়া তাই বাবাকে শুধুমাত্র আর্থিক চাহিদা মেটানোর যন্ত্র ছাড়া কিছুই ভাবতে পারেননি কোনওদিন। দুটো কোম্পানি ডুবে যাওয়ার পরও, মার্ভেলের সঙ্গে কনট্র্যাক্টের দরুন ৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সম্পত্তির মালিক ছিলেন স্ট্যান। তবে বিভিন্ন প্রপার্টির জন্য শেষ বয়সে বাবাকে মানসিকভাবে প্রায় বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন জোন সেলিয়া। স্ত্রী বেঁচে থাকতে স্ট্যান অতটা মাথায় নেননি মেয়ের এসব খামখেয়ালিপনা। কিন্তু মা মারা যাওয়ার পরই জোন সেলিয়া 'অ্যাডাল্ট অ্যাবিউজ়'-এর চার্জ আনেন বাবার বিরুদ্ধে! তাঁকে নাকি টাকাপয়সা থেকে বঞ্চিত করেছেন স্ট্যান। স্ট্যানের দীর্ঘদিনের সেক্রেটারিকে জোন বের করে দেন বাড়ি থেকে, এবং তারপরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন স্ট্যান। তবে অদ্ভুত ব্যাপার, শেষ সাক্ষাৎকার অবধিও, ৯৫ বছর বয়সী স্ট্যানের সেন্স অফ হিউমার ছিল অক্ষত! আর শেষদিনেও মেয়ের বিরুদ্ধে মিডিয়ার কাছে মুখ খোলেননি তিনি।
স্ট্যান লি'র মৃত্যুতে কমিক্‌সের মৃত্যু হয়েছে বললেও ভুল হবে না। কারণ, সত্যিই তাঁর লেখার পর সেভাবে আইকনিক কমিক চরিত্র আর তৈরি হয়নি! ফলে শূন্যস্থানটা... যাক গে, প্রতিবেদনের শেষে আমরা স্ট্যানের কমিক্‌সের মতো উজ্জ্বল দিকটাই দেখি? এই প্রতিবেদনের গোড়ার দিকে স্ত্রী জোন বুককের প্রতি স্ট্যানের প্রেম, পাগলামির কথা বলেছিলাম। তিনি বলতেন, জোনকে ছাড়া বেঁচে থাকার কথা ভাবতে পারেননি কোনওদিন। জোন বুককের মৃত্যুর (২০১৭) একবছরের মাথায় স্ট্যানের পরলোকে যাত্রা যেন প্রমাণ করে দিল, প্রেমে কোনও খাদ ছিল না। ফলে স্ট্যান লি'র জীবনের পোস্ট-ক্রেডিটে হয়তো এখনও মার্ভেলের ছবির মতোই স্ট্যান আর জোন একসঙ্গে বসে টিভি দেখছেন... কাড়াকাড়ি করছেন টিভির রিমোট নিয়ে!

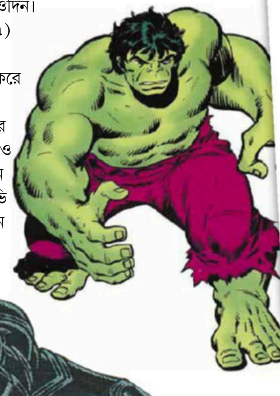


যে সৃষ্টিতে অমর স্ট্যান লি





১ ক্যাপ্টেন আমেরিকা #৩ (১৯৪১)
২ ফ্যান্টাস্টিক ফোর #১ (১৯৬১)
৩ দি ইনক্রেডিবল হাল্ক #১ (১৯৬২)
৪ ফ্যান্টাস্টিক ফোর #৫ (১৯৬২)
৫ অ্যামেজ়িং ফ্যান্টাসি #১৫ (১৯৬২)
৬ জার্নি টু মিসট্রি #৮৩ (১৯৬২)
৭ টেলস অফ সাসপেন্স #৩৯ (১৯৬২)
৮ স্ট্রেঞ্জ টেলস #১১০ (১৯৬৩)
৯ এক্স-মেন #১ (১৯৬৩)
১০ অ্যাভেঞ্জার্স #১ (১৯৬৩)
১১ ডেয়ারডেভিল #১ (১৯৬৪)
১২ ফ্যান্টাস্টিক ফোর #৫২ (১৯৬৬)







সমাপ্ত

অনির্বাণ ভট্টাচার্য্য

ছোটবেলায় বন্ধুদের স্ল্যামবুক ফিল আপ করার দিনগুলো মনে আছে? এবার পালা সেলেবদের... তাঁদের স্ল্যাম বুকের পাতা উলটোলো আনন্দলোক



ডাকনাম : কুচাই

জন্মদিন : ৭ই অক্টোবর, ১৯৮৬

বাবা-মা : প্রদ্যোত ভট্টাচার্য্য, অন্নপূর্ণা ভট্টাচার্য্য

পরিবারের বাকিরা : বোন, অমৃতা ভট্টাচার্য্য

স্কুল ও কলেজ : নির্মল হৃদয় আশ্রম
বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

Q লজ্জায় কান লাল মুহূর্ত

ক্লাস ফাইভের ঘটনা। বিধাননগর মাঠে সবখানে দিনের আলোয় পাড়ার বড় কয়েকজন প্যান্ট খুলে নিয়ে চলে গেছিল। কান কেন! ব্রহ্মতালু অবধি লাল হয়ে গেছিল।

Q কিচ্ছু চাইনি আমি আজীবন...

সবাই যা চায়..... অমরত্ব (একটা সময় পর্যন্ত) কিন্তু এখন আর চাই না, এই ভয়ানক অশান্তি আর অন্যায়ের যন্ত্রণা-র বাইরে মৃত্যুই আশ্রয়

Q একদিন সকালে... আমি কে?

একটা ঘড়ি। সবাইকে অনবরত ভয় দেখানোর এরকম অস্ত্র তো আর তৈরী হয়নি পৃথিবীতে!

Q প্রাক্তনের সঙ্গে লিফ্‌টে দেখা

মুডের ওপর নির্ভর করছে। লিফটের সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল-ও হতে পারে আবার শুকনো মুড়ির মত 'কেমন আছ' টাইপেরও হতে পারে।

Q লোকে বলে নাকউঁচু

লোকেদের নজর শুধু নাকের দিকে কেন? চোখের দিকে তাকাক না এক-দু'বার, ধারণা বদলে যাবে।

Q আমি যখন ফ্যান...

অঞ্জন ব্যানার্জি, অরিন্দম মুখার্জি, আমি ওদের ফ্যান, ওদের খুব-একটা লোকজন চেনে না, কিন্তু ওরা দানব, শিল্পী হিসেবে আর মানব হিসেবে মহা।

Q সকালে উঠিয়া আমি মনে-মনে বলি

মুখেই বলি - "মিতাদি চা দিন" আগে বলতাম - "মা, চা দাও" কেউ ঘরে না থাকলে নিজেকে বলতাম - (সেটা অবশ্য) মনে মনে।

Q অনির্বাণ না থাকলে....

কিছু যেত আসত না কারও, আমার নিজের যেত আসত, অন্নপূর্ণা-কে দেখা হত না, মা-কে।

Q মন যখন বলে, আমিই 'সেরা'

খুব একটা বলে না, তবে বললে, সেটাকে মাথার ওষুধ বইয়ের তাকে, হার্ড ড্রাইভে বা আয়নায় থাকে।



যখন ছোট ছিলেন

Q হার্টথ্রব হওয়ার সুফল-কুফল

সুফল : অত্যধিক সংযমী হওয়া
কুফল : ঐ একই ↗

Q মঞ্চে পার্ট ভুলে গেলে...

ভুলে যাওয়াটা লুকোনোর চেষ্টা না করা, কারণ সেইটা সত্য (তবে এরকম হয়না খুব একটা)



বন্ধুদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলার ফাঁকে

Q অভিনেতা যখন নেতা...

অসুবিধা কোথায়! আমাদের দেশের জনগন নিজেদের টুপি নিজেরাই কিনে পরে। ফলত নেতা সিনেমার পার্টি-তে আর অভিনেতা পার্লামেন্টে থাকলে কার কি ক্ষতি!!

Q ফেলুদার সঙ্গে একদিন

একটাই প্রশ্ন, ফেলুদা একটা, একটা প্রেম-ও করলেন না?? নিজে না করেন তোপসে-কেও করতে দিলেন না? কেন? কেন? কেন?

Q ছবি এঁকে মেসেজ

ছবি আঁকতে জানি না, হিজিবিজি কাটতে ভালোবাসি, কিন্তু তার জন্য জায়গাটা ছোট ———

অনির্বাণ ভট্টাচার্য


আনন্দলোক
পোস্টার



ফাতিমা সানা শেখ



কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়

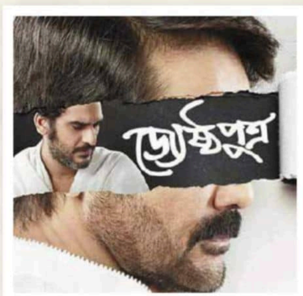


প্রতিম ডি গুপ্ত

‘জ্যেষ্ঠপুত্র’ আসলে কার?

ঋতুপর্ণ ঘোষের ভাবনা থেকে তৈরি গল্প নিয়ে স্ক্রিপ্ট লিখে ‘জ্যেষ্ঠপুত্র’ তৈরি করেছেন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়। এমনটাই জানে ইন্ডাস্ট্রি। কিন্তু পরিচালক প্রতিম ডি গুপ্ত বলছেন এই ছবির স্ক্রিপ্ট আসলে ঋতুপর্ণ এবং তিনি একত্রে লিখেছিলেন! কোনটা সত্যি? সন্ধানে সায়ক বসু

কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় অভিনীত নতুন ছবি ‘জ্যেষ্ঠপুত্র’র মূল ভাবনা যে ঋতুপর্ণ ঘোষের, সেটা নিশ্চয়ই এতদিনে অনেকে জেনে গিয়েছেন। আসলে এই তিনটি নাম এক সূত্রে এলে সিনেমাপ্রেমী মানুষের আগ্রহ বাড়ে তো... ফলে সেই সূত্র ধরে, ‘জ্যেষ্ঠপুত্র’র টিজ়ারও সাধারণ জনমানসে বেশ আগ্রহ তৈরি করেছে। কিন্তু সাধারণ সিনেমাপ্রেমী এবং ইন্ডাস্ট্রির ইনসাইডারদের মধ্যে একটু পার্থক্য থাকে! তাঁরা সবসময়ই একটু বেশি জানেন কোনও সিনেমা নিয়ে। সেই ইনসাইডারদের মধ্যে এখন আগ্রহের পাশাপাশি আশঙ্কার মেঘও দেখা দিয়েছে। কারণ ‘জ্যেষ্ঠপুত্র’-এর স্ক্রিপ্ট। অভিযোগ উঠছে, এই ছবির স্ক্রিপ্ট আসলে ঋতুপর্ণ ঘোষ এবং প্রতিম ডি গুপ্তর (‘মাছের ঝোল’ খ্যাত পরিচালক)



লেখা। কিন্তু কৌশিক ইচ্ছাকৃতভাবে ঋতুপর্ণ ঘোষের নামটা ‘ব্র্যান্ড’ হিসেবে ব্যবহার করে, প্রতিমকে ছবি থেকে জাস্ট ছেঁটে ফেলেছেন!

স্ক্রিপ্ট হাইজ্যাক হয়েছে?

বিষয়টা ঠিক কী, সেটা জানার জন্য প্রতিমকে ফোন করতে তিনি বললেন, ‘‘এই গোটা ব্যাপারটাকে আনফেয়ার ছাড়া আর কী বলব বলুন? ২০০৯ সালে ঋতুদা আর আমি মিলে স্ক্রিপ্টটা লিখেছিলাম। তখন এটার নাম ছিল ‘অন্য নায়ক’। ঋতুদা মারা যাওয়ার বেশ কয়েকবছর পরে আমি ওঁর ভাই, ইন্দ্রনীল ঘোষকে বলি স্ক্রিপ্টটা খুঁজে দেখতে। উনি কিছুদিন পরে আমাকে বলেন স্ক্রিপ্টটা পাওয়া গিয়েছে। এসে নিয়ে যেতে। কিন্তু তখন মুম্বইতে একটু ব্যস্ততা বাড়ায় যাওয়া হয়নি। এরই মধ্যে শুনি, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় ঋতুদার একটি ভাবনা নিয়ে সিনেমা করছেন। আমার সন্দেহ হত না, কারণ ছবির নাম পালটে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গল্পের ধরন শুনে খোঁজ নিয়ে

জানতে পারি, এটা 'অন্য নায়ক'ই!'' প্রতিমের বক্তব্য খুব পরিষ্কার, যদি দু'জন মিলে একটি স্ক্রিপ্ট লেখেন এবং তার মধ্যে একজন মারা যান, তা হলে তো ছবি তৈরির ক্ষেত্রে প্রথম সুযোগ দ্বিতীয়জনেরই পাওয়া উচিৎ, যেখানে দ্বিতীয়জনও পরিচালক! ''আমি হয়তো ছবিটা এখনই বানাতাম না,'' বলছেন প্রতিম, ''কিন্তু এইভাবে স্ক্রিপ্ট হাইজ্যাক করে তার লেখকের অস্তিত্ব অস্বীকার করাটা খুব অন্যায়। আমি যখন কৌশিকদাকে কথাটা জানাই, তখন উনি স্রেফ 'আমার মনে নেই' বলে জিনিসটি উড়িয়ে দেন। এর চেয়ে খারাপ এক্সকিউজ় আর হতে পারে না। কারণ এই ব্যাপারটা কৌশিকদা জানতেন। তখন 'আরেকটি প্রেমের গল্প'-এর স্ক্রিপ্টের কাজও চলছিল।'' যদিও কৌশিককে ফোন করা হলে তিনি একটু অন্য কথা শোনালেন, ''দেখুন, আমি ২৩টা ছবি বানিয়েছি। ২৩ টাই আমার নিজের গল্প। আমি সেরকম মানুষই নই যে, এই জিনিসগুলো গোপন করব বা কাউকে ঠকাবো। ঋতুপর্ণ মৌখিকভাবে আমাকে গল্পটি বলেছিলেন। আমি আর প্রসেনজিৎ ছিলাম সেখানে। তখন ঋতুদার ছবিটা করার কথা ছিল। কিন্তু 'অটোগ্রাফ' তৈরি হওয়ায় সেটা আর এগোয়নি। এমনকী, ঋতুদা স্ক্রিপ্টটা শেষও করেননি। আমরা তাই তাঁর পরিবারের সঙ্গে কথা বলে যাবতীয় অনুমতি নিয়ে ছবিটা করেছি। প্রতিম যে স্ক্রিপ্টের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল, সেটা আমি জানি না। ওকে মাঝে-মাঝে ঋতুদার বাড়িতে আসতে দেখতাম, এইটুকুই। এই ছবি সংক্রান্ত ঋতুদার লেখা যে কয়েকটা খসড়া এবং দৃশ্য আমি পেয়েছি, সেখানে কোথাও প্রতিমের হাতের কোনও লেখা নেই। তবে আমি কিন্তু ঋতুদার এই ভাবনার বেসিকটুকু ব্যবহার করে


ঋতুপর্ণ ঘোষের সঙ্গে প্রতিম ডি গুপ্ত

স্ক্রিপ্ট হাইজ্যাক করে তার লেখকের অস্তিত্ব অস্বীকার করাটা খুব অন্যায়। আমি যখন কৌশিকদাকে কথাটা জানাই, তখন উনি স্রেফ 'আমার মনে নেই' বলে উড়িয়ে দেন: প্রতিম

একেবারে নিজের মতো করে গল্পটা লিখেছি। এমনকী, ওই খসড়ারও খুব কম সংখ্যক কিছু দৃশ্য রেখেছি, যাতে ছবিটা কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি বলেই মনে হয়। ফলে এটা ঋতুদার স্ক্রিপ্ট থেকে তৈরি নয়। তা-ও যখন প্রতিম আমাকে এসে অভিযোগ জানিয়েছে, তখন আমি ওকে বলেছি, 'আমি তোর কথা বিশ্বাস করছি। আর সেই অনুযায়ী ছবিতে আমি ঋতুদার সঙ্গে আইডিয়া ইনিশিয়েট করার ক্ষেত্রে তোর নামে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব।' যদিও ঋতুদার বাড়ির কেউই মনে করতে পারেননি, প্রতিম এই স্ক্রিপ্টের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে। কিন্তু একটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কী আছে বলুন তো? এটা করা বা না করাতে আমার কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। কিন্তু সেটা না করলে মানুষ হিসেবে আমি ছোট হয়ে যাব। যেটা আমি চাই না।


'জ্যেষ্ঠপুত্র'র ঘোষণা, প্রসেনজিতের বাড়িতে। সঙ্গে ইন্দ্রনীল ঘোষ এবং সুরিন্দর ফিল্মসের কর্ণধারদ্বয়

ঋতুপর্ণ আমাকে গল্পটি বলেছিলেন। আমি আর প্রসেনজিৎ ছিলাম সেখানে। আমি জানি না প্রতিম এর সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে। তাও আমি ছবিতে ওর নাম দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাব: কৌশিক

ফলে প্রতিমের সঙ্গে যখন কথা হয়ে গিয়েছে, তখন এটা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টির কী মানে?'' বলা বাহুল্য, কৌশিক একেবারেই চাইছেন না 'জ্যেষ্ঠপুত্র' নিয়ে এরকম কোনও বিতর্ক হোক। তাঁর মত, ছবিটা দেখলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। 'নগরকীর্তন' এবং স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'হলদে গোলাপ' নিয়ে সবে-সবে একটা বিতর্ক কাটিয়ে উঠেছেন বলে, তাঁর মনে হচ্ছে, তাঁর ছবিই তাঁর হয়ে সব বিতর্ক মিটিয়ে দেবে।

দায় কার?

প্রতিম অবশ্য কৌশিকের বক্তব্য শুনে বলছেন, ''দেখুন, আমার মনে হয় সেটে যিনি চা দেবেন, তাঁকেও কৌশিকদা কৃতজ্ঞতা জানাবেন। এই কৃতজ্ঞতায় কিছু যায় আসে? আমি একবারও বলছি না আমার নামটা পোস্টারে বা ছবিতে দাও। কিন্তু যেভাবে ব্যাপারটা চলছে, সেটা লজ্জাজনক। আর ঋতুদার পরিবারের লোক ওঁর স্ক্রিপ্ট নিয়ে কী বলবেন? ঋতুদা তো একা থাকতেন ইন্দ্রাণী পার্কে! আর উনি কার সঙ্গে স্ক্রিপ্ট লিখছেন, সেটা পরিবারকে জানিয়ে করতেন বুঝি? আর এই যে কৌশিকদা বলছেন, ঋতুদার লেখা টুকরো কিছু খসড়া পেয়েছেন, কেন বলছেন জানেন? কারণ স্ক্রিপ্টের ৪০ পাতা আমার কাছে আছে। ঋতুদা আমাকে ওটা লিখে ইমেল করতে বলেছিলেন। সেই রেকর্ডও আছে। আসলে স্ক্রিপ্ট চুরির চেয়ে জঘন্য ঘটনা ইন্ডাস্ট্রিতে আর হয় না। অথচ এই ব্যাপারটাই দিনের পর দিন হয়ে যাচ্ছে! সৃজিতের সঙ্গেও আমার স্ক্রিপ্ট নিয়ে ('বাইশে শ্রাবণ'-এর ক্ষেত্রে) ঝামেলা হয়েছে... তখন হয়তো আমি ছবি তৈরি করিনি, কিন্তু তা বলে তো সেটা মিথ্যে হয়ে যাবে না! আর কৌশিকদা প্রতিটা ছবির গল্প নিজের বলছেন? 'শূন্য এ বুকে' বা 'খাদ'-এর গল্প কি খুব মৌলিক? চিঙ্কুদা (ইন্দ্রনীল) স্ক্রিপ্টটা কৌশিকদাকে দিলেন এবং এই ছবির আর্ট ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছেন। কৌশিকদা ঋতুপর্ণ ঘোষের নামটা ব্যবহার করে এই ছবির দর বাড়ালেন, কিন্তু নিজে স্ক্রিপ্ট লিখেছেন বলে কৃতিত্ব নিলেন... এঁরা প্রত্যেকে ছবিটা থেকে লাভবান হচ্ছেন! এতে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সুরিন্দর ফিল্মস যুক্ত বলে কেউ মুখও খুলছে না! এই ঘটনাটা যদি আমি বা সৌকর্য ঘোষালের মতো নতুন পরিচালকরা করতাম, ইন্ডাস্ট্রি তো ছিঁড়ে খেত আমাদের!'' তবে প্রতিম এ-ও জানালেন, ''এই বিতর্কে 'জ্যেষ্ঠপুত্র'-এর কিছু আসবে যাবে না। মানুষ ঠিকই দেখতে যাবেন ছবিটা। কারণ গোটা ব্যাপারটাই দাঁড়িয়ে আছে কৌশিক কী বলছেন বনাম প্রতিম কী বলছে, তার উপর! তাতে সাধারণ মানুষের কী আসে যায়? এই ইন্ডাস্ট্রি তো স্ক্রিপ্ট রাইটারদের কখনও কদর করে না!''

আসল সত্যিটা কিন্তু জানেন প্রতিম এবং কৌশিকই। ছবি বেরনোর পরেও তাঁরাই জানবেন। তা-ও আশা, যদি এই প্রতিবেদন পড়ে কারও টনক নড়ে আর আসল সত্যিটা বাইরে আসে!



প্রিয়াঙ্কা চোপড়া



জো রুসো

প্রিয়ঙ্কা এবার মার্ভেলে?

অ্যাভেঞ্জারস-এন্ডগেমের পর মার্ভেলের প্ল্যান রয়েছে একজন মুসলিম সুপারহিরো করার। অর্থাৎ মার্ভেলের রথ কিন্তু চলছেই। এবার কথা হচ্ছে আমাদের পিগি চপস কি সেই রথে পা রাখতে চলেছেন? মার্ভেলের পরিচালক জো রুসো সোজাসুজি জানিয়েই দিয়েছেন, প্রিয়ঙ্কার সঙ্গে তিনি পরবর্তী একটা প্রোজেক্ট নিয়ে কথা বলেছেন। এখন কথা হচ্ছে এই প্রোজেক্টটা কী? সে বিষয়ে রহস্যময় হাসি ছাড়া আর কিছুই অবশ্য বলেননি জো। ব্যস, জল্পনা শুরু! প্রিয়ঙ্কা কি তবে হতে চলেছেন মার্ভেলের প্রথম মুসলিম সুপারহিরো 'কামালা খান'? নাকি অন্য কোনও প্রোজেক্ট রয়েছে মার্ভেলের?

সোফি টার্নার, ইনসেটে টাই শেরিডন



'টাই'-অ্যাঙ্গেল...

স্টেডি পার্টনারকে জানিয়ে শুনিয়ে সহঅভিনেতার প্রেমে পড়ার সততা একমাত্র সোফি টার্নারই দেখাতে পারলেন। 'এক্স মেন: ডার্ক ফিনিক্স'-এ তাঁর সঙ্গে অভিনয় করেছেন টাই শেরিডন। অন স্ক্রিন কেমিস্ট্রির চমক এতটাই গভীর যে সম্প্রতি এক টক শো-তে তিনি জানিয়েছেন টাই এত ভাল অভিনেতা যে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দৃশ্য করতে অসুবিধে তো হয়ইনি, উল্টে মন ভরে গিয়েছে। অফ স্ক্রিনও সেই প্রেমটা টেনে নিয়ে যেতে পারলে বেশ হয়। কিন্তু জো জোনাসের সঙ্গে যে খুব শীঘ্রই বিয়ে হতে চলেছে তাঁর? তাতে অবশ্য তাঁর জবাব "আমি জানি জো কিছু মনে করবে না!"



জেনিফার লরেন্স। ইনসেটে কুক ম্যারোনি

তবে কি বিয়েই?

গত জুনে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল দু'জনকে, তারপর প্রেমের খবর যে পাকা, তা অক্টোবরে জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা। কথা হচ্ছে জেনিফার লরেন্স আর তাঁর প্রেমিক নিউ ইয়র্কের আর্ট গ্যালারিস্ট কুক ম্যারোনির। এখন দু'জনে কি শেষ অবধি সকলের আড়ালে বিয়ে করে নিলেন? নিউ ইয়র্কের এক রেস্তোরাঁয় দু'জনকে দেখা গিয়েছে সেলিব্রেশন মুডে, যেখানে জেনিফারের অনামিকায় আবার বেশ বড়সড় হিরের আংটি। জেনিফার নাকি প্রায়ই আনমনে আংটিটা নাড়াচাড়া করছিলেন। জেনি যে কুক ম্যারোনির সঙ্গে ভাল আছেন, তা বেশ স্পষ্ট!

হিরে না কাচ?

লিওনার্দো দি কাপ্রিওর ইমেজ তো স্বচ্ছ! কিন্তু তাঁর মালিকানার হিরে কোম্পানি 'ডায়মন্ড ফাউন্ড্রি'র ইমেজে নামল ধস! ফেডেরাল ট্রেড কমিশনের দাবি, কোম্পানি তার বিজ্ঞাপনে ইচ্ছে করে বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলছে। ল্যাবরেটরিতে বানানো নকল হিরেকে এমনভাবে দেখাচ্ছে যেন তা আসল! ২০১৫-তে টুইট করে লিও এই কোম্পানির মালিকানা কেনার কথা জানিয়েছিলেন, তখন কোম্পানির বেশ ভাল অবস্থা। সম্প্রতি ধরা পড়েছে এই কীর্তির কথা। ট্রেড কমিশনের নিয়ম অনুসারে জুয়েলারির ব্যবসা করতে গেলে বিজ্ঞাপনে কোনওরকম ধোঁয়াশা রাখা চলবে না, সব স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে হবে। লিওর কোম্পানি ফেঁসেছে সেখানেই। এ বিষয়ে অবশ্য লিও বা হিরে কোম্পানির সিইওর কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।



লিওনার্দো দি কাপ্রিও



নিকোল কিডম্যান

প্রবেশ নিষেধ!

তাঁর আর নিকোল কিডম্যানের পালিত সন্তান কনর ক্রুজ়ের বিয়ে থেকে নিকোলকে বাদ দিয়ে দিলেন টম ক্রুজ়। কারণ? চার্চের মতে নিকোল নাকি অশুভ, তা ছাড়া টমও নিকোলকে ওই অনুষ্ঠানে চান না। যদিও সামনে ব্যাপারটা এমন যে, কনরই বুঝি নিকোলকে বিয়ের সম্পর্কে একটা কথাও জানাননি। পেশায় ডিস্ক জকি কনর কিন্তু ক'দিন আগেই সকলের সামনে নিকোলের প্রতি তাঁর আন্তরিক টানের কথা বলেছেন। সেখানে এভাবে নিজের বিয়েতে না ডাকা কিছু প্রশ্ন তো তোলে... অবশ্য কনর যে টমের কথায় ওঠেন বসেন, তা সর্বজনবিদিত!

ব্র্যাডলি কুপার

অভিমানী প্রতিশোধ?

ব্র্যাডলি কুপার আর পপ গায়িকা লেডি গাগা ডেট করছিলেন বেশ অনেকদিন। তারপর হল কী, ব্র্যাডলি হঠাৎ সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এলেন, গাগার হার্ট ব্রেক হয়ে গেল। তারপর যদিও দু'জনে দিব্যি কথাবার্তা বলেছেন দেখা-টেখা হলে। কিন্তু গাগার মনের ক্ষত নাকি কখনওই সারেনি। তাই তাঁর প্রতিটা প্রেমই নাকি ব্র্যাডলির প্রতি অভিমানী প্রতিশোধ। বর্তমানে অ্যাভেঞ্জারসের 'হক আই' খ্যাত জেরেমি রেনারের সঙ্গে গাগা ঘনিষ্ঠ হয়েছেন। কিন্তু ওখানেও তিনি খুঁজে চলেছেন ব্র্যাডলির ছায়া...



আমার কাছে যে-কোনও সমস্যার সমাধান খাবার!

রুক্মিণী

বাড়ির কে কুচুটে?

আমাকে সকলে খুব প্যাম্পার করে। কিন্তু দাদা এত হিংসুটে যে, সেটা নিয়েও আমার সঙ্গে ঝামেলা করতে ছাড়ত না! গুনে-গুনে চকোলেট ভাগ করত। মা-বাবা কাকে ভালবাসে, সেটা নিয়ে ফোনে এখনও ঝামেলা করে। আমাকে এখনও ক্লাস এইট-নাইনের মেয়ের মতো ট্রিট করে। আমার সিনেমা বেরলে "তোর আবার সিনেমা!" বলে ঠাট্টাও করে!



ভয়ে কাত!

আমার ভয় শুধু অন্ধকার আর ভূতকে, তবে সেটা ভবিষ্যতের না বর্তমানের, জানি না। এমনিতে দাদাকে মারাত্মক ভয় পাই, ও পুরো গুন্ডা! ছোটবেলায় সারাক্ষণ আমাকে মারত আর বকত! আর সাপ-ইঁদুর এসব আমার খুব পছন্দের। আমি তো হাতে ইঁদুরও ধরতে পারি!



রাগলে জল!

আমার রাগ খুব তাড়াতাড়ি পড়ে যায়। বেশি রাগলে আমি খেয়ে নিই। খেলেই সব রাগ গলে জল হয়ে যায়। চরম শত্রুর সঙ্গে ঝগড়া চলার সময়ও সে যদি আমাকে খাবার অফার করে, তা হলে আমি সব ভুলে যাব। বন্ধুরা তো বলেই... ঝগড়া করতে হলে আমি যেন খেয়ে যাই!



বাঁচতে হলে...

ওসব ডায়েট, জিম, যোগব্যায়াম আমার মোটেই ভাল লাগে না! চকোলেট, জাঙ্ক ফুড, কেক, ভাজাভুজি না খেলে বেঁচে আছি কেন! শুটিংয়ের সময় সকলের সঙ্গে ব্যাগভর্তি করে মেকআপ যায়। আমার সঙ্গে ছোট ব্যাগে মেকআপ, আর একটা বড় ব্যাগ ভর্তি কাপকেক, জুস, চকোলেট যায়!

সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন: ইন্দ্রাণী ঘোষ

বন্ধ 'অপারেশন রাইটার্স'!

পরিচালক অঞ্জন দত্ত 'ছবিটি পিছিয়ে গিয়েছে' বললেও, আসল কারণ কিন্তু অন্য...

গতবছরের মাঝামাঝি সময়... অঞ্জন দত্ত হঠাৎ ঘোষণা করলেন বিপ্লবী বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের গল্পকে বড় পরদায় আনবেন। প্রযোজনা করবে এসভিএফ। বলা বাহুল্য, অঞ্জনের এই ছবিটি নিয়ে তখন বেশ হইচই হয়েছিল কারণ, দেব-অনিকেত চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে পরিচালক মানস মুকুল পাল, প্রত্যেকেই এই বিপ্লবীত্রয়ীকে বড় পরদায় আনার কথা সেই সময় ভাবছিলেন। টলি-পাড়ার গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসানো যেমন হয় আর কী! কিন্তু 'এসভিএফ' নামক মহীরূহ প্রোডাকশন হাউজ় পিছনে থাকায় অঞ্জন আর বিশেষ সময় নেননি, ছবির নাম 'অপারেশন রাইটার্স' দিয়ে 'বিনয়'-এর ভূমিকায় আবির চট্টোপাধ্যায়, 'বাদল' হিসেবে অর্জুন চক্রবর্তী এবং 'দীনেশ' হিসেবে অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে কাস্ট করে ফেলেছিলেন। সেই সময় এই নিয়ে বেশ কিছু জায়গায় খবরও বের হয়। অঞ্জন কীভাবে পিরিয়ড পিসটিকে ভেবেছেন, রাইটার্স বিল্ডিং কীভাবে বানানো হবে, সবই ছিল প্রচারের অঙ্গ হিসেবে। এই মর্মে নভেম্বরের শেষ, ডিসেম্বরের শুরুর কোনও এক সময় মহরতও হয়ে যায় ছবিটির। আবির, অর্জুন, অনির্বাণকে নিয়ে জলদি শুটিং শুরুর কথাও বলেন পরিচালক। ঠিক ছিল, এই ২০১৯-এর ১৫ অগস্ট ছবিটি মুক্তি পাবে। সেই মর্মে পরিচালক জানিয়েছিলেন, ''জীবনে প্রথম বড় একটা ছবি করতে যাচ্ছি। আমার এতদিনের স্বপ্ন পূরণ হল। জানুয়ারি মাসের শেষ থেকে শুটিং শুরু করে দেব।'' শোনা গিয়েছে, বেশ কয়েক কোটি টাকা বাজেট ছিল ছবিটির। শুটিং শেডিউলও তৈরি করে অভিনেতাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু শুটিং শুরু হয়নি। কারণ সূত্রের খবর, 'অপারেশন রাইটার্স' শেলভড হয়ে গিয়েছে! এই ব্যাপারে অঞ্জন দত্তকে ফোন করা হলে উনি প্রথমেই বলেন, ''ছবিটি তো করছি না!'' তারপর যোগ করেন, ''আসলে অনেকগুলো ব্যাপার আছে। এত বড় পিরিয়ড পিস তো... এখনও লোকেশন ঠিক হয়নি সেভাবে। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের স্ট্রাকচার নিয়ে ভাবতে হবে। তাছাড়া যেসব বিদেশি চরিত্র আছে, বিশেষ করে কর্নেল এন এস সিম্পসন, তাতে কে অভিনয় করবে এখনও ঠিক হয়নি। ফলে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।'' অঞ্জনের বক্তব্য, ইংরেজ চরিত্রে ব্রিটিশ অভিনেতারা অভিনয় করবেন, নাকি মুম্বই থেকে আনা হবে, সেটা এখনও ঠিক হয়নি। এমনকী, যাঁদের পছন্দ হয়েছিল, তাঁদেরও নাকি শেষ মুহূর্তে বাতিল করা হয়েছে। ফলে অপারেশন রাইটার্স কবে হবে, সেটা এখনও ঠিক নেই। হয়তো বছরের শেষ দিকে... যদিও অঞ্জন গোটা ঘটনাটা আমাদের জানিয়েছেন, কিন্তু তাও কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। যেখানে স্ক্রিপ্ট নিয়ে অঞ্জন এত হোমওয়ার্ক করেন, বিনয়-বাদল-দীনেশ-এর চরিত্রে কাস্টিং সেরে ফেলেছেন, সেখানে মূল ব্রিটিশ চরিত্রের কাস্টিং করেননি? যেখানে জানুয়ারির শেষে শুটিং শুরু হবে, সেখানে রেইকি এবং কাস্টিং শেষ হয়ে যাওয়া উচিত, নয় কি?

যদিও খবর হল, 'অপারেশন রাইরার্স' বন্ধ হওয়ার পিছনে মূল কারণ নাকি অঞ্জনের পূরবর্তী দু'টি ছবির ব্যর্থতা। 'আমি আসব ফিরে' এবং 'ফাইনালি ভালবাসা' ছবি দু'টিকে অঞ্জন নিজের জ়ঁর-এর ছবি বলে উল্লেখ করেছিলেন। এসভিএফ-এর প্রযোজনায় তিনি নিজের মতো করে কাজ করতে পারছেন, এটাতেই খুশি হয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি। কিন্তু বাস্তব সম্পূর্ণ অন্য কথা বলেছে। এই দু'টি ছবি বক্স অফিসে এমন ভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে যে, প্রযোজক সংস্থার কাছে তা নাকি রীতিমতো চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল! বাকি বাংলা ছবিগুলি রিলিজ়ের অন্তত পাঁচ থেকে ছ'মাস পর বিভিন্ন ওয়েব প্ল্যাটফর্মে রিলিজ় করেছে। কিন্তু এই দু'টি ছবির ক্ষেত্রে সেই সময়টা ছিল খুব বেশি হলে এক বা দু' মাস! এমনকী, এক জনপ্রিয় ওয়েব প্ল্যাটফর্ম নাকি অঞ্জনের দ্বিতীয় ছবিটিকে প্রথমে নিতে রাজিও হয়নি। ফলে অঞ্জনের হাতে এত বড় বাজেট ছাড়তে আর রাজি হয়নি প্রযোজনা সংস্থা। এমনকী, বাজেট কাটছাঁট করে ছবিটি করতেও রাজি হয়নি। যদিও অঞ্জন গোটা বিষয়টাই অস্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য, খুব শিগগিরি তিনি আর একটি ছবিতে হাত দেবেন। যদিও সেটি কী বা তার প্রযোজক এসভিএফ-ই হবে কি না, সেটা জানা যায়নি।



ছবির মহরতের দিন অর্জুন, আবির, অনির্বাণের সঙ্গে অঞ্জন

সাজের গুঁতো!

স্টাইল নিয়ে তেমন কোনও বাড়াবাড়ি নেই কিং খানের। হাতের কাছে যা পান, তাই পরেই অনেকসময় বেরিয়ে পড়েন তিনি। তবে এবারে হাটে হাঁড়ি ভেঙেছেন খানপত্নী গৌরী স্বয়ং। সম্প্রতি এক ফ্যাশন অনুষ্ঠানে 'মোস্ট স্টাইলিস্ট কাপল অ্যাওয়ার্ড'-এর তকমা জিতেছেন শাহরুখ-গৌরী। সেই স্টাইলের রহস্য কী, সেটা জানাতে গিয়েই গৌরীর বক্তব্য, কোনও পার্টি থাকলে মাত্র ২০ মিনিটই তাঁর সাজের জন্য যথেষ্ট। তবে আসল মজাটা হয় শাহরুখের রেডি হওয়ার সময়েই। তিনি নাকি পাক্কা তিন ঘণ্টার আগে ওঠেনই না! আর সেটা যদি কোনও জমকালো অ্যাওয়ার্ড শো হয়? তা হলে তো শাহরুখ অন্তত ছ'ঘণ্টা সময় নেবেনই! তাঁর এই সাজের গুঁতোয় অতিষ্ঠ হয়ে এখন গৌরী সেটাকে মেনেই নিয়েছেন। তবে বয়স লুকোতে হলে একটু তো সাজতে হবেই! তাই না শাহরুখ?



শাহরুখ খান ও গৌরী খান





অক্ষয় কুমার, (ইনসেটে) মেয়ে নিতারা

নিতারার ফিটনেস ভিডিয়ো দেখতে স্ক্যান করুন QR কোডটি

মেয়েকে ট্রেনিং

তিনি নিজে ফিটনেস ফ্রিক। সারাক্ষণ কঠিন ট্রেনিংয়ে থাকতেই পছন্দ করেন। ফ্যানদেরও পরামর্শ দেন ফিট থাকতে। তা খিলাড়ি নিজের বাড়িতে যে সেই নিয়ম চালু করবেন, এ তো বলাই বাহুল্য। সম্প্রতি ইনস্টাগ্র্যামে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন অক্ষয়। তাতে দেখা যাচ্ছে, ছ'বছরের আদরের মেয়ে নিতারার সঙ্গে 'জিম সেশনে' মেতেছেন অক্ষয়। প্রায় ৪৫ সেকেন্ড সে জিম রিং থেকে ঝুলছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত পুঁচকে নিতারাকে 'চিয়ার' করে গিয়েছেন তিনি। খিলাড়ির মতে, ফিট থাকার জন্য কম বয়স থেকে প্রশিক্ষণ শুরু করাই ভাল! এর আগে নিতারার দড়ি নিয়ে ব্যায়ামের ভিডিয়োও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন তিনি। তবে এই বয়সেই বাবার মতো ফিটনেস সচেতন নিতারা। সকালে একদিনও যোগব্যায়াম মিস করতে পছন্দ করে না সে।

লখনউতে শুটের ফাঁকে ইউনিটের সঙ্গে আয়ুষ্মান



কবি আয়ুষ্মান

'যস্মিন দেশে যদাচার'। এমনটাই বিশ্বাস করে থাকেন আয়ুষ্মান খুরানা। সেই কারণেই নবাবের শহর লখনউতে নিজের পরবর্তী ছবি 'আর্টিকল ১৫'-এর শুটিং করতে গিয়ে স্থানীয় এক শিক্ষকের কাছে নবাবী ভাষা শিখতে শুরু করেছেন তিনি। ভাঙা-ভাঙা উর্দু জানলেও আয়ুষ্মানের আফসোস, ঠাকুরদার শত অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁর কাছে উর্দুটা শেখেননি আয়ুষ্মান। তবে এবার উর্দু শিখে কবিতা লেখায় হাত দিতে চান তিনি। আপাতত লখনউতে শুটিং করতে গিয়ে আয়ুষ্মান যে দিব্যি আছেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। এ-ও জানা যাচ্ছে, যতই দু'বেলা জিমে ছুটতে হোক, পায়া কি নিহারি, মটন রোগন জোশ, বিরিয়ানি, কাবাব, টোকরি চাট, শীরমাল ছাড়া আর কিছুই নাকি মুখে রুচছে না তাঁর!



রণবীর সিংহ ও দীপিকা পাড়ুকোন

পোশাক বাতিল!

আজব সাজপোশাকে রণবীর সিংহের জুড়ি নেই। এই নিয়ে ঠাট্টা করা হলেও, তিনি খুব একটা পাত্তা দেন না। বরং হালকা সবুজ রংয়ের কোট পরে নিজেকে 'পাতিলেবু'র মতো লাগছে বলে নিজেই মজা করেন! দীপিকা পাড়ুকোন স্বামীর ফ্যাশন সেন্স পছন্দ না করলেও, সমস্ত পাগলামো হাসিমুখেই সহ্য করে নেন। সোয়েটার ও টি-শার্ট পরতে হলে রণবীরের থেকে ধারও করেন তিনি! তবে সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে, রণবীরের ওয়ার্ডরোব ফাঁকা করতে শুরু করেছেন দীপিকা। রণবীরের জন্য নাকি নতুন করে শপিং করবেন তিনি! কারণটা, সহজেই অনুমেয়।

হুবহু

রাধিকার মতো...

ধীরে-ধীরে বেশ ভালই গরম পড়ছে। তাই পাল্টাচ্ছে সেলেব ফ্যাশনও। রাধিকা আপটে বেছে নিয়েছেন চেকার্ড স্ট্র্যাপি নটেট ব্রালেট টপ। সঙ্গে হাই-ওয়েস্ট সাদা-কালো চেকার্ড কিউলোট্স। জুতোর ব্যাপারেও কমফর্ট আর ফ্যাশনের ব্যালেন্সের কথা মাথায় রেখে তিনি পরেছেন কালো কোলাপুরি চপ্পল। গলায় ক্রিস্টাল পেনড্যান্ট বসানো নিট নেকলেস। চোখে হালকা রঙের ট্রান্সপারেন্ট শেড্স। আপাদমস্তক মোনোক্রোম ফ্যাশনে কালার ব্রেক বলতে চেরি রেড ম্যাট লিপস্টিক।



summer cool রাধিকা


লাইট ইয়েলো শেড্স

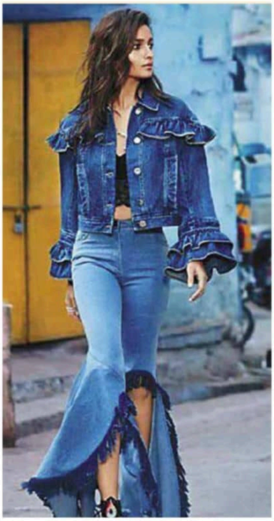

ক্রিস্টাল পেনড্যান্ট নেকলেস


স্ট্র্যাপি নটেড ব্রালেট টপ


ব্ল্যাক কোলাপুরি চপ্পল


সাদা-কালো চেকার্ড কিউলোট্স

ডেনিমে SLIT!



ফ্রন্ট স্লিটেট বুটকাট ডেনিম পরেছেন আলিয়া



সাইড স্লিটেট ডেনিম পালাজ়ো পছন্দ মালাইকার

লো-ওয়েস্ট স্কিনি ডেনিমে শুধু আর আটকে নেই সেলেবরা। প্যারালাল কাট বা বুটকাট ডেনিম, তা-ও আবার হাই-ওয়েস্ট বা মিড-রাইজ়, ফিরে এসেছে ফ্যাশনে। তবে পুরনো ফ্যাশনকে নতুন করে ফিরিয়ে আনতে গেলে কিছু একটা সংযোজন করতে হয় তো! এই নতুন সংযোজন হল, 'স্লিট'। সামনে বা দু'পাশে স্লিটেট ডেনিম পরে কমফর্ট ড্রেসিংয়ের নতুন সংজ্ঞা তৈরি করছেন নায়িকারা!



বয়ফ্রেন্ড ডেনিমের সাইড স্লিটে মন মজেছে করিনার





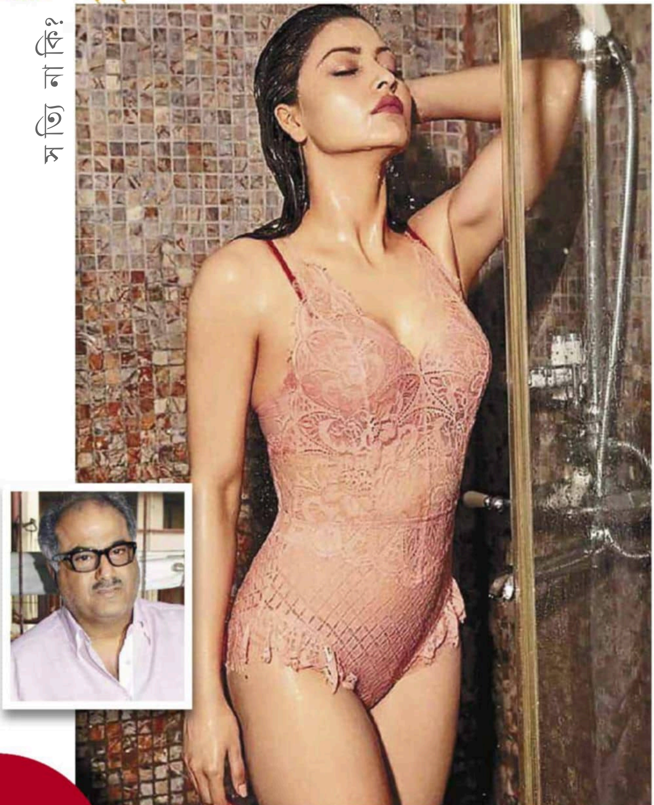




একই ধরনের টপ এবং বটমওয়্যার পেয়ার করার নতুন নাম 'কো-অর্ডস'। প্রিন্ট হোক বা এমব্রয়ডারি, কো-অর্ডস পোশাকে নতুন ট্রেন্ড সেট করছেন সেলেবরা।

CO-ORDS-এর কালোয়াতি

1 মাল্টিকালার্‌ড গ্র্যাফিক প্রিন্টেড কো-অর্ডসে সারা আলি খান
2 এষা গুপ্তর পরনে কো-অর্ড ট্র্যাকসুট
3 ক্রপ্‌ড স্ট্র্যাপি টপ আর পালাজ়ো কো-অর্ডস পরেছেন অনুষ্কা
4 তাপসীর ইয়েলো কো-অর্ডসে বটমওয়্যার নটেড স্কার্ট



উর্বশী রাউতেলা, ইনসেটে বনি কপূর

পাশে থাকা...

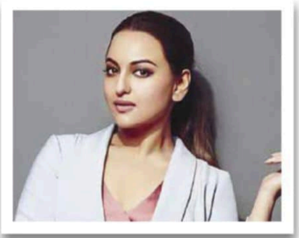
বনি কপূর নাকি উর্বশী রাউতেলাকে অশোভন স্পর্শ করেছেন। আর তা নিয়ে বলিউডে ঢি-ঢি পড়ে গেল। কিছু-কিছু ট্যাবলয়েডে তো আবার লাল কালি দিয়ে হাইলাইট করে দেখানো হয়েছে ঠিক কোন অ্যাঙ্গেলে কতখানি ছোঁয়া হয়েছে! হয়েছে কী, এক পরিচিতের বিয়ে বাড়িতে দেখা হয়ে গিয়েছিল দু'জনের, তারপর কুশল বিনিময় তো হবেই। সেই কুশল বিনিময়ের সময়েই ঘটে বিপত্তি, উর্বশীর পশ্চাৎদেশে নাকি আলতো আদরের চাঁটি দেন বনি। পাপারাৎজ়ি কি এই সুযোগ ছাড়ে? সঙ্গে-সঙ্গে ক্যাচ কট-কট! কিন্তু টুইস্ট অন্য জায়গায়, উর্বশী ভয়ানক রেগে উল্টে পাপারাৎজ়িকেই দোষ দিতে শুরু করলেন। তাঁর বক্তব্য হল, না হয় অত বড় প্রোডিউসর একটু 'স্নেহ'ই দেখিয়েছেন, তাই নিয়ে এত হুড়োহুড়ি করার কী আছে বাপু! তাঁর নিজের তো কোনও কিছুই মনে হয়নি। একজন বয়সে বড় মানুষকে এমন করে কেউ বলে! আহা, আপনার পাশে থাকার রকম দেখে তো আমরা মোহিত হয়ে যাচ্ছি উর্বশী। সত্যিই তো, ইন্ডাস্ট্রিতে টিকে থাকতে গেলে প্রযোজকের পাশে তো থাকতেই হবে... যেখানে বনি আবার 'একা' মানুষ!

অ্যাংজ়াইটি অ্যাটাক!

আলিয়ার অ্যাংজ়াইটিতে রণবীরের টোটকা আর সেই টোটকায় সেরে উঠে আলিয়া প্রেমিকের প্রশংসায় মগ্ন হয়ে ওঠা। প্রেমের জোয়ারে ভেসে গেল থরথর হিয়া, সে যাক। কিন্তু কী টোটকা? মাথা ঠান্ডা রেখে যে কাজ করা উচিত, তার উপর ফোকাসড হওয়া। অহেতুক বেশি না ভাবা, যেটা নাকি আলিয়া প্রায়ই করে থাকেন। কাজে ব্যস্ত থাকা ইত্যাদি। খুবই সাধারণ বক্তব্য, কিন্তু প্রেমিকের মুখে শুনলে তো স্পেশাল হয়েই ওঠে। এখন কথা হচ্ছে, অ্যাংজ়াইটি কী নিয়ে? যদি কাজ নিয়ে হয় তাহলে বলতে হয় রণবীরের ছবির সংখ্যা তো ইতিমধ্যে বছরে একটায় নেমে এসেছে, তাও আবার হিটের মুখ দেখতে কান্নাকাটি করতে হয়। তার চেয়ে আলিয়ার ঝুলিতে ছবির সংখ্যা বেশি। তাহলে উল্টে তো আলিয়ারই রণবীরকে বোঝানো উচিত। আর যদি সম্পর্ক নিয়ে অ্যাংজ়াইটি হয়... আলিয়া, ভেবে দেখুন ম্যানসপ্লেনড হচ্ছেন না তো? যাকে নিয়ে অ্যাংজ়াইটি, সেই আপনাকে যদি বোঝাতে শুরু করে তাহলে কিন্তু চিত্তির! এদিকে বুঝিয়ে যাবে, ওদিকে অ্যাংজ়াইটির কাজটিও ঠিক করে যাবে। আলিয়া বোকা বনবেন না যেন!



আলিয়া ভট্ট ও রণবীর কপূর

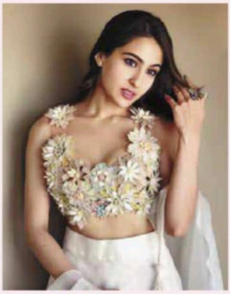
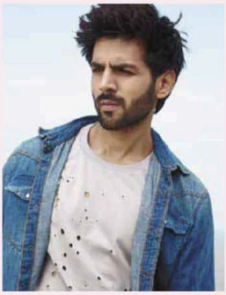

সোনাক্ষী সিনহা

বিয়ের অজুহাতে?

কাজকর্ম বিশেষ নেই, 'হ্যাপি ফির ভাগ জায়েগী'র পর এই 'কলঙ্ক'। লাইমলাইটও বিশেষ নেই। কিন্তু কোথাও তো একটু ফুটেজ পেতে হবে? তাই বিয়েই সই! খুল্লামখুল্লা নিজের বিয়ের ঘোষণা করে দিলেন সোনাক্ষী সিন্হা। দাবি, আলিয়া ও বরুণের আগেই বিয়ের মণ্ডপে বসে যাবেন তিনি। একদম ঢাকঢোল পিটিয়ে! এখন শুধু পছন্দের মানুষ পেলেই হল। একে বলে গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল! বিয়ের পাত্রই বাছা নেই কিন্তু বিয়ের গল্প রয়েছে ষোল আনা। ফুটেজ়ের জন্য মানুষ কী না করে বাবা!

কউন হ্যায় উয়ো?

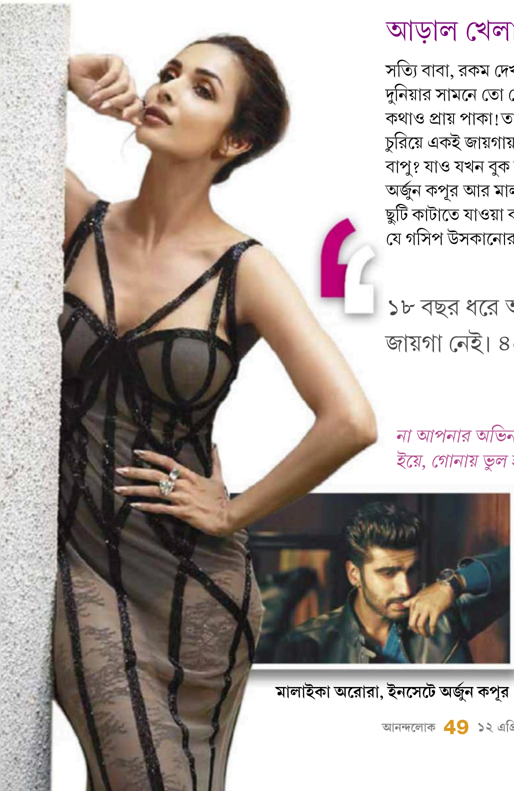
বলিউডের ইয়ং ব্রিগেডের হার্ট থ্রব এক নায়ক, দুই নায়িকা। নায়কের বুক জুড়ে আছেন কোন নায়িকা? উফ কী অসহ্য সাসপেন্স! নায়ক মুচকি হেসে কবুল করলেন, প্রেমিকার নামের শেষ অক্ষর 'এ'। ব্যস, গোটা মিডিয়ায় ঝড় উঠে গেল। নায়কের নাম কার্তিক আরিয়ান, নায়িকাদ্বয়? সারা আলি খান ও অনন্যা পাণ্ডে। সারা-অনন্যা দু'জনেরই নামের শেষই যে 'এ' দিয়ে! তাহলে কি সারা? তাহলে কি অনন্যা? কে কার্তিক আরিয়ানের প্রেয়সী? ভোট অবশ্য অনন্যার দিকেই বেশি! খবর, দু'জনে গোপনে ডেটিং শুরুও করেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজ নয় বাবা। সারার সঙ্গেও 'লভ আজ কল ২'-এর শুটিং করতে গিয়েও কার্তিকের ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে এমনটাও শোনা যাচ্ছে! তাতে আবার অনন্যার গোঁসা! এদিকে অনন্যার বেশি কাছে গেলে সারার অভিমান! মা গো...বাকিরা যে জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে গেল কার্তিক।

সারা আলি খান, কার্তিক আরিয়ান, অনন্যা পাণ্ডে

আড়াল খেলা!

সত্যি বাবা, রকম দেখলে অবাক লাগে। গোটা দুনিয়ার সামনে তো প্রেমের খবর ফাঁস! বিয়ের কথাও প্রায় পাকা! তাহলে আবার লুকিয়ে-চুরিয়ে একই জায়গায় ছুটি কাটাতে যাওয়া কেন বাপু? যাও যখন বুক ঠুকে খোলাখুলি যাও। অর্জুন কপূর আর মালাইকা অরোরার মলদ্বীপে ছুটি কাটাতে যাওয়া কতটা যে ছুটি আর কতটা যে গসিপ উসকানোর চেষ্টা, তা নিয়ে বেশ প্রশ্ন জাগে মনে। এক জায়গায় যাওয়া, তারপর আলাদা- আলাদা ছবি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা তাঁরা মোটেই একসঙ্গে নেই। কেউ তা নিয়ে উচ্চবাচ্য না করলে নিজেরাই 'বেড়াতে গেলাম', 'কী ভাল ঘুরলাম' নানা পোস্টও দিচ্ছেন। আরে, ঘাসে মুখ দিয়ে চলে নাকি লোক? একই জায়গায় আলাদা ছবি দিলেই কি আলাদা বেড়াতে যাওয়া প্রমাণ হয়? নাকি প্রমাণ করার ছুতোয় আসলে মিডিয়াকে অনুচ্চারে বলতে চাওয়া, 'একটু ফুটেজ দাও গো'!


মালাইকা অরোরা, ইনসেটে অর্জুন কপূর

"১৮ বছর ধরে আমি অভিনয় করছি। আমার অভিনয় নিয়ে কোনও প্রশ্নের জায়গা নেই। ৪৫টি ছবিতে অভিনয় করেছি, ২৬-২৭টা পুরস্কারও পেয়েছি।"

বিবেক ওবেরয়

না আপনার অভিনয় নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুলছি না। কিন্তু ২৬-২৭টা পুরস্কার! ইয়ে, গোনায় ভুল হয়ে গেল নাকি অঙ্কটা নতুন করে শিখতে হবে...




ইন্ডাস্ট্রির বন্ধু? আমি এখানে বন্ধুত্ব করতে আসিনি: সোহিনী সরকার



মানসিক পরিবর্তন হয়েছে তাঁর। জীবনকে এখন দেখেন নৈর্ব্যক্তিকভাবে। **সোহিনী সরকার**-এর এই নতুন রূপ দেখে এলেন সায়ক বসু

ফোটো: সোমনাথ রায়

Q একটা ইন্টারভিউয়ের জন্য কী বেগটাই না পেতে হল! ফোন ধরছেন না, মেসেজের উত্তর নেই...

ফোন তো ধরি! আসলে ইন্টারভিউ দিতে ভাল লাগে না। সেই তো এক প্রশ্ন, এক উত্তর...

Q কিন্তু পাঠক জানতে চায় যে!

শুনুন, শেষ কয়েকদিন দামিনী বেণী বসু নামে একজনের কাছে একটা ওয়র্কশপ করলাম। ওটার পর থেকে আমার জীবনের কিছু দর্শন পালটেছে। আমার মনে হয়, কেউ যখন আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছেন, আমি যা বলছি, তাতে তিনি আমার প্রতি জাজমেন্টাল হচ্ছেন। যাঁরা পড়বেন, তাঁরাও হবেন। আমি সেটা চাই না। লোকে কী ভাবল, তাতে আমার যায় আসে। এদিকে আমি প্রিটেন্ড করে মিথ্যেও বলতে পারব না। ফলে চুপ করে থাকাই শ্রেয়...

Q নিজেকে বা নিজের অভিনয়কে কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

করি না। আমি কুৎসিত হই বা সুন্দর, খারাপ হই বা ভালো... সেটা আমিই! আর করেছি তো ১০-১২ টা সিনেমা! কী অভিজ্ঞতা আমার যে, মূল্যায়ন করব? তবে নিজের কোনও অভিনয় আমার ভাল লাগে না। অনেকটা সময় ইন্ডাস্ট্রিতে থাকার পরে বুঝেছি, আমার মধ্যে আগে অভিনয়ের ক্রাফট কম ছিল, পিওরিটি বেশি ছিল। এখন ক্রাফট বাড়ছে... কিন্তু তার তো আবার কোনও শেষ নেই!

Q এই ক্রাফট কি যে-কোনও ধরনের কাজ করতে কনফিডেন্স দেয়?

যে-কোনও কাজ কেন বলছেন? কাজের কোয়ালিটির উপরে তো ক্রাফট নির্ভর করে! যেমন 'ভিঞ্চি দা'-তে আমার পার্ট খুব ছোট। কিন্তু 'জয়ী' বলে চরিত্রটা তোতলায়। আমি এই তোতলামিটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলাম। এই চ্যালেঞ্জটা আমার ক্রাফট উন্নত করেছে।

Q যে-কোনও কাজ বলতে আমি ওই 'রেসিডেনশিয়াল প্রোজেক্ট'-টার কথা বলছিলাম... যেখানে ফ্ল্যাট বিক্রির জন্য 'ধনধান্য পুষ্পেভরা' গানটির প্যারডি করা নিয়ে প্রবল বিতর্ক হল...

আচ্ছা, টাকার বিনিময়ে উৎকর্ষহীন কাজ করার কথা বলছেন? আসলে জীবনে টাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। যদিও আমি টাকার জন্য কাজের মানের সঙ্গে কখনও কম্প্রোমাইজ় করিনি! আমি কিন্তু এই প্রোজেক্টটা নিয়ে চিন্তায় ছিলাম। মনে হত, মানুষ ঠকবে না তো? অথচ শেষে প্যারডিটা কাঠগড়ায় দাঁড়াল। তবে আমার দেশাত্মবোধ অত ঠুনকো নয়। আর যারা বিতর্ক তৈরি করেছে, তারা জানেই না, আমাদের সাহিত্যে প্যারডির ঐতিহ্য কতটা পুরনো। আর আমাদের যাবতীয় বিপ্লব সোশ্যাল মিডিয়াতেই সীমাবদ্ধ। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ তো প্রায় লাগিয়েই দিয়েছিলাম আমরা। পুরোটাই ভড়ংবাজি। রাস্তা নোংরা করব, বিদেশিরা বেড়াতে এলে হ্যারাস করব, বিদেশের পর্যটনশিল্প ভারতীয়দের 'নোংরা' বলবে, তাতে কিছু যাবে আসবে না, অথচ একটা প্যারডিতে দেশ ছোট হয়ে যাবে!

Q আপনার ইন্ডাস্ট্রির বন্ধুরাই কিন্তু তেড়ে এসেছিলেন গানটা শুনে...

ইন্ডাস্ট্রির বন্ধু? (হাসি) আমি এখানে বন্ধুত্ব করতে আসিনি। আর আমার মনেও হয় না একটা বয়সের পরে বন্ধুত্ব হয় বলে। এমনকী আমার সঙ্গে যদি একজনের নাটক, সিনেমা দেখার বা মনের মিল হয়, তা হলেও যে সে আমার বন্ধু হবে, এমনটা নয় কিন্তু। আমার যে প্রিয় বন্ধু, তার সঙ্গে আমার ক্রিয়েটিভ কোনও আদানপ্রদান নেই। অথচ আমি তার সামনে উলঙ্গ প্রায়। সে আমার চোখে পিচুটি বা নাকে নোংরা দেখে আমাকে জাজ করে না।

এই জাজ করার ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেন না, না?

পছন্দ করি না। তাই কিছুতে নাক গলাই না।

এই ঔদাসীন্যের কারণ কি আপনার বাবা-মায়ের সেপারেশন?

না-না। বাবা-মায়ের সেপারেশন পৃথিবীর অন্যতম ভাল কাজগুলোর মধ্যে একটা! পাঁচ-ছ'বছর আগে হয়েছে বটে, কিন্তু আমি ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি ওদের ঝামেলা। এখন যেমন মা একা থাকে, আমি একা আর বাবা অন্য জায়গায়। মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, বাবার সঙ্গে নেই। আসলে কী জানেন তো, জীবনের বিভিন্ন সময় আমার নানা মানসিক পরিবর্তন এসেছে। একটা সময় আমি ভীষণ ইনডিসিপ্লিনড ছিলাম। এর জন্য আমাকে নাটকের দল থেকে বেরও করে দেওয়া হয়েছিল। তবে ২০০৮ সালে 'চেতনা'য় যাওয়ার পর থেকে আমি গ্রুপ-এ বিশ্বাস করতে শুরু করি। ২০১৩-'১৪ সালেও একটা মানসিক টানাপড়েনের পরে বুঝতে পারি, জীবনে ব্যালেন্স করে চলা জরুরি। তাই কনশাসলি অনেক কিছু থেকে দূরে থেকেছি। ইন্সটিংক্টকে চাপা দিয়েছি। আবার ২০১৮ সালের পরও একটা পরিবর্তন এসেছে...

এখন পরিবর্তনটা কী রকম?

নিজের ইচ্ছেয় চলার। আর এখন আমি সবাইকে নিরপেক্ষভাবে দূর থেকে দেখতে পারি। ঠিক-ভুল বুঝতে পারি। সেখানে আমার ক্লোজ়নেস ম্যাটার করে না। এমনকী, সেটা নিজের ক্ষেত্রেও।

এই যে সোহিনীকে সবাই সৃজিত, অরিন্দম, বিরসার মিউজ় বলে, এটা আপনি কীভাবে দেখেন?



বেড়াতে গিয়ে একেবারে ঘরের মেয়ে হয়ে যান সোহিনী

মিউজ় হিসেবে কেউ যদি আমাকে বা আমার অভিনয়কে পছন্দ করেন এবং সিনেমায় কাস্ট করেন, একটা স্বপ্না বর্মণের চরিত্র দেন, তাতে তো আমার খুশি হওয়ারই কথা!

এই পরিবর্তনের নতুন সংযোজন কি বেড়াতে যাওয়া?

আসলে ছোটবেলা থেকেই পোকাটা ছিল। বাবা-মায়ের সঙ্গে তো কনডাক্টেড টুর ছাড়া কিছু হত না! আমি কলকাতার মধ্যেই নিজের মতো করে হাঁটতাম। একদিন দমদম নাগের বাজার থেকে হেঁটে ব্যারাকপুর অবধি চলে গিয়েছিলাম। এখনও আমি গাড়ি নিয়ে যে-কোনও নতুন রাস্তায় ঢুকে পড়ি। এর জন্য বহু সরু রাস্তায় ফেঁসেও গিয়েছি! পরিবর্তনটা এল ২০১৪ সালে। এমন একজনের সঙ্গে আলাপ হল, সে ছবি দেখিয়ে, ভিডিয়ো দেখিয়ে বেড়ানোর একটা নতুন সংজ্ঞা দিল আমার কাছে। ব্যস, তারপর থেকেই...

অজানার সন্ধানে?

একদম! অচেনা জায়গা এক্সপ্লোর করতে যে কী ভাল লাগে? আমি তো ওই সময় একদিন হঠাৎ সন্ধেবেলা বাস চেপে শিলিগুড়ি চলে গিয়েছিলাম। হাতে জাস্ট একটা ব্যাগ আর তাতে একটা সোয়েটার! পরেরদিন দার্জিলিংয়ে পৌঁছে একজন ছেলের সঙ্গে আলাপ হল, আমিন। গাইডের কাজ করে। সন্ধেবেলা গ্লেনারিজ়ে রাম খেয়ে ঠিক করে ফেলি সান্দাকফু চলে যাব। ব্যস, ওর জামা নিয়ে, ওর সঙ্গে গিয়ে ঘুরে এলাম।



প্রকৃতির মাঝে

আমরা এক ঘরে থেকেওছি। কোনও চাপ হয়নি। দার্জিলিংয়ে ফিরে ওর বাড়ি গেলাম, ওর দুটো কিউট বাচ্চা আছে, ওর বউয়ের সঙ্গে মজা করলাম... বলতে পারেন ওটাই আমার প্রথম সোলো ট্রিপ! আরে আমার অ্যাটিটিউডটাই তো 'লড়কে লেঙ্গে...'

তারপর থেকে তো প্রতি বছর যান...

হ্যাঁ, এই তো কিছুদিন আগে অরুণাচল প্রদেশ ঘুরে এলাম। সেখানে থেম্বাং বলে একটা জায়গা আছে। কোনও টুরিস্ট যায় না। ওখানে যাদের বাড়িতে ছিলাম, ওদের সঙ্গে ফসল তুলেছি, চাষ করেছি...

আচ্ছা এটা কি একাকিত্ব কাটানোর একটা উপায়?

রিল্যাক্সড লাগে। কেউ আমাকে চেনে না। মেকআপ নেই, প্রিটেনশন নেই। পরিবর্তনের কথা হচ্ছিল না? আমি জীবনে খুব ফ্ল্যাট একটা মোডে থাকতে চাই। আগে আমি ডুয়েল পার্সোনালিটিতে ভুগতাম। স্কুলে ভীষণ চঞ্চল ছিলাম। ক্লাসে সুস্মিতা বলে খুব শান্ত একটা মেয়ে ছিল। আমার মনে হত, ওর মতো হব! দিনকয়েক চুপ করে থাকতাম। খুব ক্রাইসিস চলত। হার্টবিট বেড়ে যেত। পরে বুঝেছি ওটা আমার ছদ্ম। এমনকী এই 'লড়কে লেঙ্গে' অ্যাটিটিউডটাও হয়তো একটা শিল্ড। ঘোরাটা আমার এই নৈর্ব্যক্তিক সত্তাটা খুঁজে দিয়েছে।

আপনার রিলেশনশিপ স্টেটাস কী এখন?

খুব কমপ্লিকেটেড প্রশ্ন। এখন সিঙ্গল আছি। কিন্তু এমন হতেই পারে, এই ইন্টারভিউ বেরোনোর সময় কারও সঙ্গে ডেটে চলে গেলাম। ফলে আর প্রাসঙ্গিকতা থাকবে না!

সকলে তো বলেন, সম্পর্কে জড়ালে আপনি প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন! বয়ফ্রেন্ডের ইচ্ছেগুলোকে নিজের করে নেন, এই বেড়াতে যাওয়ার অভ্যেসটা যেমন...

আগে হতাম! আমার এক বয়ফ্রেন্ড ফসিলসের ভক্ত ছিল বলে, আমি মারাত্মকভাবে ফসিলসের গান শুনতাম। গিটার বাজানোর শখও হয়েছে। নেচার ফোটোগ্রাফি... কিন্তু বুঝেছি, ওগুলো আমার কম্মো নয়।

আপনি বর্ণবিদ্বেষ বা কাস্টিং কাউচের শিকার হয়েছেন?

বর্ণবিদ্বেষের শিকার হইনি। তবে কাস্টিং কাউচ ঠিক বলব না, খারাপ স্পর্শ পেয়েছি। দেখুন, আমার ছেলে বন্ধু বরাবরই বেশি। এমনকী, আমার প্রথম পিরিয়ডসের সময় এক ছেলে বন্ধুই আমাকে সাহায্য করেছিল। কিন্তু ওই স্পর্শগুলো আমাকে ভীষণ ধাক্কা দিয়েছিল। আমি পোশাক নিয়ে কনশাস হয়ে যেতাম। ডিপ্রেশনে চলে গিয়েছি। কিন্তু পরে বুঝেছি, নোংরাটা মানুষের মনে।

এখন কাটিয়ে উঠেছেন তো?

হ্যাঁ, থ্যাঙ্কস টু আমার সাইক্রিয়াটিস্ট! এখনও মন খারাপ হলে বারবার ওঁর কাছেই চলে যাই।

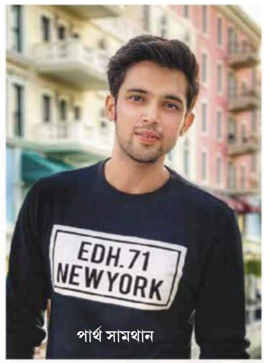

দিতিপ্রিয়া রায়

ভীষণ বিরক্ত

বেজায় গরম পড়েছে। তাই সুইমসুট পরে জলের তলায় নেমেছিলেন 'রাণী রাসমণি', থুড়ি দিতিপ্রিয়া রায়। রুপোলি পরদার জৌলুসের চোটে ভক্তদের চোখ বোধহয় কিঞ্চিৎ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। দিতিপ্রিয়া সেই ছবি পোস্ট করতে অনেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তাঁর উপর। কেউ পরদার রাসমণির এহেন 'অনুচিত' আচরণে বেজায় অবাক হয়েছেন, কেউ বা আবার একধাপ এগিয়ে লিখেই ফেলেছেন, 'রাসমণি, এগুলো কী করছ মা'! বিরক্ত দিতিপ্রিয়া বলে ফেললেন, ''সিরিয়ালের বাইরে আমার নিজের জীবনটা আমি নিজের মতো করে এনজয় করি। লোকে যেন গুলিয়ে না ফেলেন যে, কোনটা অনস্ক্রিন আর কোনটা অফস্ক্রিন। আর কী পরছি, সেটা তো আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'' তবে তাঁর 'রাসমণি' রূপ যে মানুষের উপর বেশ প্রভাব ফেলেছে, সেটা কিন্তু এই ঘটনায় বোঝা যাচ্ছে।

হোম, সুইট হোম!

কাজের সূত্রে বেশ কিছুদিন ধরেই মুম্বইতে থাকছিলেন 'কসৌটি জ়িন্দেগি কে'র অনুরাগ, মানে পার্থ সামথান। তা যতই কাজ করুন, মন তাঁর পড়েছিল বাড়িতেই। বারবার বাড়ির কথা বলতেনও। এমনিতেই বেশ কিছুদিন ধরে পার্থর ইচ্ছে ছিল মুম্বইতে তাঁর 'হোম সুইট হোম'-এর স্বপ্নটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পূরণ করে ফেলবেন। অবশেষে নিজের একটি বাড়ি কিনে ফেলেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, নতুন বাড়িটি উপহার দিয়েছেন তাঁর বাবা-মাকে। বাড়ি কেনার নিউ ইয়ার রেজ়োলিউশনটি এত তাড়াতাড়ি পূরণ করতে পেরে স্বভাবতই বেজায় খুশি পার্থ। এবার প্ল্যান দামী একটি গাড়ি কেনার।



পার্থ সামথান

পোড়া কপাল!

বাক্স ছেড়ে পা রেখেছিলেন বড় পরদায়। 'গোল্ড'-এর সাফল্যের পর পরবর্তী সিনেমা 'রোমিয়ো আকবর ওয়াল্টার' বা 'র'-এর জোরদার প্রচারেও নেমেছিলেন মৌনী রায়। তবে কিনা সুখ বেশিদিন সয় না। প্রথমে আকাশ অম্বানীর বিয়ের বিতর্কে জোরদার প্যাঁচে পড়েছিলেন তিনি। এবার সরাসরি চলে যেতে হল হাসপাতালে। জানা গিয়েছে, ছবির প্রচার মুলতুবি রেখে মৌনী আপাতত হাসপাতালের বিছানায় বন্দি। কনুইয়ের হাড়ের চোটে নাকি নিতান্ত কাবু হয়ে পড়েছেন অভিনেত্রী। একেই বলে পোড়া কপাল!


মৌনী রায়

কাজপাগল বিক্রম

বিশ্রাম নিতে ভালবাসেন না বিক্রম চট্টোপাধ্যায়। ব্যস্ত শেডিউল তাঁর পছন্দের। তবে কাজপাগল অভিনেতাকেও যেতে হয়েছিল 'খারাপ' সময়ের মধ্যে দিয়ে। 'সাত পাকে বাঁধা' ও 'এলার চার অধ্যায়'-এর পর প্রায় সাত-আটমাস তাঁর হাতে কোনও কাজ ছিল না। তখন খারাপ লাগলেও নিজেকে গ্রুম করতেন। তবে কাজ করতে ভাল লাগলেও বিক্রমের বক্তব্য, ''আমাদের শুটের শেডিউল যখন-তখন পড়ে যায়। কাজ করতে ভালবাসলেও, ব্রেক তো দরকার হয়। আমাদের হঠাৎ করে ছুটি নেওয়া যায় না।'' তবে ধারাবাহিকের চাপ সামলেও নিজের জন্য সময় বের করতে জানেন বিক্রম। তাই সামান্য অবসর পেলেই চলে যান ঘুরতে। ঠিক যেমন মাসদুয়েক আগেই চলে গিয়েছিলেন দার্জিলিং। এমনিতে প্রায়ই সিনেমা দেখেন তিনি, স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডাও দেন। তবে ''আমার কাছে বেড়ানোর কিন্তু কোনও অল্টারনেটিভ নেই,'' জানালেন 'ফাগুন বউ'-এর 'অয়নদীপ'।


বিক্রম চট্টোপাধ্যায়



দ্বৈপায়ন ও পায়েল,
ইনসেটে মেরাক

নতুন অতিথি

বিয়ের সাত বছর পর মা হলেন অভিনেত্রী পায়েল দে। গত ৩ এপ্রিল ফুটফুটে এক পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন তিনি। বাবা হতে পেরে আনন্দে ভাসছেন 'ইচ্ছেনদী'র 'পিকলু' ওরফে দ্বৈপায়ন দাস। প্রথমবার বাবা হওয়ার অভিজ্ঞতা কেমন, জিজ্ঞেস করাতে দ্বৈপায়ন জানালেন, ''সকাল সাড়ে ছ'টায় অপারেশনের সময় আমি ওটি-তেই ছিলাম, ফলে সবটাই দেখলাম নিজের চোখে। টেনশন খুব একটা না হলেও কী হবে-কী হবে ব্যাপারটা ছিলই।'' স্বাভাবিকভাবেই এরপরের জীবনটা বেশ অন্যরকম হতে চলেছে বলে জানালেন তিনি। বেড়াতে ভালবাসেন পায়েল-দ্বৈপায়ন। লাদাখ গিয়েছিলেন যখন, তখনই প্যাংগং লেকের ধারে ছোট্ট একটা গ্রাম দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁরা। সেই গ্রামের নামেই ছেলের নাম রেখেছেন মেরাক। ছেলের জন্য রাত জাগার ভয় থাকলেও, হাসিমুখে সমস্ত চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি দম্পতি।

মৃত্যুমুখে...

হোলি পার্টিতে নিজের বন্ধুর সঙ্গে মনের সুখে রং খেলছিলেন ছোট পরদার জনপ্রিয় অভিনেত্রী জুহি পারমার। তবে আনন্দের অভিজ্ঞতাও যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে, সে সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না তাঁর। হোলির পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে জুহি জানিয়েছেন, হোলির রাতে আচমকাই তিনি অসুস্থ হয়ে বমি করতে শুরু করেন। নাকে বমি আটকে সে এক বিচ্ছিরি অবস্থা হয় জুহির। তিনি নিঃশ্বাসও নিতে পারছিলেন না। মনে হচ্ছিল, এ যাত্রায় মারা যাচ্ছেন। মৃত্যুর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে যাঁরা খারাপ আচরণ করেছে, তাদের ক্ষমা করে দিতেও শুরু করেন তিনি। জুহি মারা গেলে মেয়ে সামাইরার কী হবে, সেই চিন্তাও মাথায় চেপে বসে তাঁর। তবে কিছুই হয়নি এই যা রক্ষে। ভয়ের ধাক্কা সামলে আপাতত সুস্থ জুহি।



জুহি পারমার

স্বপ্ন-সফরে অঙ্কিতা

কিছুদিন আগে আনন্দলোক-কে 'জড়োয়ার ঝুমকো' খ্যাত অভিনেত্রী অঙ্কিতা মজুমদার জানিয়েছিলেন, তাঁর জীবন এখন 'সৌমিত্রময়'। গত জানুয়ারি মাসে সৌমিত্র পালকে বিয়ে করেছেন অঙ্কিতা। সৌমিত্রর সফটওয়্যার কোম্পানি আছে। এর মধ্যে সিনেমা, শুটিং সবকিছু একসঙ্গে সামলাতে-সামলাতে এমন অবস্থা হয়েছিল যে, হানিমুন সফরে সেস্যালসে যাওয়ার প্ল্যানটিও বাতিল করে দিতে হয়েছিল তাঁকে। তবে শেষমেশ সব সামলে নিজের জন্য একচিলতে সময় বের করতে পেরেছেন অঙ্কিতা। তবে এবার আর সেস্যালসে নয়, নতুন প্ল্যানে সুইটজ়ারল্যান্ড গেলেন নবদম্পতি। হানিমুনের মাঝে অঙ্কিতা আনন্দলোক-কে জানালেন, আগামী কয়েকটা দিন কেমন কাটবে, সেটা ভেবে তিনি খুব উত্তেজিত। সিনেমায় দেখা সুইটজ়ারল্যান্ড ছোটবেলা থেকেই তাঁর কাছে 'ড্রিম ডেস্টিনেশন'। এবারের চেক লিস্টে রেখেছেন জুরিখ, সেন্ট মরিজ়, ইন্টারলাকেন, লুসার্ন ও বার্ন। কাজের চিন্তা বাদ দিয়ে নির্ভেজাল ঘোরাঘুরি ও স্বামীর সঙ্গে একান্তে সময় কাটানোই আগামী ১৭ তারিখ পর্যন্ত লক্ষ্য অঙ্কিতার।



স্বামী সৌমিত্রর সঙ্গে অঙ্কিতা

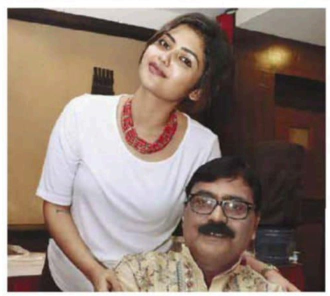
বিশ্বাস রাখেন পলিঅ্যামোরিতে। পছন্দ শিভ্যালরি। পুরুষের দোষ-গুণ নিয়ে খোলামেলা আড্ডায়

সায়নী ঘোষ

পুরুষের কোন গুণ পছন্দ?
শিভ্যালরি! এছাড়া চোখে চোখ রেখে যে পুরুষ কথা বলতে পারেন তাঁকে আমার বিশেষ পছন্দ। এটা একটা ভীষণ পজ়িটিভ জিনিস। আমাকে খুব নাড়া দেয়।

আর পুরুষের দোষ?
সুপিয়রিটি কমপ্লেক্স। মেয়েদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার একটা প্রবণতা থাকে তাদের মধ্যে। এটা আমি জাস্ট নিতে পারি না।

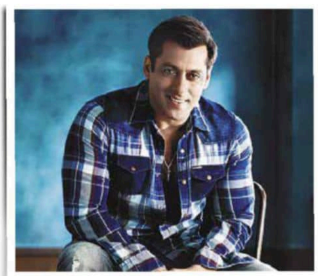
একটি প্রেম নাকি একাধিক...
পলিঅ্যামোরি! একাধিক প্রেম যে হওয়া



বাবার সঙ্গে সায়নী

একাধিক প্রেম হওয়া যে সম্ভব, আমি বিশ্বাস করি।





সলমন খান

সম্ভব, আমি বিশ্বাস করি। তবে সেটা প্রেমই, শোওয়ার কথা কিন্তু আমি বলছি না। ঠকানো নয়। একসঙ্গে দু'জনকে ভালবাসা যায়, দু'রকম ভাবে।

অনুপ্রেরণা যে পুরুষ...
বাবা আর দাদা আমার জীবনের অন্যতম অনুপ্রেরণা। আমার বাবা একজন ম্যান অফ স্টিল উইথ আ হার্ট অফ গোল্ড আর আমার দাদা আমাকে শিখিয়েছে সারল্য।

ইন্ডাস্ট্রির কাকে ভাল লাগে?
অবশ্যই সলমন খান, ওরকম পার্সোনালিটি নিয়ে একটা লোক নাকি সিঙ্গল! এছাড়া ঋত্বিক চক্রবর্তী... এটা কিন্তু শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভাললাগা, এমন একজন লোক যার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যায়।

এখন জীবনে প্রেম?
ঠিক জানি না, ওই যে পলিঅ্যামোরাস ব্যাপারটা। কাকে কখন কীভাবে ভাল লাগে বোঝা মুশকিল। বেশ কনফিউজ়ড আমি।

সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন: শ্রেয়া ঠাকুর

ও যে মানে না মানা...

উফ্‌ফ, এটা ইলেকশন না সিলেকশন? এই রে, স্লিপ অফ টাং হয়ে গেল মনে হয়... সে যাক গে, আসলে ভোটের বাদ্যি বাজতে না বাজতেই বাবু-বিবিরা যেভাবে অ্যাটিটিউডের মুকুট পরে জয়পতাকার মতো পতপত করে উড়তে শুরু করেছে, দেখে মনে হচ্ছে ময়দানে রণংদেহী হুঙ্কার ছাড়ার আগেই বিজয়মিছিল বেরিয়ে যাবে। না-না, মুখে অবশ্য তারা বিনয়ের অবতার। এই ঠা-ঠা রোদ্দুরে ট্যান হয়ে সাধারণস্য সাধারণ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! কিন্তু বিকেলের পরেই তো তাদের তারকাখচিত গ্ল্যামার আর অ্যাটিটিউড ঝরে-ঝরে পড়ে। সেই অ্যাটিটিউড নিয়েই বোধ হয় সেদিন নাইটক্লাবে গিয়েছিল পূজ্যপাদ এবং তার সম্রাজ্ঞী। সারাদিনের ক্লান্তির পর একটু সুরাসুধায় নিমজ্জিত হতে... 'বোধ হয়' বলছি, কারণ সেখানে গিয়ে সূর্যসেনাকে দেখে পূজ্যপাদর মনের স্টারসত্তা উচ্চকোটিতে বিরাজ করতে শুরু করেছিল। সঙ্গে মদন-সত্তাও। দেখুন, মোহময় চোখে হালকা ফ্লার্ট কেউই খারাপ চোখে দেখে না। বিশেষ করে পাত্র যখন পূজ্যপাদ, তখন মনে কুসঙ্কেত আনা আরওই উচিত নয় কিন্তু এ কী করল পূজ্য? সূর্যসেনার সেনাপতি হওয়ার জন্য কিনা জনসমক্ষে অপমান করে ফেলল খোদ সম্রাজ্ঞীকে? সম্রাজ্ঞী নাকি একটা বিজ্ঞাপনের কাজ পেয়েছে পূজ্যর জন্যই? তাও যা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল... শুনে তো আমার ভালবাসার উপর থেকে বিশ্বাস উঠব-উঠব করছিল! কিন্তু উঠল না সম্রাজ্ঞীর করুণ মুখখানা দেখে। অপমানিত হয়েছে বুঝেও যেভাবে হাসিমুকে ম্যানেজ করল... আমার সাক্ষাৎ নিরূপাদেবীর কথা মনে হচ্ছিল। পরে কী বলল জানেন? ''আঙুর, এই সময় ওর কথায় অত রাগ করলে চলে? রোদে ঘুরে-ঘুরে যে বেচারার চাঁদি সেদ্ধ হওয়ার জোগাড়!''

অবশ্য সবকিছু তো রোদ্দুরে ঘুরে হচ্ছে না, এসি ঘরেও হচ্ছে! এই যে মিস আমিআমি সারাদিন ফ্রুটজুস আর ডাবের জল খেয়ে ঘুরছে... কে জানত ওর আসলে জগের জল পছন্দ! আঁতকে উঠবেন না। সত্যি-সত্যি আমিআমি জগের জলে মেতেছে। প্রকাশ্যে নয় অবশ্য... সারাদিন মাঠে-ঘাটে ঘোরাঘুরি পর মেয়েরও তো একটু সাধারণ হতে ইচ্ছে করে! আর জগের চেয়ে সাধারণ আর কী হতে পারে! তাই দিনের শেষে ঘরে যখন একটু রিল্যাক্স করতে ইচ্ছে করে, তখন শুধু ঘরে থাকে সে আর জগ। তেষ্টাও মেটে, পরিকল্পনাও হয়! কিন্তু এ কী আর চাপা থাকার বিষয়... এই নির্বাচনের বাজারে বাতাস থেকে দেওয়াল সক্কলের কান বড় প্রখর। তাই তো চার দেওয়ালের কথা চট করে চলে গিয়েছে রূপবানদাদার কানে! রূপবানদাদার আবার আমিআমির উপর খুব প্রভাব। শুনেছি, দিল্লিগামী প্লেনের টিকিটটি ধরাতে বোর্ডিং পাসের লাইনের শুরুতে আমিআমিকে তিনিই দাঁড় করিয়েছিলেন। কিন্তু এখন আমিআমির জগপ্রীতি রূপবানদাদার আগ্রহে জল ঢেলেছে।

অবশ্য রাগ হওয়াটা স্বাভাবিক। আমারও কি কম হয়েছিল মিস দৌহিত্রীর কাণ্ডকারখানা দেখে? আমি নিজেকে যথেষ্ট মুক্ত বলে মনে করি। নিজের শর্তে বাঁচি। কিন্তু মিস দৌহিত্রী তো সব্বাইকে বলে-বলে গোল দিচ্ছে! না হলে কেউ তিনজন মুশকো ছেলের সঙ্গে একা স্ট্রিপ-কর্মে মাতে? আমি নিজে অবশ্য এইসব কাণ্ড মোটেও করতাম না। কিন্তু দৌহিত্রী ডাকলে, আমি তিন হট বড়ের সঙ্গে ওর ফর্মাটা একটু চাক্ষুস করে আসতাম আর কী। মা জননীর পারফরম্যান্স তো রীতিমতো লেজেন্ডের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে ইন্ডাস্ট্রিতে! অবশ্য কিংবদন্তির সংখ্যা এখানে কিছু কমও নয়। ঝিনুকমালার প্রেমলীলা কি কম লীলাখেলা সৃষ্টি করেছে? ঝিনুক দেখে বুঝেছি, হাতে ওর সবসময় স্বয়ংবরের মালা... পছন্দ হতে না হতেই গলায় পরিয়ে দেয়। কিন্তু এটুকুতেই যদি সীমাবদ্ধ থাকত, ঝিনুকের কাছের লোকেই রাষ্ট্র করে বেড়াচ্ছে, মা নাকি ডান্সিং কার খেলায় বিশেষ পারদর্শী। বাড়ির পার্কিংলট হোক বা বাইপাস, গাড়ি দাঁড় করানোর জায়গা পেলেই হল। আমার আশঙ্কা শুধু একটাই... কোনদিন গাড়ির জানলা থেকে ঝিনুকমালার জামা না চুরি হয়ে যায়! ডিজ়াইনার ওয়্যার বলে কথা...

লেটেস্ট গসিপ নিয়ে আনন্দলোকে হাজির সোশ্যালাইট মিস আঙুরলতা



চোখে সিনেমা, মনে মিষ্টি!

এবছরটা বাংলা সিনেমার ১০০ বছর উদ্‌যাপনের! আর সেই উৎসবে সামিল হতে গিয়ে মিষ্টি মুখ না করলে কি চলে? তা-ও আবার যে-সে মিষ্টি নয়, এ হল 'সিনেমিষ্টি'! বুঝলেন না তো? আসলে আনন্দলোক-এর উদ্যোগে গত ১০০ বছরের বিখ্যাত ১২টি সিনেমার থিম অনুসারে ক্যাডবেরি সহযোগে মিষ্টি বানানোর চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছিল রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ৪১টি বিখ্যাত মিষ্টি প্রস্তুতকারক সংস্থাকে। আর তাঁদের সৌজন্যে 'মেঘে ঢাকা তারা', 'সপ্তপদী', 'ভূতের ভবিষ্যৎ'... নামগুলি কিন্তু এখন থেকে আর শুধু আপনার প্রিয় সিনেমার নয়, প্রিয় মিষ্টিরও বটে! আর এক ছাদের তলায় সেই সব সিনেমা দেখতে-দেখতে সমনামী মিষ্টিগুলিও যদি চেখে দেখতে চান, তাহলে অপেক্ষা করুন ২৭ এপ্রিলের জন্য। সেদিন 'ক্যাডবেরি মিষ্টি সেরা সৃষ্টি' উৎসবে যোগ দিলে, পেয়ে যাবেন আনন্দলোক-এর বিশেষ সংখ্যা, 'চোখে সিনেমা, মনে মিষ্টি!' বাঙালির আর কী চাই?





'ভূতের ভবিষ্যৎ' ও 'গুগাবাবা' মিষ্টি। সঙ্গে ছবির পোস্টার



অঞ্জন দত্ত

অঞ্জনের সঙ্গে আবির?

তিনি এক দায়িত্বহীন বাবা। যে সময় পরিবারের তাঁকে প্রয়োজন ছিল, সেই সময় তিনি সব ছেড়েছুড়ে বাইরে চলে যান। যখন তাঁর জ্ঞানবোধ ফেরে এবং পরিবারের কাছে ফিরে আসেন, তখন তিনি জানতে পারেন, তাঁর স্ত্রী আর নেই। তাঁর ছেলে তাঁকে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারে না। এরকম একটি গল্প নিয়েই তৈরি হবে অঞ্জন দত্তের নতুন বাংলা ছবি 'নিকির বাবা হিরো'। ছবিতে পরিচালনার পাশাপাশি বাবার চরিত্রে অভিনয় করবেন অঞ্জন। তাঁর ছেলে অর্থাৎ 'নিকি'র চরিত্রে কাকে নেওয়া হবে তা এখনও ফাইনাল হয়নি। তবে পরিচালক এবং প্রযোজনা সংস্থার ইচ্ছে রয়েছে, এই চরিত্রে আবির চট্টোপাধ্যায় কিংবা অর্জুন চক্রবর্তীকে কাস্ট করার। অঞ্জনের এই ছবির খবর এক্সক্লুসিভলি প্রকাশিত হল আনন্দলোক-এ। গোটা টিমকে আমাদের তরফ থেকে অনেক শুভেচ্ছা।

রিয়ার ক্যামব্যাক

বেশ কিছুদিন পর বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে ফিরে এলেন রিয়া সেন। বিয়ে করার পর মুম্বইতে সেটল করেছিলেন । কিন্তু নিজের শহরে কাজ করবেন না এটা কখনও হয়? তাই হইচই-এর পরবর্তী ওয়েব সিরিজ় 'মিসম্যাচ ২' তে অন্যতম মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে। বিয়ে এবং কাজ কীভাবে ব্যালান্স করছেন জিজ্ঞেস করায়, বরের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন তিনি। জানালেন, "শিবম আমাকে অসম্ভব সাপোর্ট করে। আমার কেরিয়ারের উন্নতির পিছনে ওর ভূমিকা অনেক। আমাকে কাজ বেছে দেওয়া, অনস্ক্রিন কিসিং সিন নিয়ে উদ্বিগ্ন না হওয়া, সব ভাল গুণই ওর আছে। এর আগে এভাবে আমাকে কেউ গাইড করেনি। আই অ্যাম লাকি টু হ্যাভ হিম।"
রিয়ার হাতে বর্তমানে বেশ কয়েকটি হিন্দি ও বাংলা ওয়েব সিরিজ় রয়েছে, এছাড়া এবছর একটি বাংলা ছবির শুট শুরু করতে চলেছেন তিনি।



রিয়া সেন



ঋত্বিক চক্রবর্তী

ফোটো: তথাগত ঘোষ

★ একইদিনে দুটো

একইদিনে মুক্তি পেল ঋত্বিক চক্রবর্তী অভিনীত দুটো ছবি, ‘ভিঞ্চি দা’ ও ‘তারিখ’। আর এই নিয়ে যে তিনি খুব একটা খুশি নন, তা জানালেন স্বয়ং ঋত্বিক নিজেই। একটি অনুষ্ঠানে ঋত্বিক আনন্দলোক প্রতিনিধিকে জানান, ‘‘দুটোই খুব স্পেশ্যাল ছবি। আলাদা-আলাদা দিনে মুক্তি পেলে হয়তো ভাল লাগত। কিন্তু কী আর করা যাবে! এখন এত সংখ্যক বাংলা ছবি হচ্ছে যে, সোলো রিলিজ়ের আশা না করাই ভাল। তবে এটাও ঠিক যে দুটো ছবিই সম্পূর্ণ আলাদা জঁরের। তাই সাবজেক্ট ওয়াইজ়, দুটো ছবির ক্ল্যাশ হওয়ার কথা নয়।’’

পাভেল

★ ‘গুপি বাঘা’ নিয়ে টানাটানি

সন্দীপ রায়, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, দেব, সকলের একটা কমন ইচ্ছে ছিল। ‘গুপি বাঘা’ নিয়ে ছবি করা। তবে ঘটনাচক্রে এখনও কেউ-ই তাঁদের ইচ্ছেপূরণ করতে পারেননি। কিন্তু বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, ‘গুপি বাঘা’ হচ্ছে। আর যে প্রোডাকশন হাউজ় ছবিটি করতে চলেছে, তারা চাইছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছবির কাজ শুরু করতে। তাই তাদের হাতের দুটো প্রজেক্ট পিছিয়ে দিয়ে, ‘গুপি বাঘা’ নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে তারা। ছবির পরিচালক পাভেল। পুরোটাই নাকি অরিজিনাল স্ক্রিপ্ট এবং আগের গল্পের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। ছবির কাস্টিংয়ে নাকি নতুন মুখদেরই প্রাধান্য দেওয়া হবে। এই মাসের শেষের দিকেই নাকি ছবির কাজ শুরু হবে!


পি ভি সিন্ধু

অ্যামেচারিশ সিন্ধু

ঠিকঠাক স্ট্র্যাটেজি না থাকায় ২০১৯-এর মলয়েশিয়া ওপেনে কোরিয়ার সুং জি হুয়ানের কাছে থার্ড স্ট্রেট ম্যাচে খুব বাজেভাবে হেরে গেলেন পি ভি সিন্ধু। মাত্র ৪৩ মিনিটের মধ্যে ১৮-২১, ৭-২১ পয়েন্টে হার হয় তাঁর। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রথম থেকেই সিন্ধুর খেলা বেশ অ্যামেচারিশ মনে হচ্ছিল, শটে ছিল না কনফিডেন্স। একের পর এক ভুল শট মারায় শেষ রক্ষা আর হল না। দ্বিতীয় ম্যাচ থেকেই যে তিনি হাল ছাড়তে শুরু করেন তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অথচ এরকম কিন্তু হওয়ার কথা ছিল না, সুং এর ওয়র্ল্ড র‍্যাঙ্কিং ১০, যেখানে সিন্ধুর ৬। এ যেন ডেভিডের হাতে গোলাইথের হার।

নেমন্তন্ন

বিখ্যাত জার্মান ফুটবলার মেসুট ওজ়িল যে আমাদের কিং খানের ভক্ত, তা কে জানত! এই তো কিছুদিন আগের কথা, ইনস্টাগ্র্যামে শাহরুখের সঙ্গে তাঁর দল আর্সেনালের জার্সি নিয়ে একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন তিনি। শাহরুখকে আর্সেনাল ও নিউ কাসল ইউনাইটেডের ম্যাচ দেখাতে পেরে তিনি যে কত খুশি, সে কথা জানিয়েছিলেন সেখানে। শুধু তাই নয়, বলিউড কিংকে সম্মান জানাতে তিনি পোস্টের কিছু অংশ হিন্দিতেও লেখেন। পাল্টা কৃতজ্ঞতা জানাতে ভোলেননি শাহরুখও। ক্রিকেটের পাশাপাশি ফুটবলও সমান পছন্দের তাঁর। ফলে ওজ়িলকে ভারতে আসার আমন্ত্রণও জানিয়ে ফেলেছেন তিনি।


শাহরুখ-ওজ়িল

> আজ যে-কারণে অ্যান্ডারসন আমার সমালোচনা করছে, হয়তো পরে ও সেভাবেই কাউকে আউট করবে। ব্যাপারটা ক্রিকেটীয় আদর্শের মধ্যে রাখাটা অপ্রয়োজনীয়। আবারও বলছি, ক্রিকেটীয় আইনের মধ্যেই আমি আউট করেছিলাম।

রবিচন্দ্রন অশ্বিন (মাঁকড়ীয় আউটে বিতর্ক প্রসঙ্গে)


অশ্বিন


ঋষভ পন্থ


সত্যরূপ

গিনেস বুকে সত্যরূপ

বিশ্বরেকর্ড গড়ার তিন মাস পর অবশেষে মিলল স্বীকৃতি। গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম উঠল পর্বতারোহী সত্যরূপ সিদ্ধান্তের। সরকারিভাবে জানিয়ে দেওয়া হল যে, বিশ্বের কনিষ্ঠতম পর্বতারোহী হিসেবে সপ্ত শৃঙ্গ ও সপ্ত আগ্নেয়গিরি জয় করেছেন সত্যরূপই। গত জানুয়ারি মাসে অ্যান্টার্কটিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট সিডলের শীর্ষে পা রাখেন তিনি। তার আগেই অবশ্য গিনেস বুককে জানিয়ে দিয়েছিলেন নিজের শিখর জয়ের কথা। ত তিন মাস ধরে সত্যরূপ সিদ্ধান্তের বিশ্বরেকর্ড গিনেস বুকে নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া চলে। এতদিনে তা সফল হল।

স্বগতোক্তির ফাঁসে

'দিল্লি ক্যাপিটাল্‌স' আর 'কলকাতা নাইট রাইডার্স'-এর শনিবারের ম্যাচে বড়সড় ধাক্কা খেলেন ঋষভ পন্থ। চতুর্থ ওভারে রবিন উথাপা চার হাঁকানোর আগে স্টাম্প মাইকে শোনা গিয়েছে ঋষভের উত্তেজিত স্বগতোক্তি, 'ইয়ে তো অ্যাইসে ভি চউকা হোগা'। সোশ্যাল মিডিয়ায় তা প্রচার হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ম্যাচ ফিক্সিং-এর আরোপ লেগে যায় তাঁর উপর। দাবি ওঠে ঋষভ ইচ্ছে করে বল আটকানোর চেষ্টা করেননি, কারণ ম্যাচটা উনি ফিক্স করেছেন। ভাগ্যক্রমে বি সি সি আই তাঁর পাশে রয়েছে। বি সি সি আই জানায়, ঋষভের উত্তেজনাবশত করা মন্তব্যের ভুল অর্থ বের করা হচ্ছে।

জীবনের প্রথম কোরিওগ্রাফিতে ভুল করতে-করতে শেখার গল্প ভাগ করে নিলেন

তনুশ্রীশংকর



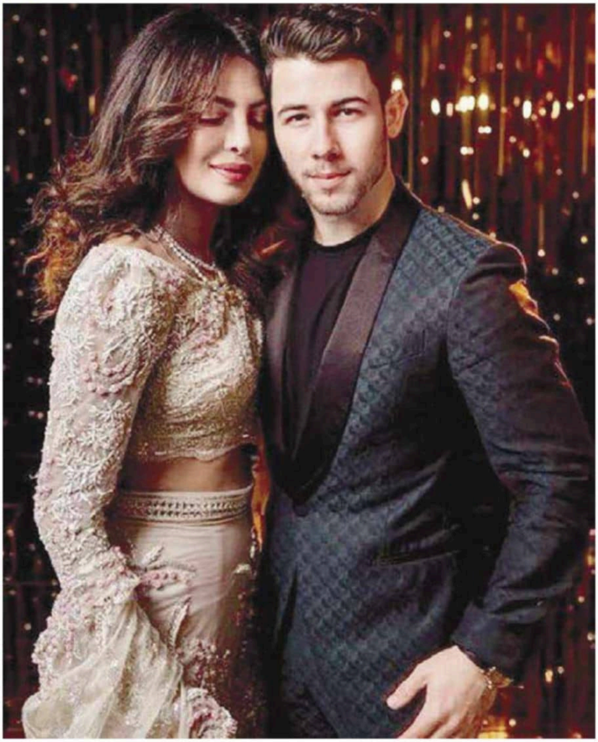
ছোটবেলা থেকেই নাচ আমার প্রিয়। আমার জন্ম, বড় হয়ে ওঠা এক আর্মি ডাক্তারের পরিবারে। দেশের নানা প্রান্তে ঘুরেছি ছোটবেলা থেকেই। নানা ভাষা, নানা কালচারের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। এখন আর্মিতে যেহেতু কসমোপোলিটান পরিবেশ, তাই সব অনুষ্ঠানই খুব জমাটিভাবে হয়। আর সেখানে আমি বরাবর নাচে অংশগ্রহণ করেছি। তখনও নাচ না শিখলেও নাচ করতে ভালবাসতাম। মনে আছে, তখন আমি ভীষণই ছোট, একবার পুজোয় আমি আর আমার এক বন্ধু স্টেজে নেচেছিলাম 'ধিতাং ধিতাং বোলে'র সঙ্গে। বলতে গেলে সেটাই ছোট্টবেলার প্রথম স্টেজ পারফরম্যান্স। তারপর বাবা যখন কলকাতায় পোস্টেড হলেন, তখন আমাকে উদয়শঙ্করের অ্যাকাডেমিতে ভর্তি করে দিলেন। সেই আমার প্রথম নাচ শেখার হাতেখড়ি। তারপর থেকে একটা সিস্টেম মেনে নাচ শেখা শুরু। আমার জীবনের প্রথম কোরিওগ্রাফি ১৯৭৬ সালে, লা মার্টিনিয়র ফর গার্লসের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে। তখন আমি কিছুই জানিনা কোরিওগ্রাফির। সেই যে বলে না, ভুল করতে-করতে শেখা... এই কাজটা আমার ঠিক তাই ছিল। একা হাতে পুরো অনুষ্ঠানের খসড়া করা, ৭০০-৮০০ বাচ্চাকে সামলানো, তাদের প্রত্যেককে আলাদা করে নাচের স্টেপস শেখানো। প্রথম কাজের অভিজ্ঞতা আমাকে বেশ অনেক কিছু শিখিয়েছিল। অস্বীকার করব না, প্রথম যখন কাজটা হাতে আসে, তখন আনন্দ (স্বামী) আমার হয়ে হ্যাঁ বলেছিলেন। আমি জানতে পেরে খুব নার্ভাস হয়ে যাই, খুব রেগেও যাই। আনন্দকে বলেছিলাম, "তুমি কেন হ্যাঁ বললে? আমি তো পারি না এসব করতে! আমাকে মা (অমলাশংকর) যা বলেন, আমি শো-তে গিয়ে তাই করি। আমার তো কোনও অভিজ্ঞতাই নেই।" কিন্তু আনন্দ বরাবরই খুব উৎসাহ দিতেন, উনি বলেছিলেন, "ঠিক আছে, তুমি চেষ্টা করো। সবকিছুরই একটা সূচনা থাকে। ভাল না হলে হবে না। কিন্তু না চেষ্টা করেই পারব না বলছ কেন?" সত্যিই তাই, এই কাজটা করতে গিয়ে আমার সাংঘাতিক ভাল ট্রেনিং হয়েছিল। আর একটা ব্যাপার, এটায় আনন্দ কোনও মিউজ়িক করেননি, করেছিলেন রবীন দাস বলে একজন। আনন্দ ইচ্ছে করেই করতে চাননি। বলেছিলেন, "আমি মিউজ়িক দিলে তুমি বড্ড বেশি নির্ভর করতে শুরু করবে। নিজে করো এটা।" নানারকম অনিশ্চয়তা, ভয় নিয়ে দায়িত্বটা নিই। তারপর যখন কাজটা ভাল হয়েছিল, তখন মনে হয়েছিল আমি একটা কিছু অ্যাচিভ করলাম। এমনকী, আমার কাজ সকলের এত ভাল লেগেছিল যে পরের বছরও আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় কোরিওগ্রাফির। প্রোফেশনালি প্রথম স্টেজ পারফরম্যান্স ঠিক তার দু'বছর পর, অর্থাৎ ১৯৭৮-এ। এই কাজটা আমি আর আনন্দ একসঙ্গে করেছিলাম। দিল্লিতে ডিপার্টমেন্ট অফ টুরিজ়ম থেকে এসেছিল প্রোজেক্টটা। ওদের একটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স হয়, নাম দ্য প্যাসিফিক এশিয়া ট্রাভেল অ্যাসোসিয়েশন (পাটা)। এই কনফারেন্সটা সেবার ভারতে হয়েছিল। আমাদের অনুষ্ঠান মাত্র ৪০-৪৫ মিনিটের ছিল, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা এটাকে মাল্টিমিডিয়া শো করেছিলাম। অর্থাৎ নাচ ছিল, স্লাইড ছিল, আরও নানারকম জিনিস হয়েছিল। আমাদের থিম ছিল 'ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া'। সত্যি কথা বলতে কী, মানুষের এত ভাল লেগেছিল যে আমরা স্ট্যান্ডিং ওভেশন পেয়েছিলাম। এখনও যখন কেউ-কেউ সেই কনফারেন্সের কথা বলেন, খুব ভাল লাগে। ওই দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকালে অন্যরকম অনুভূতি হয়।



১৯৭৮ সালে 'পাটা' কনফারেন্সে পারফর্ম করছেন তনুশ্রীশংকর

> প্রথম কাজে আনন্দ কোনও মিউজ়িক করেননি। বলেছিলেন, "আমি মিউজ়িক দিলে তুমি বড্ড বেশি নির্ভর করতে শুরু করবে, নিজে করো এটা।"

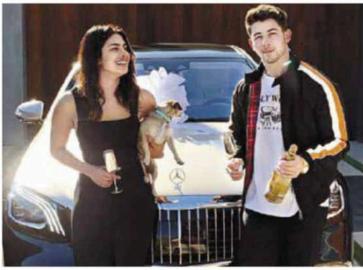
সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন: শ্রেয়া ঠাকুর



দাম্পত্যে মেঘ... এরই মধ্যে?

বিয়ে হয়েছে মাত্র চারমাস আগে। তার মধ্যেই প্রিয়ঙ্কা চোপড়া আর নিক জোনাসের দাম্পত্যে নাকি বিচ্ছেদের সুর শোনা যাচ্ছে! লিখছেন অংশুমিত্রা দত্ত

ইতিমধ্যেই নাকি ডিভোর্সের কথা চলছে প্রিয়ঙ্কা চোপড়া আর নিক জোনাসের! তেমনটাই খবর হাওয়ায়-হাওয়ায়। এই তো গত বছরের ডিসেম্বরে বিশাল আয়োজন করে তাঁরা দু'জনে এমন বিয়ে করলেন যে লোকজনের চোখ টেরিয়ে গেল। বিয়ে ঘোষণা করার পর থেকেই নিজেদের এনডর্স করা একটি-একটি ব্র্যান্ড ধরে-ধরে বিয়ের বিভিন্ন ইভেন্ট স্পনসর করিয়েছেন। গয়না থেকে পোশাক, ব্যাচেলর পার্টি, বরপক্ষের জন্য গিফ্‌ট, এমনকী বিয়ের আংটি পর্যন্ত স্পনসর করা! বিয়ের ছবির স্বত্ব এক মার্কিন চ্যানেল এবং পত্রিকাকে বিক্রি করেছেন ২.৫ মিলিয়ন ডলারে (ভারতীয় মুদ্রায় ১৮ কোটি টাকা)! বলিউডের সেলেবরা যখন বিদেশে গিয়ে বিয়ে সারছেন, সেখানে প্রিয়ঙ্কা আমেরিকার জোনাস পরিবার এবং তাঁর নিজের বিদেশি বন্ধুদের এদেশে নিয়ে এসে বিয়ে করেছেন ধুমধাম করে! সেক্ষেত্রে অবশ্যই নিক-প্রিয়ঙ্কার বিয়ে একটি নিজস্ব ব্র্যান্ড তো বটেই! কিন্তু বিয়ের পর নাকি প্রিয়ঙ্কা-নিকের মোটেই বনিবনা হচ্ছে না। জোনাস পরিবারও চাইছে এই বিয়ে ভেঙে যাক! এই তো জোনাস ব্রাদার্সের গানের ভিডিয়ো আলো করে থাকলেন প্রিয়ঙ্কা। প্রতিদিন নিক এবং তাঁর পরিবারের লোকজনের সঙ্গে হাস্যোজ্জ্বল ছবি দিচ্ছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। নিক জোনাসের কনসার্টে নিক চুমু ছুড়ে দিচ্ছেন স্ত্রীর দিকে, প্রিয়ঙ্কা 'মাই হাবি' বলে কোট দিয়ে বেড়াচ্ছেন সর্বত্র! অথচ জোনাস পরিবারের এক ঘনিষ্ঠের বক্তব্য, প্রিয়ঙ্কার তিরিক্ষি মেজাজ মেনে নিতে পারছেন না নিক। আর ২৬ বছর বয়সী নিকের ৩৬ বছর বয়সী স্ত্রী প্রিয়ঙ্কাকে যতটা ম্যাচিয়োর ভেবেছিল জোনাস পরিবার, হয়েছে ঠিক তার উল্টো। প্রিয়ঙ্কা নাকি এখনও কলেজের পার্টি অ্যানিমালের মতোই ব্যবহার করেন। আরও একটা ব্যাপার হয়েছে। নিকের প্রাক্তন বান্ধবী



পার্টি করছেন দু'জনে!



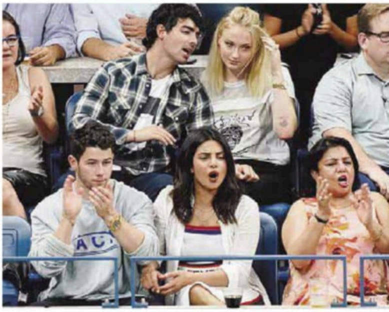
ইয়ট পার্টিতে জোনাস ভাইদের সঙ্গে প্রিয়ঙ্কা

মাইলি সাইরাস ফাঁস করে দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে এখনও যোগাযোগ আছে নিকের। নিজেদের পুরনো একটি ছবি মাইলি পাঠিয়েছিলেন নিককে। নিকও 'আহা কীসব দিন ছিল' বলে মিষ্টি উত্তর দিয়েছেন। সেই মেসেজালাপের স্ক্রিনশট পোস্ট করেছেন মাইলি। তাতে নিক কমেন্ট করেছেন 'অসাধারণ ছবি'। তা প্রিয়ঙ্কাও পিছিয়ে থাকেন কেন! তিনিও সটান কমেন্ট করে দিয়েছেন 'আমার বর ঠিকই বলেছে।



জোধপুর উমেদ ভবনে সেই রাজকীয় বিয়েতে দুই পরিবার

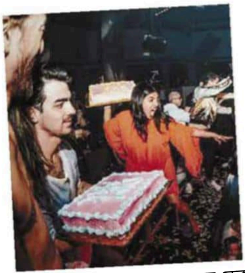
মাথা গরম হয়ে গেলে তিনি আবার নাকি জিনিসপত্র ছুড়ে মারেন নিককে! যদিও এসব কথা দেবা-দেবী কেউই স্বীকার করছেন না। উল্টে যারা এই বিচ্ছেদের কথা রটাচ্ছে, তাদের মুখ বন্ধ করতে একের পর এক হাসিমুখের ছবি পোস্ট করে চলেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। কিন্তু



খেলার মাঠে নিকের সঙ্গী প্রিয়ঙ্কা এবং মধু চোপড়া। আছেন সোফি আর জো-ও

প্রিয়ঙ্কাকে যতটা ম্যাচিয়োর ভেবেছিল জোনাস পরিবার, হয়েছে ঠিক উল্টো। তিনি নাকি কলেজের পার্টি অ্যানিমালের মতো ব্যবহার করেন!

ছবিগুলো দারুণ!' তা এতে কতটা পুড়েছে হৃদয়, ক্লাস ফাইভের শিশুও বুঝবে! আবার নিকের কনসার্টে এক মহিলাভক্ত তাঁর উদ্দেশে অন্তর্বাস ছুড়ে মেরেছিলেন ক'দিন আগে। তবে তা নিক অবধি পৌঁছয়নি। সর্বসমক্ষে সেই অন্তর্বাস কুড়িয়ে নিকের হাতে তুলে দিয়েছেন স্বয়ং প্রিয়ঙ্কা! এখন বিদেশে গিয়ে রকম-সকম বদলেছে ঠিকই, আদতে তো আমাদের পিগি চপস 'দেসি গার্ল'। এসব মেনে নেন কী করে!



জোনাস ব্রাদার্সের শো-তে ভক্তদের কেক ছুড়ছেন পি সি!

আসল ব্যাপারটা...যাই হোক নিক-প্রিয়ঙ্কা এই ঝড়-ঝাপটা কাটিয়ে উঠবেন, নাকি বিচ্ছেদের পথে হাঁটবেন, তা তো সময়ই বলবে।

আনন্দলোক
উৎকর্ষের সন্ধানে

আনন্দলোক-এর হাত ধরে, আপনি ও আপনার বিউটি পার্লারের প্রিয় গ্রাহক হয়ে উঠতে পারেন সেলেব্রিটি... রাতারাতি!



টিউলিপ লেডিজ় বিউটি পার্লার (হুগলি)
সুলগ্না চট্টোপাধ্যায়



গ্লোরিয়া লেডিজ় বিউটি পার্লার (হুগলি)
তনিমা সিংহ



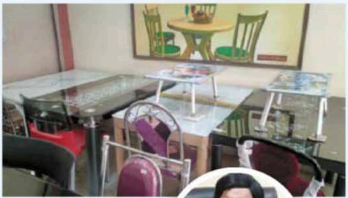
প্রীতিস আর্টিস্ট্রি (কাঁকুরগাছি)
তমন্না

'আনন্দলোক উৎকর্ষের সন্ধানে' প্রতিযোগিতায় আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে আমরা অভিভূত। আপনাদের প্রত্যেককে আনন্দলোক পরিবারের পক্ষ থেকে জানাই অনেক শুভেচ্ছা। এই প্রতিযোগিতার সূত্রে আপনার বিউটি পার্লারের যে সব গ্রাহক মেকওভার-এর পর হয়ে উঠলেন সেলেব্রিটি... রাতারাতি, তাঁদের অনেক-অনেক অভিনন্দন। ১২ মার্চ সংখ্যায় আয়োজিত প্রতিযোগিতায় যে-সব বিউটি পার্লার অংশগ্রহণ করেছিল, তাঁদের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি শত-শত এন্ট্রি। এত সংখ্যক প্রতিযোগীর মধ্যে থেকে সেরা বাছাটা নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। তা-ও বহু ঝাড়াই-বাছাইয়ের পর আনন্দলোক সম্পাদকীয় দফতর বেছে নিল সেরা তিনটি মেকওভার!

টিউলিপ লেডিজ় বিউটি পার্লার(হুগলি), গ্লোরিয়া লেডিজ় বিউটি পার্লার(হুগলি) ও প্রীতিস আর্টিস্ট্রি (কাঁকুরগাছি)... আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন, সঙ্গে অনেক-অনেক শুভেচ্ছা রইল সুলগ্না, তনিমা ও তমন্নার জন্য। আপনাদের ভবিষ্যৎ হোক আরও উজ্জ্বল!

সপ্তর্ষি

আর এন টেগোর রোড সিউড়ি বীরভূম
যোগাযোগঃ ৯৪৩৪৪৯৮৫৯০









১৯৯৮ সালে শ্রী নির্মল পাল যখন ফার্নিচারের ব্যবসা করতে এলেন তখন তাঁর প্রতিষ্ঠানের আয়তন ছিল মাত্র তিনশো স্কোয়ার ফুট। এখন সিউড়িতে তাঁর পরপর দু'টি শোরুম চারতলা বাড়ির আকারে। ন্যায্য দাম এবং আফটার সেলস সার্ভিসের জন্য 'সপ্তর্ষি' প্রতিষ্ঠানের সুনাম গ্রাহকের মুখে মুখে। সোফা সোফা কাম বেড ফোল্ডিং চেয়ার ডাইনিং টেবল আলমারি খাট টি টেবল ছাড়াও কাঠের এবং ফাইবারের বিভিন্ন ধরনের শৌখিন এবং প্রয়োজনীয় টেঁকসই আসবাবপত্রের বিশাল স্টক এবং ভ্যারাইটি এই প্রতিষ্ঠানে। ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানকে আয়তনে আরও বড় করে তোলার স্বপ্ন রয়েছে তাঁর। আশেপাশের সিউড়ি বোলপুর সাঁইথিয়ার অসংখ্য মানুষের নিয়মিত ভিড় এই প্রতিষ্ঠানে। শুভ নববর্ষের প্রীতি শুভেচ্ছা জানিয়ে







'আনন্দলোক' পত্রিকার সমস্ত পাঠককে তাঁর প্রতিষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন নির্মলবাবু।

রেনবো বুটিক

৫৫ ১১ নয়া সড়ক রোড শান্তি গার্লস হোস্টেলের কাছে জোড়াপুকুর গোরাবাজার বহরমপুর
যোগাযোগঃ ৯৬০৯১৪২৪৫৫





ছেলেবেলা থেকেই হাতের কাজের নেশা ছিল রেহানা বেগমের। বিয়ের পরে মেশিনে হাতে আরও নিত্যনতুন এমব্রয়ডারি কারুকাজ পেন্টিং শিখেছেন। বড় ছেলে আসরফ হোসেন আর ছোট ছেলে সারাফত্ একটু বড় হবার পরে ২০০২ সালে স্বামীর সহযোগিতায় নিজের 'রেনবো বুটিক' নামে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। সেই সময় শাড়িতে হ্যান্ডপেন্টিং শুরু করেন তিনি। এখন শাড়ি ছাড়াও সালোয়ার কামিজের পিস জ্যাকেট ব্লাউজের মধ্যে তিনি বিভিন্ন ডিজাইন করছেন। মানুষের রুচি এখন অনেকটাই বদলেছে। মানুষের পছন্দ অনুযায়ী বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের শাড়ি তিনি সরাসরি নিয়ে এসে গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেন অত্যন্ত ন্যায্য দামে। সেরা গুণমানের মেটিরিয়ালে কাজ হয় এখানে।





অত্যাধুনিক কালেকশনের মধ্যে ঢাকাই জামদানি মলমল তসর সিল্ক লিনেন কটন লিনেন কাতান সিল্ক বেনারসী তসর বেনারসী ঢাকাই জামদানির সম্ভারে গ্রাহক বারবার এখানে ফিরে আসবেনই। এছাড়াও এখানে বিভিন্ন ধরনের কস্টিউম জুয়েলারি পাওয়া যায়।



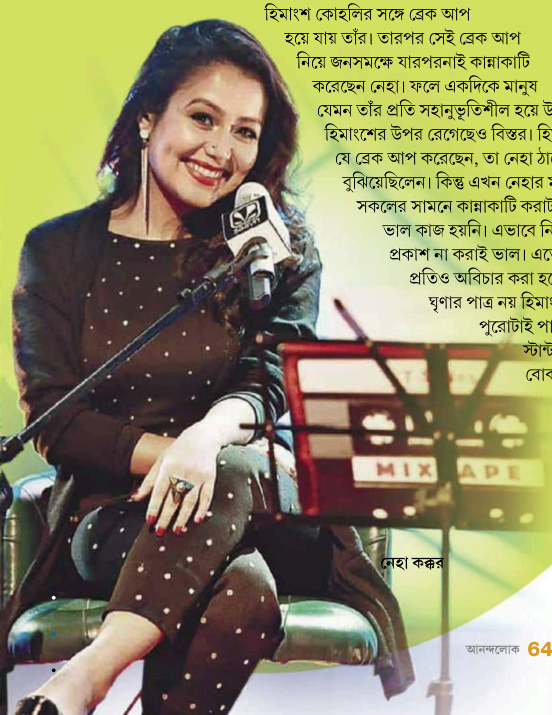
রূপঙ্কর

নতুন সিঙ্গল...

পরপর বেশ কয়েকটি সিনেমায় প্লেব্যাক করলেন রূপঙ্কর বাগচী। তার মধ্যে 'সোয়েটার'-এর গানটি বেরিয়েছে, আরও কয়েকটি বেরোবে। এরই মধ্যে নববর্ষে আসছে তাঁর নতুন সিঙ্গল 'বেমানান'। রূপঙ্কর নিজেই সুর দিয়েছেন সেই গানের। ফলে বছরের শুরুটা বেশ ভালই হল তাঁর। এমনকী, নববর্ষে শোয়ের জন্য শহরের বাইরে থাকবেন বলে, কিছুদিন আগে পরিবারের সঙ্গে ছোট্ট ছুটিও কাটিয়ে এলেন নেতারহাটে। যদিও রূপঙ্কর গোটাটাকেই রোজকার রুটিন কাজ বলে আখ্যা দিলেন। তাঁর বক্তব্য, ''আমি কিন্তু মোটেই অত ব্যস্ত নই। পরিবারকে যথেষ্ট সময় দিই। সেলেব্রিটিসুলভ ব্যাপারস্যাপার আমার নেই। প্রতি বছরই দোলের সময় ঘুরতে যেতে চাই বলে এবার নেতারহাট ঘুরে এলাম। আর সিঙ্গলটার ব্যাপারেও নতুন করে কিছু বলার নেই। আগে তো প্রতিবার নববর্ষের সময় শিল্পীরা নিয়ম করে ক্যাসেট রিলিজ় করতেন! আমি সেই ট্র্যাডিশনটাই ধরে রাখতে চাইছি।''

ভারি লজ্জার!

নিজের আচরণে নিজেই লজ্জায় পড়ে গিয়েছেন নেহা কক্কর। আসলে কয়েক মাস আগে অভিনেতা বয়ফ্রেন্ড হিমাংশ কোহলির সঙ্গে ব্রেক আপ হয়ে যায় তাঁর। তারপর সেই ব্রেক আপ নিয়ে জনসমক্ষে যারপরনাই কান্নাকাটি করেছেন নেহা। ফলে একদিকে মানুষ যেমন তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছে, হিমাংশের উপর রেগেছেও বিস্তর। হিমাংশই যে ব্রেক আপ করেছেন, তা নেহা ঠারেঠোরে বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু এখন নেহার মনে হচ্ছে, সকলের সামনে কান্নাকাটি করাটা মোটেও ভাল কাজ হয়নি। এভাবে নিজের ইমোশন প্রকাশ না করাই ভাল। এতে হিমাংশের প্রতিও অবিচার করা হয়েছে। এতটাও ঘৃণার পাত্র নয় হিমাংশ। যদিও পুরোটাই পাবলিসিটি স্টান্ট কি না, সেটা বোঝা যাচ্ছে না।



নেহা কক্কর



মনোজিতের সঙ্গে বনশ্রী

বনশ্রীর শেষ গান

প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পী বনশ্রী সেনগুপ্তের গানের যাদু আজও শ্রোতাদের মনে রয়ে গিয়েছে। ১৯৭২ সালে অজয় দাসের সুরে গান গেয়ে লাইমলাইটে আসেন বনশ্রী। তারপর থেকে একের পর এক জনপ্রিয় গান উপহার দিয়েছেন তিনি। তবে সম্প্রতি বনশ্রীর একটি অপ্রকাশিত গানের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ২০১২ সালে 'দশ মাস দশদিন গর্ভে ধরা' নামে একটি গান রেকর্ড করেন বনশ্রী। গানটির সুর প্রয়াত অজয় দাসের। সেই সময় অসুস্থ অবস্থাতেই গানটি রেকর্ড করেছিলেন বনশ্রী। গানের কথা লিখেছেন মনোজিৎ গোস্বামী। সম্প্রতি মনোজিৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বনশ্রীর গাওয়া সেই গানটি নিয়ে একটি অ্যালবাম বের করবেন। অ্যালবামের নাম দেওয়া হয়েছে 'স্মৃতির পাতায় বনশ্রী'। এই মাসেই অ্যালবাম মুক্তি পাবে।



মীর এবং জয়তী চক্রবর্তী

কথায় এবং গানে...

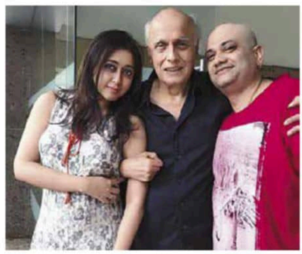
অনেকদিন পর দরজা খুলল শতাব্দী প্রাচীন রেকর্ডিং স্টুডিয়ো, হিন্দুস্তান রেকর্ডসের। এই স্টুডিয়োতেই নিজের প্রথম গান রেকর্ড করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গান রেকর্ড করেছিলেন কে এল সায়গল, পঙ্কজ মল্লিকসহ আরও অনেকে। আপাতত এই স্টুডিয়োয় রেকর্ডিং হল জয়তী চক্রবর্তী এবং মীরের অ্যালবাম 'অসমাপ্ত'র। অ্যালবামটির বিষয়বস্তু একটু অভিনব। একটি প্রেমালাপের উপর তৈরি হয়েছে অ্যালবামটি। প্রেমিকের ভূমিকায় মীর প্রশ্ন করবেন, সেই কথার উত্তরে জয়তী গাইবেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। মীরের ভাষ্যটি সাজিয়েছেন রাজীব চক্রবর্তী। ভাবনা এবং সঙ্গীত আয়োজনের দায়িত্বে ছিলেন আশু চক্রবর্তী। মোট ছ'টি রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যবহার করা হয়েছে। সিঙ্গলসের সময়ে দাঁড়িয়ে বহুদিন বাদে একটি পূর্ণাঙ্গ অ্যালবাম হিসেবে বেরচ্ছে 'অসমাপ্ত'। সেদিক দিয়েও উল্লেখযোগ্য এই কাজটি।



অনুপম রায়

বিরতির পর... ব্যস্ততা

ব্যস্ততা আর অনুপম রায় যেন সমার্থক! ২০১৯ শুরু হতে না হতেই পরপর কাজ তাঁর। 'শাহজাহান রিজেন্সি'র পরে 'বদলা', 'ভিঞ্চি দা' তো আছেই। এবার আসবে শিবপ্রসাদের 'কণ্ঠ', মৈনাকের 'বর্ণ পরিচয়', হরনাথের 'ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড' এবং আরও কয়েকটা আনটাইটেলড প্রোজেক্ট! অবস্থা এমনই যে, অনুপম জানালেন, ''কী বলি বলুন তো, ভেবেছিলাম নিয়ম করে সিঙ্গল রিলিজ় করব। 'ইস দেবাশিস'-এর পর... কিন্তু এতগুলো ছবির কাজ! ভয় হয়, কোনও গান হারিয়ে না যায়। তাই সিঙ্গল রিলিজ়টা আপাতত কিছুদিন স্থগিত রেখেছি।'' গত বছর অনুপম বলেছিলেন, সাময়িক একটা বিরতি নেবেন। কিন্তু ক্রমাগত কাজ আসার চাপে বোধহয় তার দফারফা হয়েছে? অনুপম বললেন, ''বিরতি নিয়েছিলাম কিন্তু... 'উমা'র পর সত্যিই ছ'মাস কাজ নিইনি। আসলে কবিতা, প্রবন্ধ লেখা সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেগুলো একটু লিখলাম আর প্রচুর বই পড়লাম। আর একটা কাজ হল, নিয়মিত রেওয়াজ... প্রত্যুষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে নিয়মিত তালিম নিচ্ছি। আসলে ভাল করে না পড়লে বা গলার যত্ন না হলে কাজটা ভাল হবে না তো... তাই এই ব্রেকটা জরুরি ছিল। তবে এবছর ব্যস্ততা সব পুষিয়ে দেবে''



মহেশ ভট্টের সঙ্গে সমিধ এবং উর্বী

ফের জুটিতে...

ঋষির সঙ্গে জুটি ভেঙে যাওয়ার পর সমিধ ঠিক করেছিলেন সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে একা কাজ করবেন। কিন্তু সব জিনিস তো আর ইচ্ছেমতো হয় না। তাই এবারও সমিধ পেয়ে গেলেন তাঁর সাঙ্গীতিক সঙ্গীকে। উর্বী চট্টোপাধ্যায় কলকাতাতেই গানবাজনা করতেন। সমিধের সঙ্গে শো-ও করেছেন। এই উর্বীই এবার সমিধের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন সুরকার হিসেবে, মহেশ ভট্টের 'সড়ক ২' ছবিতে। সমিধ এই প্রসঙ্গে জানালেন, ''উর্বীর সঙ্গে সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি, আমাদের মিল প্রচণ্ড। এমনকী, কোনও গানের অ্যারেঞ্জমেন্ট ধরুন আমি কিছু ভেবেছি, অবিশ্বাস্যভাবে দেখি, উর্বীও একই জিনিস ভাবছে। আর মহেশ ভট্টও আমাদের সঙ্গীত খুব পছন্দ করেন। ফলে ঠিক করলাম 'সমিধ অ্যান্ড উর্বী' নামেই এবার থেকে কাজ করব।''



ভাবনা ভাল, এগজ়িকিউশন নয়!

গুগলি

পরিচালনা: অভিমন্যু মুখোপাধ্যায়
অভিনয়: সোহম, শ্রাবন্তী, সৌম্যদীপ্ত সাহা, কাঞ্চন মল্লিক, অভিজিৎ গুহ, মানসী সিনহা, অরিত্র দত্ত বণিক

4.5/10

তোতলামি নিঃসন্দেহে একটি বড় সমস্যা। এই সমস্যার জন্য অনেকেই হতাশায় ভোগেন। তবে দুঃখজনকভাবে, এই বিষয় নিয়ে আমাদের দেশে সেরকম কোনও ছবি তৈরি হয়নি। সেই দিক দিয়ে অভিমন্যুর ‘গুগলি’র ট্রেলার আশা জাগিয়েছিল। বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে এরকম একটি ভাবনা নিয়ে ছবি হচ্ছে, এটা সত্যি প্রশংসনীয়। ছবির গল্পে ডালি (শ্রাবন্তী) ও অর্জুন (সোহম), দু’জনেই কথা বলতে গেলে হোঁচট খায় বারংবার। দু’জনের পরিবারই তাদের জন্য পাত্র-পাত্রী খুঁজতে ব্যস্ত। ঘটনাক্রমে ডালি ও অর্জুনের পরিবার ঘটকের মাধ্যমে একে অপরের সন্ধান পায় এবং তাদের বিয়ে হয়। তারপর শুরু হয় সমস্যা। অর্জুন সন্তান নিতে চাইলেও, ডালি চায় না। কারণ তার ভয়, তাদের সন্তানও যদি তোতলা হয়! তা হলে সে কীভাবে সমাজের অপমান মেনে নেবে? এই অবধি ছবিটি ঠিক ছিল। কিন্তু তারপরই সব কেমন যেন গুলিয়ে গেল। যারা তোতলায় তাদের কী-কী অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয়, তারা সেগুলো কীরকমভাবে অতিক্রম করে, এর মধ্যে ছবিটি সীমাবদ্ধ রাখলে মন্দ হত না। কিন্তু উলটে দেখা যায়, গল্পে ডালি সন্তান নিতে রাজি হয়। গুগলি হয় এবং সে বাবা-মা’র মতো তোতলায় না। তবে এখান থেকে ছবিটি সম্পূর্ণ ঘুরে যায়। তোতলানোর টপিক থেকে সরে গিয়ে গল্পে আরও অনেক বিষয় ঢুকে পড়ে যেগুলো মূল গল্পের নিরিখে বেশ অপ্রাসঙ্গিক। তা ছাড়া এখান থেকে গোটা গল্পে কোনও ওঠানামা নেই। ভীষণ ফ্ল্যাট। তবে ছবির ক্লাইম্যাক্স বেশ ভাল। আর যেটা ভাল তা হল শ্রাবন্তী ও সোহমের অভিনয়। তাঁরা দু’জনেই অনবদ্য অভিনয় করেছেন। তবে ছোট গুগলির ভূমিকায় সৌম্যদীপ্তকে দেখতে খুব মিষ্টি লাগলেও, তার স্ক্রিন প্রেজ়েন্স খুব কম সময়ের জন্য। এরকম একটি চরিত্রের উপর ছবির টাইটেল হল কেন, তা বোঝা গেল না। অরিত্রর অভিনয় বেশ সাবলীল। স্যাভির মিউজ়িকও মন্দ নয়।



6/10

বহমান জীবনের এক টুকরো ছবি!

বসু পরিবার

পরিচালনা: সুমন ঘোষ
অভিনয়: সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত

দীর্ঘ দাম্পত্য জীবন মানেই কি সুখী জীবন? দায়িত্ববান স্বামী এবং পিতা মানেই কি পারফেক্ট ম্যান? হাসিমুখ মানেই কি আনন্দের ছবি? পরিচালক সুমন ঘোষের ছবিতে এমন অনেক প্রশ্ন আছে এবং উত্তরও আছে। প্রণবেন্দু (সৌমিত্র) এবং মঞ্জরীর (অপর্ণা) ৫০ বছরের বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, প্রণবেন্দুর পৈত্রিক রাজবাড়ি ‘কমলিনী’তে। অনুষ্ঠানে হাজির হন প্রণবেন্দু-মঞ্জরীর দুই ছেলে-মেয়ে প্রতিম (যিশু) আর প্রিয়া (ঋতুপর্ণা)। আসেন, পরিবারের বাকি সদস্যরাও। বহুদিন বাদে একে অপরের সঙ্গে দেখা। ফলে আনন্দের যেমন বান ডাকে আবার ওঠে নানা অনুচ্চারিত প্রশ্নও। কেন পুরনো রাজবাড়ি ছেড়ে নতুন রাজবাড়িতে উঠে এল বসু পরিবার? কেন তনু আর পম্পির নিটোল দাম্পত্যে এক চিলতে ফাঁক রয়েছে? ছবির নামে সূরজ বরজাতিয়া মার্কা গন্ধ থাকলেও সে পথে একেবারেই হাঁটেননি পরিচালক। ভাগ্যিস! পরিবারের মধ্যে আমরা যে সমস্যাগুলোকে দেখে অভ্যস্ত সেগুলোকে না দেখিয়ে এক নতুন দিক দেখিয়েছেন পরিচালক। সেই সমস্যা কখনও ঠুনকো আভিজাত্যের, কখনও বা নিজের সেক্সুয়াল প্রেফারেন্স লুকিয়ে দিনের পর দিন সমাজের চোখে পারফেক্ট হওয়ার চেষ্টা। বংশ গরিমার অহংকার কীভাবে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে প্রবহমান হয়, তা সৌমিত্র এবং যিশু অভিনীত পিতা-পুত্রের চরিত্রদু’টি বুঝিয়ে দিয়েছে। আসলে শুধু চাহিদা বদলায় মাত্র। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এক অসুখী মানুষ বাস করে, সেই মানুষকে সরিয়ে সুখকেই প্রাধান্য দিতে হয়, সেই সুখই চিরন্তন। বিশ্বসংসারে মানুষের উপস্থিতি ক্ষণিকের, ছবির সারবত্তা এই সুরেই বাঁধা। অভিনয়ে সৌমিত্র, ঋতুপর্ণা, যিশু বেশ ভাল। লিলি, শাশ্বত, কৌশিক এবং সুদীপ্তা অত্যন্ত সাবলীল। শ্রীনন্দা বিশেষ সুযোগ পাননি অবশ্য। পরানের চরিত্রটির প্রয়োজন বোঝা যায় না। খানিকটা হতাশই করলেন অপর্ণা। তাঁর অভিনয়ের তার আলগা লাগল যে! কোথাও গিয়ে তাঁর কণ্ঠের সঙ্গে একাত্ম হতে পারল না দর্শক। তিনি নিজেও যে কৃত্রিম হয়েই রইলেন। ছবিতে গানের ব্যবহার ভাল লাগে। কিন্তু হতাশ করে ক্যামেরা। কিছু শট বড্ড অ্যামেচারিশ। বিশেষত বৃষ্টির দৃশ্য। ছবি শেষের সুর ভাল লাগে। সব সমস্যার সমাধান করার দরকার নেই, কিছু সমস্যা মানুষ সারা জীবন বয়ে বেড়ায়। সেটাই তো জীবনের এক রূপ!



5.5/10

জিতে যাওয়ার গল্প
সোয়েটার

পরিচালনা: শিলাদিত্য মৌলিক
অভিনয়: ঈশা সাহা, খরাজ মুখোপাধ্যায়, ফরহান ইমরোজ, শ্রীলেখা মিত্র, জুন মাল্য

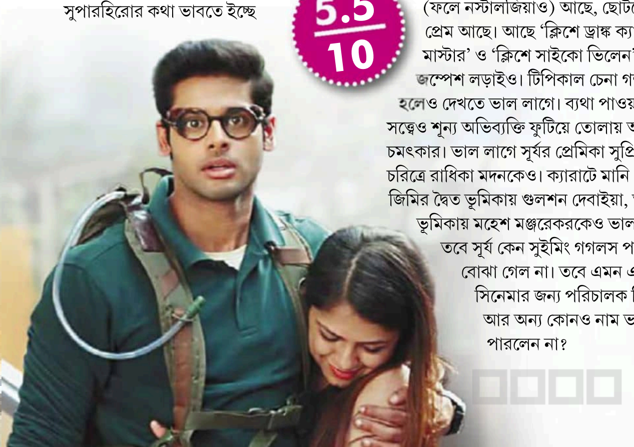
বাড়ির সেই মেয়েটা, যে কোনওকিছুই পারে না, কোনও পাত্র পছন্দ করে না... সে যখন আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়, তখন সেই জয়টা যেন আর শুধু বিয়ে বা দৈনন্দিন কোনওকিছু পারা বা না পারায় সীমাবদ্ধ থাকে না। সার্বিকভাবে জিতে যায় মেয়েটা আর সেই সঙ্গে ওর মতো আরও অনেকে। পরিচালককে ধন্যবাদ, কেরিয়ারের প্রথম বাংলা ছবিতেই এরকম একটা 'খোটাসিক্কা'র গল্প বলার জন্য। আর সেই সঙ্গে সমাজে তৈরি যাবতীয় পুরুষতান্ত্রিক মিথ ভেঙে দেওয়ার জন্যও। টুকু এক পাহাড়ি অঞ্চলে থাকে বাবা-মা আর বোনের সঙ্গে। বিয়ের বাজারে 'তথাকথিত'ভাবে অচল টুকু। বয়ফ্রেন্ডও তেমন সিরিয়াস নয়। এমন সময় হঠাৎই এক অভিজাত ভদ্রমহিলা আসেন অদ্ভুত আবদার নিয়ে। তিনি তাঁর ছেলের সঙ্গে টুকুর বিয়ে দেবেন, যদি সে ভদ্রমহিলার হাতে বোনা অবিকল একটি সোয়েটার বুনে দিতে পারে। এদিকে টুকু উল বুনতে জানে না। এরপর কী হবে, সেটা সিনেমাহলের জন্যই তোলা থাক। বলা বাহুল্য, সোয়েটার বোনাকে বাজি ধরাটা এই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে একটু বেমানান ঠেকেছে, কিন্তু এটাও ঠিক, শিলাদিত্য শুধু সোয়েটার বোনার মধ্যে সিনেমার বক্তব্যকে আবদ্ধ রাখেননি। ছবির কিছু চিত্রনাট্য এবং দৃশ্যের বুনন সত্যিই ছবিটিকে আন্তরিক করেছে। 'টুকু'র চরিত্রে ঈশা অসাধারণ। দর্শক একাত্মবোধ করতেই পারেন। এমনকী, ভাল লাগে শ্রীলেখা-সিধুর কেমিস্ট্রিও। শুধু সেলাইয়ের ক্লাসগুলো বড্ড একঘেয়ে লেগেছে। টাটকা বাতাসের মতো লেগেছে ফারহান ইমরোজকে। কিন্তু যে জিনিসটি 'সোয়েটার'কে আলাদা করেছে, তা হল ছবির সঙ্গীত এবং ক্যামেরা। রণজয়ের সুরারোপিত প্রতিটি গান দুর্দান্ত, দৃশ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। পাহাড়ি পরিবেশকেও ভাল করেই ধরা হয়েছে। শুধু চরিত্ররা কেউ ওই শীতে সোয়েটার পরে নেই, এটা দেখতে একটু বেমানান লাগে।

উপভোগ্য 'মসালা'
মর্দ কো দর্দ নেহি হোতা

পরিচালনা: ভাসান বালা
অভিনয়: অভিমন্যু দাসানি, রাধিকা মদন, গুলশন দেবাইয়া, মহেশ মঞ্জরেকর

মুঠো হাত তুলে টানটান দাঁড়িয়ে একটা ছেলে, সামনের গুন্ডা দলের সঙ্গে টক্কর নিতে একাই তৈরি। এরকম দৃশ্য দেখলেই সুপারহিরোর কথা ভাবতে ইচ্ছে করে। পরিচালক ভাসান বালার 'মর্দ কো দর্দ নেহি হোতা'য় সুপারহিরো সিনেমার এলিমেন্ট থাকলেও এ সিনেমা আদতে অন্যরকম গল্প শোনায় দর্শককে। সূর্য (অভিমন্যু) 'কনজেনিটাল ইনসেনসিটিভিটি টু পেন' নামক রোগের শিকার। তার ব্যথা লাগে না। বড় হতে-হতে সে আবিষ্কার করে, সে অন্যদের চেয়ে আলাদা। এই ছবিতে অ্যাকশন আছে (তা বিশ্বাসযোগ্য), 'গেম অফ ডেথ', 'গ্রেফতার', 'আজ কা গুন্ডা রাজ'-এর মতো পুরনো ছবি ও গানের রেফারেন্স (ফলে নস্টালজিয়াও) আছে, ছোটবেলার প্রেম আছে। আছে 'ক্লিশে ড্রাঙ্ক ক্যারাটে মাস্টার' ও 'ক্লিশে সাইকো ভিলেন'-এর জম্পেশ লড়াইও। টিপিকাল চেনা গল্প হলেও দেখতে ভাল লাগে। ব্যথা পাওয়া সত্ত্বেও শূন্য অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলায় অভিমন্যু চমৎকার। ভাল লাগে সূর্যর প্রেমিকা সুপ্রির চরিত্রে রাধিকা মদনকেও। ক্যারাটে মানি ও জিমির দ্বৈত ভূমিকায় গুলশন দেবাইয়া, অজুবার ভূমিকায় মহেশ মঞ্জরেকরকেও ভাল লাগে। তবে সূর্য কেন সুইমিং গগলস পরে, তা বোঝা গেল না। তবে এমন একটা সিনেমার জন্য পরিচালক কি আর অন্য কোনও নাম ভাবতে পারলেন না?

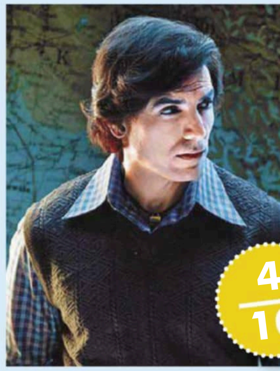
5.5/10



এত স্লো স্পাই থ্রিলার?
রোমিয়ো আকবর ওয়াল্টার

পরিচালনা: রবি গ্রেওয়াল
অভিনয়: জন আব্রাহাম, মৌনী রায়, জ্যাকি শ্রফ

১৯৭১ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের টানটান প্রেক্ষাপট। ভারত ব্যস্ত তাদের স্পাইদের শত্রুদেশে পাঠাতে, তাদের ট্রেনিং দিতে। রোমিয়ো আলি (জন আব্রাহাম) একজন সাধারণ লোক, দিনে ব্যাঙ্কে কাজ ও রাতে থিয়েটার করে তার দিন কাটে। কোনও এক রাতে তার শো-এর সময় রোমিয়ো চোখে পড়ে যায় 'র'-এর প্রধান শ্রীকান্ত রাইয়ের (জ্যাকি শ্রফ)। শ্রীকান্ত বুঝতে পারেন 'আপাত' সাধারণ রোমিয়োর মধ্যেই লুকিয়ে আছে ভাল স্পাই হওয়ার যাবতীয় দক্ষতা! ব্যস, শুরু হয় রোমিয়োর ট্রেনিং। ট্রেনিং অন্তে নতুন হেয়ার কাট ও চোখে সুরমা লাগিয়ে নতুন রূপে আকবর বর্ডার পেরোয়। শুরু হয় তার স্পাইগিরি!
রবি গ্রেওয়ালের পরিচালনায় 'রোমিয়ো আকবর ওয়াল্টার' হতেই পারত উত্তেজনাময় কোনও



4/10

স্পাই থ্রিলার, কিন্তু অতিরিক্ত ধীরগতির জন্য আধঘণ্টার মধ্যেই আপনার ঘুম পেতে বাধ্য। উলটে বারবার আরও বেশি করে তুলনা টানতে ইচ্ছে করবে মেঘনা গুলজ়ারের 'রাজ়ি'র সঙ্গে। কোন গুপ্তচরগিরির প্রশিক্ষণ এত কম ট্রেনিংয়ে হয়ে যায়? সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম আরও কিছু বিষয়ের দিকে নজর দিতে পারতেন পরিচালক। রোমিয়ো-আকবর-ওয়াল্টার, যতই তিনটে আলাদা-আলাদা অস্তিত্ব হোক না কেন, জন আব্রাহামের পাথরের মতো অভিব্যক্তি কিছুতেই তা বুঝতে দেয় না! মৌনী রায়ের চরিত্রটিকেও খানিক অপ্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়। শেষে বলার, স্পাই থ্রিলারের জন্য ভারত-পাকিস্তানের ১৯৭১-এর যুদ্ধ ছাড়া আর কোনও প্রেক্ষাপটই কি খুঁজে পান না পরিচালকরা?

খানিক অবাস্তব...

নোটবুক

পরিচালনা: নীতিন কক্কর
অভিনয়: জ়াহির ইকবাল, প্রনূতন বহেল

আপনি কি ডাই হার্ড রোম্যান্টিক? তাহলে 'নোটবুক' আপনার মন্দ লাগবে না, বরং আশা জাগাবে একটি অনভিপ্রেত পরিস্থিতিতেও আপনি প্রেম খুঁজে পেতে পারেন। ঠিক যেমন হয় ছবির চরিত্র কবীর (জ়াহির ইকবাল)-এর সঙ্গে। কবীর কাশ্মীরের একটি প্রত্যন্ত হাউজ়বোট স্কুলে শিক্ষকতার দায়িত্ব নেয়। সেখানে গিয়ে তাঁর হাতে আসে একটি নোটবুক, যেটি ওই স্কুলেরই আগের শিক্ষিকা ফিরদৌসের (প্রনূতন বহেল)। ডায়েরিতে লেখা ফিরদৌসের নানা অনুভূতির প্রেমে পড়ে যায় কবীর। স্কুল নিয়ে ফিরদৌসের স্বপ্ন পূরণের দায়িত্ব নেয় সে। ক্রমে দেখা যায় নোটবুকটার মাধ্যমে সে যেন ফিরদৌসের সঙ্গে আলাপ চালিয়ে চলেছে। অথচ তখনও দেখা হয়নি দু'জনের। একটু অন্য ধরনের ছক ভাঙা রোম্যান্টিক ঘরানার ছবি এই 'নোটবুক'। একটি থাই নাটক 'দ্য টিচার্স ডায়রি' থেকে অনুপ্রাণিত ছবিটি। নবাগত জ়াহির ইকবাল ও প্রনূতন বহেল দু'জনের অভিনয়ই বেশ ভাল, সঙ্গে পাওনা কাশ্মীরের নিসর্গ। গোটা ছবি জুড়েই একটা হালকা উত্তেজনা অনুভূত হয়। তবে, ন্যারেটিভ খুবই দুর্বল, চিত্রনাট্যও। ডায়লগ বেশ ক্লিশে। আসলে এরকম ক্যান্ডি ফ্লস রূপকথার গল্প দেখতে ভাল লাগলেও বিশ্বাস করতে একটু কষ্ট হয়। সেখানেই গল্পের তাল কাটতে থাকে, মনে হয় দর্শক যেন আরেকটু কিছু আশা করছিলেন যা ছবিতে পাওয়া গেল না। নবাগতদের একক অভিনয় ভাল হলেও কেমিস্ট্রি খুবই দুর্বল। ফলে মাঝে-মাঝেই বেশ তাল কাটে। তুলনায় সিনেমাটোগ্রাফি বেশ ভাল, সিনেমাটোগ্রাফার মনোজ কুমার খাটোই প্রতিটা সিনই খুব নিখুঁত ভাবে তুলেছেন। ছবির গান খুব ভাল, ক্যাচি। সবচেয়ে ভাল লাগে উজ্জ্বল মুখের বাচ্চাগুলোকে, যারা কবীর স্যারের ছাত্র।



4/10



6/10

মনের কাছে...

শজ়াম

পরিচালনা: ডেভিড এফ স্যান্ডবার্গ
অভিনয়: জ্যাকারি লিভাই, মার্ক স্ট্রং, আশের অ্যাঞ্জেল

এবার ডিসির পালা! ব্যাটম্যান, সুপারম্যান, ফ্ল্যাশের পর শজ়াম। আরও এক সুপারহিরো চলে এসেছে। বিলি অবৈধ সন্তান। তার জন্মের পরই মা তাকে ফেলে পালায়। জীবনে যুদ্ধ করতে-করতে হঠাৎ একদিন বিলির মধ্যে সুপার পাওয়ার জেগে ওঠে। মনে সে ১২ বছরের বাচ্চা থাকলেও, শরীরে সে হয়ে ওঠে এক যুবক। নাম, শজ়াম। তারপর আর পাঁচজন সুপারহিরোর মতোই সে রক্ষাকর্তা হয়ে ওঠে। কিন্তু মনটা যে এগোয় না। শজ়ামের ভূমিকায় জ্যাকারি বেশ ভাল। পুচকে আশের মানানসই। গল্পও জমাটি। মজা আর হৃদয়ছোঁয়ার মতো এই 'মহামানব'কে বড্ড আপন লাগে।



অ্যাপ ব্যবহার না করলেও তো চলে যায়!

পল্লবী শর্মা

স্মার্টফোন ব্যবহার করলেও অ্যাপ ব্যবহার করতে খুব একটা পছন্দ করেন না 'কে আপন কে পর'-এর **পল্লবী শর্মা**। তাও, নিজের পছন্দের অ্যাপ সম্পর্কে জানালেন আনন্দলোককে...

ফেসবুক

আমার কাছে ফেসবুক মানে টাইমপাস। নিজে সেভাবে পোস্ট না করলেও কে কী করছে, কী ছবি দিচ্ছে, সেটা জানতে হলে তো ফেসবুকের মতো ভাল বন্ধু হয় না!

উবার

উবারের মতো ভাল অ্যাপ কিন্তু হয় না। শুটিং ছাড়া যে-কোনও জায়গায় যেতে হলে ওটাই আমার একমাত্র ভরসা। কোনও ঝামেলা ছাড়াই অ্যাপে ক্যাব ডেকে নাও, ব্যস! ।

ইউটিউব

কাজের মধ্যে ফাঁকা সময় পেলেই গান শুনি। তার জন্য অনেক অ্যাপ ব্যবহার করলেও ইউটিউব কিন্তু সবচেয়ে প্রিয়। ইউটিউব আর গান, এটা ছাড়া আমার চলবেই না।

সুইগি

আমি খেতে ভালবাসি। একসময় শুটে থাকলেই সুইগি ছিল মাস্ট। আজকাল বাড়ির খাবার ক্যারি করলেও শুটিংয়ে খিদে পেলে এখনও সুইগিই কিন্তু উদ্ধার করে।

ফোটো: অনির্বাণ সাহা

সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন: ইন্দ্রাণী ঘোষ



সুপ্রভাত! ক্যাপুচিনো খেলে কেমন হয়?

কোয়েল মল্লিক

৩ এপ্রিল, (ইনস্টাগ্রাম)



নিজের উপরে বিশ্বাস রাখো আর কঠিন ট্রেনিং করো।

বিরাট কোহলি

৩ এপ্রিল, (ইনস্টাগ্রাম)



'জীবনে হার-জিতের লড়াইতে ভুলে যাই ভালবাসা কাকে বলে, মানুষে-মানুষে সম্পর্ক কাকে বলে। নিজেদের দুর্বল অবস্থায় সেগুলো বোঝা যায় খুব ভাল ভাবে। আমি যেমন বুঝেছি। অসুখের সময় যাঁরা শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিয়েছেন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের।'

ইরফান খান, ৩ এপ্রিল, (টুইটার)



বড় ফ্যানের সঙ্গে প্রীতি জ়িন্টা। এরকম একটা সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ!

সুশান্ত সিংহ রাজপুত

৪ এপ্রিল, (ইনস্টাগ্রাম)



সবুজ স্বপ্ন, সবুজ শুভেচ্ছা!

নুসরত জাহান

৩ এপ্রিল, (ইনস্টাগ্রাম)



আয়ে আয়ে ক্যাপ্টেন... আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি #থ্রোব্যাকথার্সডে

মালাইকা অরোরা

৪ এপ্রিল(ইনস্টাগ্রাম)

রাশিচক্র

কেমন কাটতে পারে আগামী ১৫ দিন? জেনে নিন আনন্দলোকের কাছ থেকে...



এরিজ়

২১ মার্চ-১৯ এপ্রিল

সিরিয়াস সম্পর্কে আছেন যাঁরা, তাঁদের ক্ষেত্রে এই মাসটা বেশ ভালই যাবে। সামনে বিয়ের যোগ আছে। তবে অফিসে কাজের ক্ষেত্রে আরও বেশি মনোযোগ দিন।



টরাস

২০ এপ্রিল-২০ মে

শরীরের দিকে আরও নজর দিন। ডাক্তার দেখাতে অবহেলা করবেন না। ব্যবসায়ীরা বুঝে-শুনে বিনিয়োগ করুন। মনে রাখবেন, পরিশ্রমের কিন্তু বিকল্প হয় না।



জেমিনি

২১ মে-২০ জুন

এই মাসটা ঘটনাবহুল কাটতে চলেছে। ডায়েট মেনে চলুন। অনিয়ম করবেন না। পার্টনারের সঙ্গে ঝামেলা হতে পারে। মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন।



ক্যানসার

২১ জুন-২২ জুলাই

ক্রিয়েটিভ কাজ যাঁরা করেন, তাঁদের এই মাসটা বেশ ভাল যেতে চলেছে। মাসের শেষে আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা আছে। কেরিয়ারে ফোকাস করুন।



লিও

২৩ জুলাই-২২ অগস্ট

কোনও বিষয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। আবেগ সরিয়ে যুক্তি দিয়ে ভাবুন, নয়তো পরে আফসোস করবেন। মাসের শেষে টাকাপয়সার চাপ হতে পারে।



ভার্গো

২৩ অগস্ট-২২ সেপ্টেম্বর

নিজের টাকাপয়সার হিসেব নিজে রাখুন। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে অনেকদিন পর যোগাযোগ হতে পারে। কাজের জায়গায় প্রতিযোগিতা করলে নিজের ক্ষতি হবে।



লিব্রা

২৩ সেপ্টেম্বর-২২ অক্টোবর

ভাল-মন্দ মিশিয়ে এই মাসটা যাবে। অন্যের কথায় কান না দিয়ে নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে শিখুন। ছাত্রদের লেখাপড়ায় ভাল ফলের সম্ভাবনা।



স্কর্পিও

২৩ অক্টোবর-২১ নভেম্বর

কোনও দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে পারেন। সাবধানে থাকবেন। রোজ যা-যা কাজ করবেন বলে ঠিক করেছেন, সেগুলো একটা রুটিন করে রাখার চেষ্টা করুন।



স্যাজিটেরিয়াস

২২ নভেম্বর-২১ ডিসেম্বর

যে-কাজটা করতে চান, সেটাই করুন, তাতে সাফল্য বেশি আসবে। জীবনের ওঠা-পড়ায় ভেঙে পড়বেন না। পুরনো ঘটনা থেকে শিক্ষা নিন।



ক্যাপ্রিকর্ন

২২ ডিসেম্বর-১৯ জানুয়ারি

কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সম্ভাবনা আছে। বাড়িতে কারওর সঙ্গে খারাপ আচরণ করবেন না। পার্টনার বা স্ত্রীকে সময় না দিলে সমস্যা হতে পারে।



অ্যাকোয়েরিয়াস

২০ জানুয়ারি-১৮ ফেব্রুয়ারি

বিদেশে বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান করতে পারেন। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে মাসটা খুব ভাল যেতে চলেছে। পার্টনারের সঙ্গে পুরনো ঝামেলা মিটিয়ে নিন।



পাইসিস

১৯ ফেব্রুয়ারি-২০ মার্চ

মানসিক অশান্তি মিটিয়ে নতুন ভাবে শুরু করুন। কেরিয়ারের দিকে নজর দিন। নিজেকে সময় দেওয়া আপনার জন্য খুব দরকার।